লতিফুল ইসলাম শিবলী

দারুচিনি

BanglaBook.org

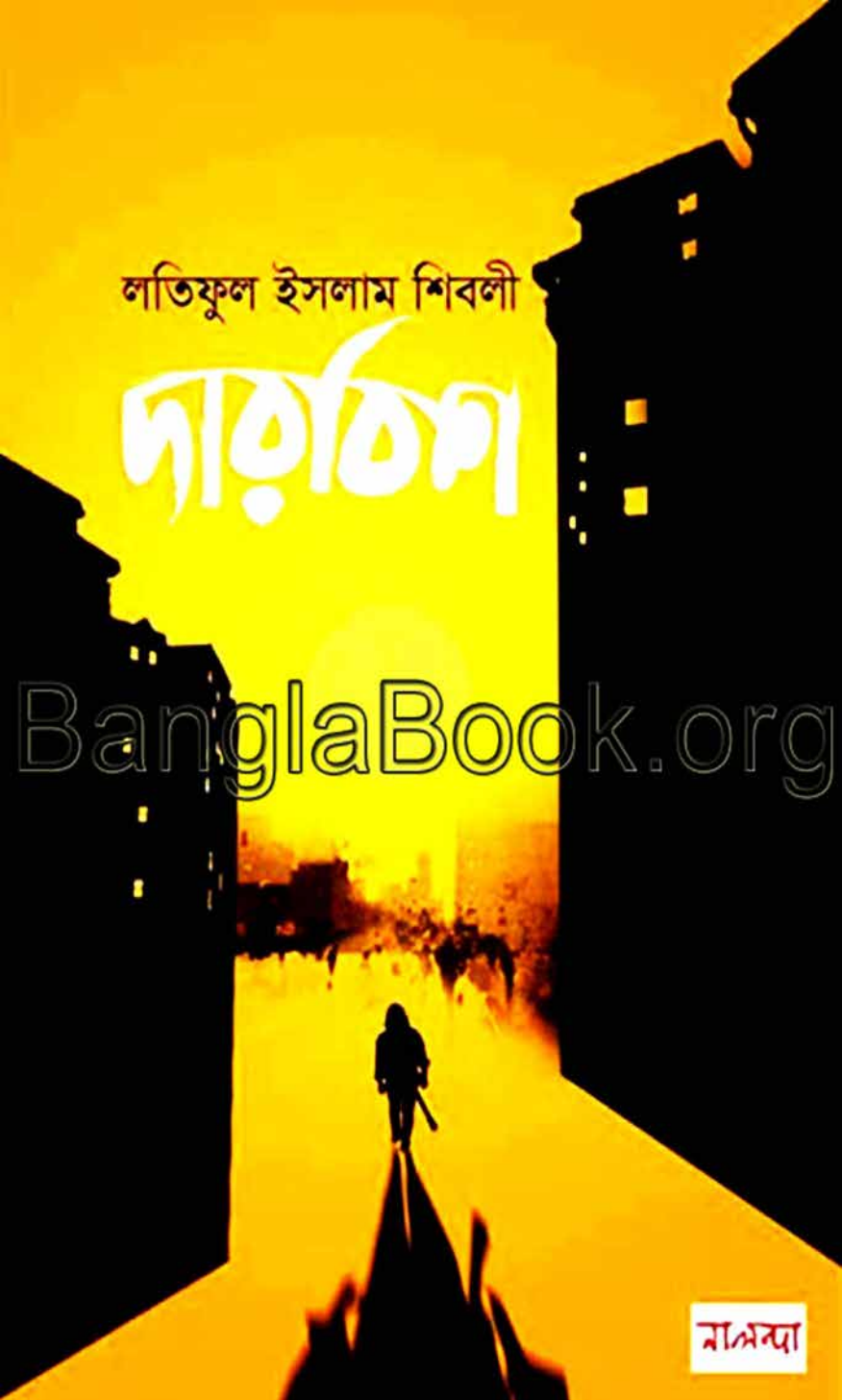

নালন্দা

সেক্স ড্রাগস অ্যান্ড রক এন রোল–

এই তিনটি নিষিদ্ধ শব্দ ছিল ৬০, ৭০ আর ৮০ দশকের হতাশাগ্রস্থ আমেরিকান তারুণ্যের আশ্রয়। যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ আর শীতল যুদ্ধে অস্থির টালমাটাল আমেরিকা। সেই সময়ে অভিমানী এক তরুণ ঢাকা থেকে চলে গিয়েছিল আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোতে ডাক্তারি পড়তে। এটা সেই সানফ্রান্সিসকো যাকে বলা হত 'এন্টি কালচার' বা হিপ্পি আন্দোলনের রাজধানী। সহপাঠীদের সাথে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে করতেই তার চোখে পড়ছিল পুজিবাদের গভীর সংকট আর বীভৎস রক্তাক্ত ক্ষতগুলো। দুই আদর্শবাদের ধারক দুই পরাশক্তির লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে বের হয়ে আসা অন্ধকার রাজনীতি সেই তরুণকে পরিণত করেছিল বিশ্বনাগরিক।

৬০মিলিয়ন লম্বা চুলের হিপ্পি যখন আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, যখন আমেরিকার ঘরে যুদ্ধ, বাইরে যুদ্ধ, ঠিক তখন ছেলেটির জীবনে প্রেম হয়ে আসে মেলিনি নামের প্রখর রাজনীতি সচেতন দেশপ্রেমিক এক আমেরিকান নারী। যাকে রাশিয়ান স্পাই মনে করে হন্যে হয়ে খুঁজছে এফবিআই। এরপর শুরু হল তাদের পলাতক জীবন। মেলিনিকে নিয়ে টেক্সাস থেকে চোরাই পথে মেক্সিকো ঢোকার সময় ছেলেটির জীবনে ঘটে এক চরম বিপর্যয়...

প্রায় ৭০ বছর বয়স নিয়ে সেই তরুণ আবার ঢাকায় ফেরে, তার ফেলে যাওয়া সেই রোমান্টিক ঢাকা, যাকে সে নাম দিয়েছিল 'সিটি অফ মিউজিক'। পরিচয় হয় এক তরুণীর সাথে, যে তরুণীর মননশীলতা তৈরি হয়েছিল সেই সময়ের এলভিস প্রেসলী, বিটলস, বব ডিলান, জিমি হ্যান্ড্রিক্স, জিম মরিস্‌ন, লেড জেপলিন, পিঙ্ক ফ্লয়েড, ইউ-টু আর নির্ভানা শুনে শুনে। মেয়েটি অদ্ভুত ভাবে লোকটির ৩০ বছর বয়সের সেই লম্বা চুলের হিপ্পির প্রেমে পরে যায়। সমস্যাটা শুরু হয় তখনই...

এই উপন্যাসের স্থান সত্য, কাল সত্য, ইতিহাস সত্য, কাল্পনিক শুধু এর চরিত্রগুলো।

www.BanglaBook.org

ISBN 978 984 92329 5 7

www.BanglaBook.org

তার লেখা কয়েকটি গানের শিরোনাম পড়লেই তাকে কেউ কেউ চিনে ফেলতে পারেন, জেল থেকে বলছি, তুমি আমার প্রথম সকাল, আমি কষ্ট পেতে ভালোবাসি, কেউ সুখি নয়, হাসতে দেখে গাইতে দেখো, হাজার বর্ষারাত, পলাশীর প্রান্তর, প্রিয় আকাশী... ৯০ দশক জুড়ে লিখেছেন এমন তিন চারশো গান। পুরো একটা জেনারেশনের দৈনন্দিন দুঃখ-সুখের ডায়েরি হয়ে আছে শিবলীর গান। আধুনিক তারুণ্যের ভাষাকে তিনি তার গীতিকবিতায় এঁকেছেন অত্যন্ত সহজসরল 'রক'-এর ভাষায়। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই শিবলী পরিণত হয়েছেন এদেশের ব্যান্ড সংগীতের কিংবদন্তি গীতিকবিতে।

শুরু গ্রুপ থিয়েটার 'নাট্যচক্রে'র, তারপর শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমে 'কর্মপ্লিট ম্যান' খ্যাত সেক্সুরি ফেব্রিকসের দুর্দান্ত সেই ঝুঁটিবাঁধা মডেল শিবলী ছিলেন তাঁর সময়ের ফ্যাশন-আইকন। সফল নাট্যকার। বিটিভির যুগে তাঁর লেখা প্রথম সাড়া জাগানো নাটক 'তোমার চোখে দেখি' আর রাজকুমারী। 'রাজকুমারী'তে মির্জা গালিব চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয় এখনও অনেকের মনে থাকার কথা। কবি শিবলীর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ইচ্ছে হলে ছুঁতে পারি তোমার অভিমান' (১৯৯৫) ; দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ– 'তুমি আমার কষ্টগুলো সবুজ করে দাও না' (২০১০) তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ– মাথার উপরে যে শূন্যতা তার নাম আকাশ, বুকের ভেতর যে শূন্যতা তার নাম দীর্ঘশ্বাস (২০১৪)

বাংলা একাডেমি প্রকাশ করেছে তাঁর 'বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত আন্দোলন' (১৯৯৭) নামে ব্যান্ড সংগীতের ওপর লিখিত প্রথম এবং একমাত্র গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থ।

নিজের লেখা, সুর ও কম্পোজিশনে এবং নিজের কণ্ঠে গাওয়া তার প্রথম অ্যালবাম–'নিয়ম ভাঙার নিয়ম'(১৯৯৮)। শিবলী'র কাহিনি সংলাপ এবং চিত্রনাট্যে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'পদ্ম পাতার জল' (২০১৫)

স্বভাবজাত বোহেমিয়ান, ঘুরেছেন ইউরোপের পথে-প্রান্তরে। প্রিয় বিষয় কম্পারেটিভ আইডিওলজি অ্যান্ড রিলিজিয়ন স্টাডিজ, পলিটিক্স, হিস্ট্রি, এনভায়রনমেন্ট, পেইন্টিংস।

একাডেমি শিক্ষায় মাটার্স জন্ম পহেলা বৈশাখের সুবেহসাদেকের সময়, জন্মেই দেখে বাংলাদেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। তখন যুদ্ধ না বুঝলেও নব্বই দশকের স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনের ভেতর দিয়েই তাঁর বেড়ে ওঠা। শৈশব-কৈশোর আর তারুণ্যের শহর নাটোর ; যৌবনের শহর ঢাকা আর লন্ডন। ওমর এবং ওসমান নামের দুই সন্তানের বাবা তিনি।

Facebook ID: www.facebook.com/latiful.islam.shibli/
E-mail: lshibli14@gmail.com

প্রচ্ছদ সোহেল আনাম

লতিফুল ইসলাম শিবলী

দারুচিনি

www.BanglaBook.org

নালন্দা

ঘরে বসে বই পেতে লগ অন করুন
http:// rokomari.com/nalonda
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দারবিশ	লতিফুল ইসলাম শিবলী
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ	সোহেল আনাম
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০১৭
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৩০০.০০ টাকা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক	সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারত পরিবেশক	নয়াউদ্যোগ

©	Latiful Islam Shibli
Darbis	Latiful Islam Shibli
Cover Design	Sohel Anam
First Published	February 2017
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Phone	01552-456919
Price	300.00 Tk only
ISBN	978-984-92329-5-7
E-mail	nalonda_10 @yahoo.com

উৎসর্গ

মা

মাটির পৃথিবীতে আমার দেখা একমাত্র জান্নাতের অধিবাসী ছিলে

তুমি

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তোমাকে সেখানেই রেখেছেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ওরা একে অন্যকে খুন করতে চায়।

দুজনের হাতেই ছুরি আর কাঁটাচামচ। যে কোনো মুহূর্তে একজন আর-একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মেয়েটি তার ডান হাতে ধরা কাঁটাচামচটি দিয়ে খোঁচা মারে, ছেলেটি তার বাম হাতেরটা দিয়ে ফেরাতে গিয়ে তিন কাঁটার ফাঁকে চামচটি আটকে যায়, ফলে চলছে প্রাণপণে টানাটানি। মেয়েটা ছাড়িয়ে নিতে চায়, ছেলেটা চায় আটকে থাকুক। মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে তার সর্বশক্তি দিয়ে টান মারার জন্য, এর মাঝে ওয়েটার এসে দাঁড়ায় ওদের সামনে। প্রতিদিন এমন হাজারো প্রেমের নখরা দেখা ওয়েটারের মুখটা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। তার ছোট্ট নোটবুকে কলম চেপে জানতে যায় খাবারের অর্ডার। কয়েক টেবিল দূর থেকে এক ভদ্রমহিলা আতঙ্কিত দৃষ্টিতে নজর রাখছিল। ছেলেটি মেয়েটির দিকে কপট তীব্র দৃষ্টি রেখেই খাবারের অর্ডার দেয়। বিরক্ত ওয়েটার খসখস করে টুকে নিয়ে চলে যায়। ঠিক তখনই গিটারটা বেজে ওঠে। অ্যাকুয়াস্টিক গিটার।

এটা একটা মিউজিক ক্যাফে। ক্যাফের নিজস্ব মিউজিশিয়ানদের পাশাপাশি যে কেউ এখানে এসে নিজেই পারফর্ম করতে পারে। অ্যাকুয়াস্টিক গিটারের সুরটার মধ্যে এমনকিছু ছিল যাতে ছেলেটি মেয়েটি দুজনেই ঘাড় ঘুরিয়ে স্টেজের দিকে তাকায়। গিটারে বাজছে স্প্যানিশ ফ্লেমেনকো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাফেটা পরিণত হয়ে গেল আন্দালুসিয়ান উপত্যকার কোনো সরাইখানায়। ফ্লেমেনকো যেন বৃষ্টির উদ্দাম নৃত্য, শীতের ঋজবদ্ধ স্তব্ধতা শেষে নতুন গজানো কাঁচা সবুজ পাতায় উপর আলো আর প্রজাপতির সখ্য যেমন ঠিক তেমনি মিউজিক ক্যাফেটাকে বদলে দিয়েছে। গিটারের মাইনর নোটগুলো বাক বদল করে ফ্লেমেনকোর উদ্দামকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছে বিষাদের দিকে। এই সুরকে অবজ্ঞা করা কঠিন, মোটামুটি একধরনের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে ক্যাফেতে। কেউ কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে

দেখার চেষ্টা করেছে বাদককে। ছেলে মেয়েটির ঝগড়া আর অভিমান পর্ব শেষ, এখন ওরা পরস্পরের হাত ধরে বসা মুগ্ধ শ্রোতা। অনেকের খাবার চিবানোর গতি মন্থর হয়ে এসেছে। অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমের নিখুঁত আওয়াজ। একজন উদাস হয়ে কফিতে চামচ নেড়েই যাচ্ছে। বাদকের কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। একধরনের ধ্যানমগ্নতা নিয়ে তিনি বাজিয়ে যাচ্ছেন। এতক্ষণ ক্যাফেতে যারা উচ্চস্বরে কথা বলছিল তারা এখন ফিসফিস করে কথা বলছে । সুর যখন ক্ষমতায় সাম্রাজ্য তখন নির্জনতার।

মেয়েটির কথায় ছেলেটির ঘোর ভাঙে।

'আমার গিটার মাস্টার পেয়ে গেছি।'

'আই অ্যাম হ্যাপি।'

'তুই হ্যাপি কেন?'

'এই বাজারে এমন বুড়া গিটারিস্ট পাওয়া আমার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার।'

'আরে মামা, গিটার তো তুমি শিখবা না, শিখব আমি, এখানে তোমার ভাগ্যের বিষয় আসছে কেন?'

'শোন, এই ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে বাহাত্তর হাজার হ্যান্ডসাম আর হট গিটারিস্ট শিকারি বাজপাখির মতো ঘুড়ে বেড়াচ্ছে সুন্দরী মেয়েগুলোকে ছোঁ মেরে তুলে নেওয়ার জন্যে, সেখানে তোর মাষ্টার হিসেবে এমন বুড়ো গিটারিস্ট পাওয়া কি আমার জন্যে ভাগ্যের ব্যাপার নয়!'

ছেলেটির এই জেলাসটা মেয়েটি সব সময়ই এনজয় করে, লাজুক হেসে আহ্লাদ করে মেয়েটি ছেলেটির গায়ে ঢলে পড়ে। পুলকিত ছেলেটি সিরিয়াস ভাব নিয়ে বলে 'বুড়া রাজি হবে নাকি কে জানে।' মেয়েটি কপট রাগ দেখিয়ে বলে 'শাট আপ, ডোন্ট কল হিম বুড়া, সি, হাউ হ্যান্ডসাম হি ইজ। তাচ্ছিল্য নিয়ে ছেলেটা বলে 'লেট্স্ ট্রাই।'

লোকটা তার বাজানো শেষ করে কফি নিয়ে বসেছে, একা, এক কর্নারে।

প্রথম দেখায় মনে হয় লোকটির ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমনকিছু আছে যা সহজেই তার কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না, কাছে আসার চাইতে এজাতীয় লোকদের নিয়ে মানুষ দূর থেকে কথা বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।। ওরা এক ধরনের সমীহ আর ইতস্তত ভাব নিয়ে লোকটির কাছে গিয়ে বলল,

BanglaBook.org

'আমরা কি একটু বসতে পারি?' লোকটি মাথা ঝাঁকিয়ে মিষ্টি হেসে সম্মতি দেয়। বসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেয় মেয়েটি 'অসাধারণ! জাস্ট অসাধারণ! এত সুন্দর লাইভ গিটার প্লেয়িং আমি জীবনে শুনিনি, ইট্স জাস্ট মাইন্ড ব্লোইং, আমি কী বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, আই মিন... ইউ আর ওসাম'। লোকটি মিটমিট করে হাসছে আর উপভোগ করছে বিহ্বল মেয়েটির প্রশংসা।

'আপনি কি এখানে প্রতিদিন বাজান?'

নাহ্ আমি সপ্তাহে চার দিন বাজাই, এটা আমার পার্টটাইম জব, বেতন আর ফ্রি ডিনার, আই রিয়েলি ইনজয় দিস জব।

লোকটার চোখেমুখে একটা প্রশান্তি খেলে যায়। শেষমেশ মেয়েটি মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করে? 'আপনি আমাকে গিটার বাজানো শেখাবেন? প্লিজ না করবেন না, প্লিজ।'

এই প্রস্তাবে লোকটা বেশ মজা পেয়েছে। খুব আয়েশে কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বলে 'আমি ঠিক জানি না কীভাবে গিটার বাজানো শেখাতে হয়, আমি শুধু বাজাতে পারি, কোনো গ্রামার আর নিয়মকানুন ছাড়াই বাজাই, কারণ আমি নিজে যেখানে গিটার বাজানো শিখেছি সেখানে আমার কোনো শিক্ষক ছিল না।

'ও মাই গড, ইউ আর রিয়েল জিনিয়াস, শিক্ষক ছাড়া গিটার শিখে এমন বাজানো সম্ভব, অবিশ্বাস্য!'

ছেলেটি জানতে চায়, 'কোথায় শিখেছিলেন?' এতক্ষণ লোকটা ওদের চোখে চোখ রেখে কথা বলছিল, এই প্রশ্নে চোখটা নামিয়ে নিয়ে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পাশেই রাখা গিটারটার দিকে, তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে বলল—'

'জেলখানায়।'

হঠাৎ যেন ওরা ধাক্কা খায়। ধীরে ধীরে মিইয়ে যায় ওদের উচ্ছ্বাস। ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে আর লোকটিকে মাপতে থাকে। মেয়েটি বলে 'জেলখানায়! মানে ঠিক বুঝলাম না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকটা বহুদূরে দৃষ্টি মেলে বলে 'হ্যাঁ' আমেরিকায় খুনের দায়ে আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল, আমার সেলমেট ছিল ভিত্তরি, ইতালিয়ান আমেরিকান, হি ওয়াজ এ সিরিয়াল কিলার। অসাধারণ গিটার বাজাত। আজ তুমি যেমন আমার বাজানো দেখে মুগ্ধ হচ্ছ আমিও ভিত্তরির বাজানো

BanglaBook.org

দেখে তোমার মতো মুগ্ধ হয়েছিলাম। ওর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে এই গিটারটা আমাকে দিয়ে যায়। চিন্তা করতে পার ! পাঁচজন লোকের হত্যাকারী এই গিটারটা বাজাত। ভিত্তরি চলে যাওয়ার পর নিঃসঙ্গ সেলে বসে আর কাজ কী, নিজে নিজে টুং টাং করতে করতেই একদিন বাজাতে শিখে ফেললাম। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেই সুর আছে, সেটা ধরতে পারলে তুমি যে কোনো কিছুতেই সুর তুলতে পারবে।'

লোকটি আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওরা তাকে যে সুযোগ না দিয়েই কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়ায়।

'একী তোমরা উঠছ কেন? তোমাদের কফি দিতে বলি।'

ওরা লোকটাকে ভয় পেতে শুরু করেছে।

'না থাক, আমরা আজ উঠি।'

ওরা ধড়ফড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। লোকটা সব বুঝে যায়। এতক্ষণ ওরা এক ভয়ংকর খুনির সামনে বসে কথা বলেছে, যার হাতে আরেক সিরিয়াল কিলারের গিটার, ব্যাপারটা ওদেরকে ঘাবড়ে দিয়েছে। ওদের ঘাবড়ে যাওয়া দেখে লোকটি ভীষণ মজা পেয়ে যায়। লোকটা শিশুর মতো হাসতে শুরু করে, আর হাসতে হাসতেই বলতে থাকে 'আরে শোনো, ভয় পেয়ো না।'

ততক্ষণে ওরা ক্যাফে থেকে ছিটকে বের হয়ে যায়। লোকটা হাসতেই থাকে, এক সময় শান্ত হয়ে আসে, ধীরে ধীরে মলিন হয়ে যায় চেহারা। লোকটার ব্যক্তিত্বটাই এমন, শোরগোলের মাঝেও সমস্ত ক্যাফে জুড়ে নেমে আসে হাসিশেষের নীরবতা।

অফিস মনে করে রোদেলা যে ঠিকানায় এসে পৌঁছেছে সেটা আসলে একটা বাড়ি। গুলশানের এদিকটা ডিপলোম্যাটিক জোন। বেশ নিরিবিলি। পথে দুইবার তার সিনএজি অটোরিক্সা থামিয়েছে পুলিশ। অহেতুক উটকো প্রশ্নে

BanglaBook.org

মেজাজটা খিঁচড়ে দিয়েছে চ্যাংড়া সার্জেন্ট। যতটা সম্ভব হাসিমুখে উত্তর দিয়েছে রোদেলা। রোদেলার এই হাসিমুখটা খুবই বিপজ্জনক। ভুল বুঝে এই হাসিটাকে বেশির ভাগ যুবকই প্রশ্রয় মনে করে। তাই সিএনজিটা ছেড়ে দেওয়ার সময় ঘনিষ্ঠ হয়ে সার্জেন্ট তার ফেসবুক আইডিয়াটা জানতে চায়। তাকে হতাশ করে রোদেলা বলেছে সে ফেসবুক ইউজ করে না।

নীরব নির্জন বাড়িটাতে ঢোকার পর থেকেই রোদলার কেমন যেন অসস্থি শুরু হয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে সে চাকুরীর এই এন্টারভিউটার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। পার্সোনাল সেক্রেটারি পোস্টের জন্য কি ধরণের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় রোদেলার জানা নেই। তাই সে বিসিএস গাইডের সাধারণ জ্ঞান থেকে দিনরাত পড়ে গেছে।

ঠিকানা ঠিক আছে কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। এখন এখান থেকে কোনোমতে বেরিয়ে যেতে পারলেই সে বাঁচে।

একজন কেয়ারটেকার জাতীয় লোক মেইন গেটটা খুলে দিয়ে তাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে বসিয়ে অপেক্ষা করতে বলে সেই যে উধাও হয়েছে আর দেখা নেই। বাড়িটার চারপাশে প্রচুর গাছ, গাছগুলোর আকার দেখলেই বুঝা যায় অনেক পুরোনো গাছ। মোটাসোটা ডালগুলোতে সবুজ শ্যাওলা আর পরগাছার আস্তর। বারান্দার গ্রিলে দুটো চড়ুইয়ের কিচিরমিচির আওয়াজ বাড়িটার নির্জনতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এসব দেখা ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই। ধীরে ধীরে একটা ভয় এসে ঘেরাও করে ফেলছে রোদেলাকে। পেপারে পড়া বিভিন্ন ধর্ষণ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে খুনেটে আর থ্রিলার ভূতুরে বিভিন্ন মুভির কথা। নিজেকে মনে হচ্ছে ফাঁদে পড়া সেই নায়িকার মতো, একটু নড়াচড়ার শব্দ হলেই টের পেয়ে যাবে খুনি, তারপর ইলেকট্রিক করাত দিয়ে চিড়ে তাকে টুকরো টুকরো করবে। এখন মনে হচ্ছে সঞ্জুকে না জানিয়ে আসাটা খুবই বোকামি হয়েছে। সঞ্জু কোনোভাবেই চায়নি রোদেলা পার্সোনাল সেক্রেটারির মতো কোনো জব করুক যাদের কাজ শুধু বসদেরকে সঙ্গ দেওয়া। এইজাতীয় জব নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা বলেছে সঞ্জুতা ছাড়া সঞ্জুকে এখানকার অবস্থাটা এক্সপ্লেইন করাটাও কঠিন, সে সবকিছু শোনার আগেই হইহই করে উঠবে। তখন দুটো অবস্থা সামাল দেয়া রোদেলার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে কয়েকবার সঞ্জুর নাম্বারের উপর ফোনের স্ক্রিনে হাত বুলিয়ে গেছে। রোদেলা যদি চিৎকার করে তার সেই চিৎকার শুনে কেউ কি এগিয়ে আসবে? যে পথ দিয়ে বাড়িটাতে ঢুকেছিল সে-পথ দিয়ে ফিরে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই।

কারণ লোকটা লোহার মেইন গেটে তালা মেরে তারপর রোদেলাকে নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকেছে। চরম অসহায়ত্ব পেয়ে বসেছে রোদেলাকে। কান্না পাচ্ছে। পরিণতির জন্য অপেক্ষা করা আর মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকা ছাড়া এখন আর কোনো উপায় ওর হাতে নেই।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে দোতলার দিকে একটা দরজা খোলার আওয়াজ হল। মানুষের নড়াচড়ার শব্দ। খুব ক্ষীন একটা মিউজিক রয়েছে সাথে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে রোদেলা, চেহারাটাকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সিঁড়ির দিকে। ভয়ংকরভাবে ডিবডিব করছে রোদেলার বুক। লোকটার উচ্চতা প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। পরিপাটি করে ছাঁটা সাদা দাড়ি আর নীল জিন্স পরনে, সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নামছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন সিড়ির সংখ্যা গুনে গুনে নামছে। অনেকটা শিশুরা যেভাবে গুনে গুনে সিড়ি বায়। পেছনে পেছনে সেই কেয়ারটেকার লোকটা। রোদেলার দিখে না তাকিয়ে লোকটা সরাসরি এসে বসল রোদেলার সামনের সোফাটাতে। লোকটা বসার সঙ্গে সঙ্গে কেয়ারটেকার লোকটির হাতে ধরিয়ে দিল রোদেলার সিভিটা। সিভিটার দিকে এক নজর তাকিয়ে এবার পরিপূর্ণ ভাবে তাকাল রোদেলার দিকে। রোদেলা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

বসো।

লোকটির আকার-আকৃতির সঙ্গে কণ্ঠস্বরের কোনো মিল নেই, খুব শান্ত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ উচ্চারণ। মুহূর্তের মধ্যে রোদেলার এতক্ষণের আশঙ্কার অনেকটাই কমে গেল। 'তুমি চল্লিশ মিনিট আগে চলে এসেছ।' রোদেলা নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোকামিটা টের পায়।

'জি, ভেবেছিলাম টাইমমতো পৌঁছাতে পারব কি না।'

'এই চল্লিশ মিনিটের প্রতীক্ষা আর আশঙ্কা কোনোটার জন্যে কিন্তু আমি দায়ী নই। কেয়ারটেকার লোকটা ট্রেতে করে নাস্তা সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। রোদেলা বেশ খানিকটা সহজ হয়ে উঠেছে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। লোকটা গ্লাসে পানি ঢালার সঙ্গে সঙ্গে সে এক নিশ্বাসে অর্ধেকের বেশি পানি খেয়ে ফেলে। লোকটির সারা মুখে একটা মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে আছে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে রোদেলাকে।

'নার্ভাসনেস দূর করার জন্য তোমাকে একটা টিপস দিই? টিপসটা পেলে এই ইন্টারভিউটা তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে। নেবে?'

BanglaBook.org

'জি স্যার, বলুন।'

'তুমি যখন কোনো ইন্টারভিউ ফেস করবে তখন মনে করবে তুমি ইন্টারভিউ দিচ্ছ না, তোমার সামনের লোকটির ইন্টারভিউ নিচ্ছ তুমি। সে যেমন তার কাজের জন্য একটা যোগ্য লোক খুঁজছে তেমনি তুমিও একজন যোগ্য ইমপ্লয়ার খুঁজছ, যে তোমার চাহিদাগুলো পূরণ করবে। যতদিন নিজেকে দাতা না ভেবে শুধু গ্রহীতাই ভাববে ততদিন এই ঢকঢক করে পানি খাওয়া নার্ভাসনেসটা কখনোই দূর হবে না।'

রোদেলা বিষয়টা বুঝে উঠতে কিছুটা সময় নিল।

এই প্রথম তার মুখে একটা স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

'টিপসটা কেমন?'

'সত্যি সত্যি আমার নার্ভাসনেসটা অনেক কেটে গেছে স্যার।'

'তা হলে এখনই একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাক।'

'ইয়ে মানে, স্যার, ঠিক বুঝলাম না স্যার।'

'মানে হল, এখন আমরা দুজনেই দুজনার ইন্টারভিউ নেব। আমি দেখব তুমিই সেই সঠিক ব্যক্তিটি কি না যাকে আমার প্রয়োজন আর তুমি দেখবে আমি সেই চাকুরিদাতা কি না যাকে তোমার প্রয়োজন, ঠিক আছে?'

কেয়ারটেকার লোকটা ধোঁয়া ওঠা দুটো কাপ রেখে যায় টেবিলে।

'তোমার ফেবারিট ড্রিংকস ব্ল্যাক কফি উইথ হানি।'

খুব চমকে ওঠে রোদেলা। এই লোকটির তো এটা কোনোভাবেই জানার কথা না। ভ্রূ কুঁচকে চোখ বড় বড় করে বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করে। 'আপনি এটা কী করে জানলেন স্যার?'

'তার আগে তুমি আমাকে বল আমার মগটাতে চিনি আছে কি নেই?'

প্রশ্নটাতে রোদেলা বেশ মজা পেয়েছে, তাই একটু চিন্তা করেই বলে দিল—

'সুগার ফ্রি।'

'একদম ঠিক বলছ। কিন্তু কীভাবে বললে?'

অপশন মাত্র দুটো স্যার। সাথে আপনার স্বাস্থ্য আর বয়সটা মিলিয়ে সহজেই অনুমাণ করা যায় আপনি চিনি খান না।'

'ইউ আর রাইট।'

BanglaBook.org

দুটি অপশনের মধ্যে সঠিকটা খুঁজে বের করা পর্যন্ত তোমার ক্ষমতা। কিন্তু আমার ক্ষমতা হয়তো ১৫/২০টা অপশনের মধ্যে সঠিকটা খুঁজে বের করা পর্যন্ত। ৩০টা অপশন থাকলে হয়তো পারতাম না। যৌক্তিক মনে হচ্ছে না?

boighar.com

'হ্যাঁ স্যার, খুবই যুক্তিপূর্ণ মনে হচ্ছে, আর মনে হচ্ছে আপনার সাথে বাজিতে কেউ কখনো জিততে পারবে না। একথা শুনে লোকটার মধ্যে হঠাৎ একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পেল। বদলে গেল মুখের অভিব্যক্তি।

'বাহ্, এই তো তুমি আমাকে বুঝতে শুরু করেছ, আর ঠিক ধরে ফেলেছ আমাকে। বাজিতে আমি কোনোদিন হারিনি। অনেক বড় বড় জুয়াড়িরা আমার কাছে এসে ফকির হয়ে ফিরে গেছে। তোমাকে এখনই একটা প্রমাণ দিচ্ছি। আচ্ছা বলো দেখি আমার মগে চা আছে নাকি কফি? মনে করো এটাই একটা বাজি। এই বাজিতে তুমি যদি আমাকে হারাতে পার তা হলে এরপর থেকে আমাকে বলতে হবে, রোদেলা আহমেদ নামের একটি মেয়ের কাছে এই জীবনে একবারই আমি বাজিতে হেরেছিলাম। বুঝতেই পারছ এটা আমার জন্য একটা বিশাল বাজি। আর তুমি যদি জিতে যাও তোমার চাকরি কনফর্ম। মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা স্যালারি। তোমার ট্রান্সপোর্টের জন্য থাকবে একটা গাড়ি যেটা শুধু তুমি একাই ব্যবহার করবে। আনলিমেটেড ফোন বিল। তিনটা ফেস্টিভ্যাল বোনাস, ইনক্রিমেন্ট, আরও অনেক কিছু। শুধু একটা উত্তর।' মগটা উঁচিয়ে লোকটা জানতে চায়, 'চা, না কফি?' খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায় রোদেলা। লোকটাকে পাগল ভাবার কোনো উপায় নেই, কারণ লোকটা যা বলছে তার প্রতিটি কথা রোদেলার বিশ্বাস হচ্ছে। তার পরেও চাকরির ইন্টারভিউতে দেশের নাম, রাজধানীর নাম, মুদ্রার নাম ধরা বাদ দিয়ে কেউ কি বাজি ধরে! অসহায় বোধ করে রোদেলা।

boighar.com

'একটা চাকরি সত্যিই আমার খুব দরকার স্যার।'

'আমারও একজন কর্মচারী দরকার, ইমেডিয়েটলি। কারণ আমার হাতেও বেশি সময় নেই।'

'মে আই নো স্যার, হোয়াট ইজ মাই জব রেসপন্সিবিলিটি, আই মিন এখানে আমার কাজটা কী? যদিও চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে পজিশনের নাম লেখা ছিল পার্সোনাল সেক্রেটারি।'

'তার আগে উত্তর দাও চা না কফি?'

'এখানে তো কোনো অফিসিয়াল এনভায়রমেন্ট দেখছি না, নাকি আপনাদের অফিস অন্য কোথাও স্যার?'

'চা না কফি?'

লোকটা একদৃষ্টিতে রোদেলার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। এই দৃষ্টিতে কোনো মায়া মমতা বা অনুকম্পা নেই। প্রফেশনাল জুয়াড়ির দৃষ্টি। রোদেলা বেশিক্ষণ লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না। চোখ নামিয়ে নেয়। হয়তো লোকটার দৃষ্টির মধ্যেই কিছু-একটা ছিল। রোদেলা নিজের ভিতরে এক ধরনের সাহস অনুভব করে। সে বুঝে গেছে এখন এ বাজিটা তাকে খেলতে হবে, সেও সিরিয়াসলি নিয়েছে বিষয়টা। থমথমে চেহারা নিয়ে বলে 'ওয়েল, বাজিটা আমি খেলছি।'

'সো, চা না কফি?'

কয়েক মুহূর্ত চোখটা বন্ধ করে খুলে রোদেলা বলে—

'কফি।'

লোকটা তার মগে চুমুক দিচ্ছিল। রোদেলার উত্তর শুনে থমকে যায়, কিন্তু সেটা বোঝা যায় না। সশব্দে মগটা রাখে সামনের টেবিলের উপরে। চমকে ওঠে রোদেলা। লোকটার মুখে রহস্যময় হাসি। জয়-পরাজয়ের দোলাচালে রোদেলা।

'দ্যাখো কত সহজ একটা বাজি। অপশন ছিল মাত্র দুটো। অথচ দ্যাখো আমার ভাগ্য আমাকে হারতে দেয় নি। আই উইন। ইউ লুজ।' নিভে যাওয়া রোদেলা বলে 'আমি তো হেরে গেলাম, চাকরিটা আমার হচ্ছে না, তাই না স্যার?'

লোকটা না-সূচক মাথা নাড়ে।

'চাকরি না হলেও দুঃখ নেই। আপনি আজ আমার অনেক বড় উপকার করে দিলেন স্যার। দুটো জিনিস শিখে গেলাম আপনার কাছ থেকে। আজকের পর আর কোনো ইন্টারভিউতে আমাকে কেউ নার্ভাস করতে পারবে না। আমি আসি স্যার।'

ক্লান্ত রোদেলা উঠে যাচ্ছে। লোকটা নির্বিকার বসে থাকে। রোদেলা ড্রয়িংরুমে দরজার কাছে পৌঁছানের পর পেছন থেকে লোকটা জিজ্ঞেস করে 'দ্বিতীয়টা বললে না, কী শিখেছ?'

'বাজি, আমি বুঝেছি বাজি মানে আসলে চ্যালেঞ্জ, চালেঞ্জ সেই নেয় যার সাহস আছে। আর এই পৃথিবীটা সাহসী মানুষদের জন্য।' বলেই দরজা খুলে রোদেলা বের হতে যাবে এমন সময় লোকটি বলে ওঠে; 'দেন ইউ গট দ্যা জব।' ধীরে ধীরে বদলে যায় রোদেলার মুখের এক্সপ্রেশন। খুশিতে

BanglaBook.org

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সে। প্রায় অবিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করে। 'আর ইউ সিরিয়াস?' মুখ টিপে হাসতে হাসতে লোকটি বলে। 'ইয়েস, ইউ ওয়েলকাম।'

লোকটি উঠে আসে দরজা পর্যন্ত, রোদেলার দিকে হাত বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলে 'মোহম্মদ জামশেদ'

সপ্রতিভ রোদেলা হাত ধরে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে বলে—

'নাইস টু মিটিং ইউ স্যার।'

সঞ্জু আর রোদেলা দুইজন দুই মেরুর মানুষ। সঞ্জুর ভিতরে হাজারটা জিনিস রয়েছে রোদেলার অপছন্দের। রোদেলা কবিতা পছন্দ করে, কবিতা সঞ্জুর কাছে বিষের মতো মনে হয়। রোদেলা বৃষ্টি পছন্দ করে। ঝুম বর্ষায় জানালার ধারে বসে রোদেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। আর বৃষ্টি শুরু হলেই সঞ্জু বলবে, যাই, আজ একটু মাল খেয়ে আসি। সঞ্জু সিগারেট খায়, আর সিগারেটের গন্ধে রোদেলার বমি আসে। রোদেলার সবচেয়ে অপছন্দের জিনিস হল মিথ্যা কথা বলা, সঞ্জু সেটা খুবই কনফিডেন্টলি করে আর এখানেই লুকিয়ে আছে এই জুটির ভালোবাসার রহস্য। সঞ্জুর প্রতিটি মিথ্যা রোদেলা ধরতে পারে। সঞ্জু যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তাকে একটা শিশুর মতো দেখায়। এই শিশুর সারল্য রোদেলা আর কোনো পুরুষের মধ্যে দেখেনি। রোদেলা সঞ্জুর এই সরলতাকে ভালোবাসে। এই সরলতার কাছে সঞ্জুর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা হয়ে যায়। সমস্ত সীমাবদ্ধতা ম্লান হয়ে যায়। রোদেলার গভীর জীবন বোধের কাছে সঞ্জুর মোটাদাগের চিন্তা-চেতনা সঞ্জুকে এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগায় । এই হীনম্মন্যতা সঞ্জু ঢেকে রাখে কৃত্রিম রাগ আর অভিমান দিয়ে। তাই কারণে-অকারণে সঞ্জু রোদেলার উপরে রেগে যায়, অভিমান করে। কখনো বুঝতে দেয় না। সঞ্জু রোদেলার এই ব্যক্তিত্বটাকেই ভালোবাসে। রোদেলাকে ভালোবাসার পর পৃথিবীর আর

কোনো নারীর প্রতি সঞ্জু কোনোরকম আকর্ষণ বোধ করে না।' তাই এসব রাগ-অভিমানের স্থায়িত্ব থাকে বড়জোড় দুই-এক ঘণ্টা। দিনশেষে সঞ্জু রোদেলার কাছেই ফিরে আসে। সঞ্জু চায় রোদেলা তার মতামতকে গুরুত্ব দিক। কিন্তু রোদেলার বিচার-বিশ্লেষণের কাছে তাকে প্রতিবার হার মানতে হয়।

'নিশ্চয় এই বুড়ার কোনো খারাপ ধান্দা আছে, এটা তুমি বুঝতে পারছ না! এটা জব ইন্টারভিউ নয়, স্রেফ একটা নাটক।'

'তো নাটকের এন্ডিংটা কেমন হবে বলে তোমার মনে হচ্ছে?'

'খুব খারাপ হতে পারে। বিঅন্ড দ্যা ইমাজিনেশন।'

'এভাবে বললে হবে না, খারাপের সম্ভাবনাগুলো এক এক করে বলো।'

'এই ধরো এরা হতে পারে আন্তর্জাতিক নারী পাচারকারী চক্র। তোমাকে ধরে নিয়ে কোথাও বিক্রি করে দিকে পারে। উফ আরও অনেক জঘন্য কিছু হতে পারে, যেটা আমি কল্পনাতেও আনতে চাই না। আচ্ছা তুমি বলো তো ওই বুড়ার চোখের দিকে তাকিয়ে তুমি কিছু টের পাওনি? আই মিন, কোনো বদ নজর? ইয়ে মানে তোমার বুকের দিকে...'

'শাট আপ! তুমি জানলে অবাক হবে, ওনার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার তোমার কথাই মনে পড়ছিল।'

'অহ্ রিয়েলি!'

'হ্যাঁ। তুমি আর উনি তোমরা দুজনেই পুরুষ। তবে ওনার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়ছে উনি একটি নিষ্পাপ শিশু। তোমাকে আমার আগে যে কথাটি কখনোই বলা হয়নি সেটা হল আমি মাঝে মাঝে তোমার চোখের দিকে তাকাতে ভয় পাই।'

'আরে কী যা তা বলছ।'

'হ্যাঁ সঞ্জু, আল্লাহ্তায়ালা নারীদের একটা ক্ষমতা দান করেছেন। আমরা নারীরা পুরুষের চোখ পড়তে পারি। ভয়ংকর রাটল স্নেকের লেজটা শব্দ করে জানান দেয়, সাবধান! আমার মরণকামড় খেতে এসো না। পুরুষের চোখটাও তেমনি। আগেই তার দৃষ্টি অনেক কিছু জানিয়ে দেয়, ফলে নারী নিজেকে সতর্ক করার সুযোগ পায়।'

'থাক থাক, তোমার এই ফিলোসফি মার্কা কথাবার্তা আমার খুব অসহ্য লাগে। কোথায় আমি বুড়ার বদমায়েশি ধরার চেষ্টা করছি, উলটা তুমি আমাকেই বদমাশ বানিয়ে দিচ্ছ।'

BanglaBook.org

'আহা, রাগ করছ কেন?'

'অ্যান্ড অফ দা ডে আমাকে এমন একটা পুরুষেরই তো ঘর করতে হবে। লাভ ইউ বেইবি।' রোদেলা হাত রাখে সঞ্জুর হাতের উপরে।

রোদেলার এই আহলদটাকে পাত্তা না দিয়ে সঞ্জু প্রসঙ্গে ফেরত আসে।

'বেতন আর অন্যান্য বেনিফিটের কথা যা যা বলেছে সেটা কিন্তু আমার একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না। শুরুতেই এত টাকা বেতন জাস্ট ইমপসিবল।'

'আমাকে এক মাসের বেতন অ্যাডভ্যান্স দিয়ে দিয়েছে।'

'এ্যাঁ বলো কী, এই কথাটা তো আমাকে আগে বলনি?'

'সারপ্রাইজ! অনলাইনে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করার আগ পর্যন্ত আমারও তোমার মতো ইমপসিবল মনে হচ্ছিল।'

'ও মাই গড ! ও মাই গড! আমি জীবনেও এমন চাকরির কথা শুনিনি। আমি এখন শিওর এটা একটা ফাঁদ। যথেষ্ট হয়েছে, তুমি আর ওখানে যেও না। তোমার তো আর কোনো লস নেই। পঞ্চাশ হাজার টাকা তো তোমার হাতে আছে। তুমি ওখানে না গেলেই সব চুকে যাবে। আর টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য ওরা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তখন সেটা আমি সামলাব।'

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে রোদেলা সঞ্জুর দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—

'তুমি কি আমাকে একটা শিশুর টাকা মেরে দিতে বল?'

রোদেলার কথা শুনে সঞ্জু থমকে যায়। কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। তাই রেগে যায়।

'শোনো রোদেলা, আমি তোমার এই কাব্য আর ফিলোসফির অত্যাচারে অতিষ্ঠ । এসব থেকে তুমি বের হয়ে এসো। তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কতবড় বিপদে জড়িয়ে পরতে যাচ্ছ। ওই বুড়ার উদ্দেশ্য মোটেই ভালো না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি...'

'বাজি' শব্দটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদেলার ভেতরটা চনমন করে ওঠে। আর চোখে মুখে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে হাসি।

'বাজি ধরবে সঞ্জু?'

'মানে! কী বলতে চাও তুমি?'

দুজন দুজনার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে।

BanglaBook.org

হঠাৎ রোদেলাকে সঞ্জুর অচেনা লাগে। সঞ্জু রোদেলার চোখে এখন সেই দৃষ্টিটাই দেখছে, যেটা রোদেলা দেখেছিল সেই লোকটার চোখে বাজি ধরার সময়।

'তুমিই তো বললে তুমি বাজি ধরতে চাও!'

'এটা এমন একটা বাজি যে বাজিতে আমি জেতা মানে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাওয়া।'

'হবে না সর্বনাশ। একটু আগেই তো বললাম র‍্যাটল স্নেক ছোবল দেওয়ার আগে লেজের আওয়াজ দিয়ে বলে দেয় সাবধান। ওনার চোখে যদি এক মুহূর্তের জন্যও তেমন কিছু দেখি তাতেই তুমি বাজিতে জিতে যাবে। তখন পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরোটাই তোমার, রাজি?'

'আর যদি তুমি জিতে যাও?'

'আমি পাব বাজি জেতার আনন্দ। দ্যাট ইজ প্রাইজলেস।'

রোদেলার এইসব বিরক্তিকর যুক্তি আর বিবেচনার কাছে বারবার হেরে যায় সঞ্জু। কিন্তু এখনকার বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। রোদেলা ওকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এবং এটা সে করেছে সঞ্জুর ভালো চাওয়াটাকে অবজ্ঞা করে। তার চেয়েও বড় কথা রোদেলাকে তার কেন এমন অপরিচিত মনে হল! হেরে গেলে সঞ্জু আশ্রয় নেয় রাগের। কিন্তু এখন সে রাগটা ঠিক কিভাবে প্রকাশ করবে সেটা ও বুঝতে পারছে না। ধানমন্ডি লেকের ধারের মূল বাধাই করা বিশাল কড়ই গাছটার ছায়ায় চুপচাপ বসে আছে দুইজন। নীরবতাটা খুব উপভোগ করছে রোদেলা। রোদেলা জানে সঞ্জু এখন কী করবে। মনে মনে নিজের সাথে একটা বাজি ধরল। এখন দেখা যাক কি হয়। এই নীরবতাটা অসহ্য লাগছে সঞ্জুর কাছে। এই দমবন্ধ করা নীরবতা থেকে বাঁচতে হলে খুব দ্রুত একটা কিছু করতে হবে সঞ্জুকে। হঠাৎ সঞ্জুর নজর পড়ে এক চা-বিক্রেতার উপরে। ইশারায় ডাক দেয়। সঞ্জুকে কাপ ভরে চা দেয়। সঞ্জু চা মুখে দিয়েই ওয়াক করে ফেলে দেয় চা, চিৎকার করে বলে 'ওই শালা আমারে তোর ডাইল খোর বলে মনে হয়?' 'এটা চা দিছস না মিষ্টির শিরা দিছস। থাপরায়া তোর গালের দাঁত ফালাইয়া দেব।' ভড়কে গিয়ে চা ওয়ালা বলে, 'মামা আগে কইবেন তো, আমি তো আগের মতোই ভাবছিলাম—' এবার আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে সঞ্জু হাতের কাপটা আছাড় মারে কংক্রিটের উপর। ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পকেট থেকে কয়েকটা দশ

BanglaBook.org

বিশ টাকার নোট ছুড়ে মারে চাওয়ালার দিকে। চাওয়ালা দ্রুত সেসব কুড়িয়ে নিয়ে সটকে পরে।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগায় সঞ্জু। রোদেলা তীক্ষ্ণ গলায় ডাক দেয় 'সঞ্জু'। সঞ্জু রোদেলার পাশ থেকে প্রায় দশ ফুটের মতো দূরত্বে গিয়ে দাড়িয়ে সিগারেট ধরায়। রোদেলা মনে মনে হাসে, মনে মনে ধরা বাজিটা সে জিতে গেছে। সঞ্জুকে সে একটা সাদা কাগজের মতোই চেনে। এই যে সঞ্জু এখন যে ব্যবহারটা করছে সেটা ওকে একটা অভিমানি বালকে পরিণত করেছে। সঞ্জুর এই সরলতাকেই রোদেলা ভালোবাসে। রোদেলা জানে সঞ্জু এখন সিগারেটে গুনে গুনে তিনটা টান দেবে তারপর সিগারেটটা ছুড়ে মারবে লেকের পানিতে। তাই করে সঞ্জু। রোদেলার কাছে ফিরে এসে বলে 'চলো'। ভালোলাগা আর মমতা দিয়ে সঞ্জুর হাতটা জড়িয়ে ধরে রোদেলা। রোদেলার এই স্পর্শে মুখটা থমথমে করে রাখলেও সঞ্জুর ভেতরের রাগ অভিমান সব দূর হয়ে যায়।

আজ রোদেলার চাকরির প্রথম দিন। নির্জন বাড়িটাকে আজ আর মোটেই ভীতিকর মনে হচ্ছে না। আজও সেই দুইটি চড়ুই কিচিরমিচির করছে। একটা টুকটুকে লাল সিডান গাড়ি রোদেলাকে তাদের বাগাতলার বাসা থেকে তুলে এনেছে। রোদেলার নতুন চাকরি আর চাকরি থেকে পাওয়া সুযোগ সুবিধা নিয়ে তার পরিবারে বিস্ময়ের সীমা নেই। রোদেলার বড় দুই ভাই আছে যারা দুটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করে বেশ অনেকদিন ধরে। ওদের একজনের অফিস মতিঝিল, আরেক জনের অফিস উত্তরায়। প্রতিদিন যেখানে ওরা বাস টেম্পু করতে করতে অস্থির সেখানে ওদের বোনের চাকরির প্রথম দিনেই বাসার সামনে এমন একটা ঝকঝকে গাড়ি ওদের ভুরু কুঁচকে দিয়েছে। রোদেলা নিজেকে খুব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছে। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে এ আর এমন কী! বিদেশি কোম্পানি আর বড়

BanglaBook.org

পজিশনে তো এমনই হওয়ার কথা। রোদেলার বাবা নেই, মা ব্যাপারটাকে দেখছেন আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত হিসেবে। সাধারণ গ্র্যাজুয়েশন করা একটা মেয়ের প্রথম চাকরিটা এমন রাজকীয় হবে এটা মা স্বপ্নেও ভাবেননি। আজ বাসার সবাই মিলে রোদেলাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। যেন রোদেলা বিদেশ যাচ্ছে। রোদেলা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দল বেঁধে হুড়মুড় করে এসে দাঁড়িয়েছে জানলার সামনে যেখান থেকে দেখা যায় রাস্তায় রোদেলাকে নিতে আসা গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। রোদেলা অনেক কষ্টে নিজের আবেগকে ধরে রেখেছে। প্রাপ্তি আর ভয় মিলিয়ে এ এক মিশ্র অনুভূতি। ভয়টা ভুল বোঝার ভয়। সঞ্জু যেভাবে ভুল বুঝেছে। রোদেলা চায় না তার পরিবারও তাকে ভুল বুঝুক। তার এই জবটাকে যেন সঞ্জুর মতো কদর্য করে না দ্যাখে।

রোদেলা ইতিমধ্যে জেনেছে এই বাড়ির কেয়ারটেকার কাম ম্যানেজারের নাম টুটুল। রোদেলা তাকে টুটুল ভাই বলে। টুটুল দীর্ঘদিন ধরে এই বাড়ি পাহারা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করছে। জামশেদ সাহেবের একনিষ্ঠ আর বিশ্বস্ত বলতে যা বোঝায় টুটুল তাই। রোদেলা টুটুলকে খেয়াল করে দেখেছে, সে সহজ ভাবলেশহীন। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। কম কথা বললেও তার মুখটা গম্ভীর নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মার্জিত। রোদেলা অনুমান করে জামশেদ সাহেবের সান্নিধ্যই সম্ভবত তাকে এমন ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। টুটুল তাকে সারা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। বাড়িটা ওল্ড ফ্যাশনড ষাট দশকের বনেদি বাড়ি। সবকিছু কেমন যেন বড় বড়। টয়লেটের ফ্যাশগুলো মাথার উপরে শিকল লাগানো তাতে হাতল ঝুলছে। হাতল ধরে টান দিলে ফ্ল্যাশ হয়। মজার ব্যাপার হল ভালোমতো রক্ষণাবেক্ষণের ফলে সেগুলো এখনও ঠিকমতো কাজ করছে। টুটুল জানিয়েছে জামশেদ সাহেব তাঁর এই পৈতৃক বাড়িটা হুবহু এমনই রাখতে চান। সারাবাড়িতে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি বিরাজ করছে। রোদেলা সেটা অনুভব করতে পারছে। কিন্তু সে এই অনুভূতিটা বোঝাতে পারবে না। এই বাড়ির একটা নিজস্ব গন্ধ রয়েছে। সেটা কেমন রোদেলা বোঝাতে পারবে না। কিন্তু যাকে সে এই সবকিছু বোঝাতে চায় সেই সঞ্জুর সাথে এসব নিয়ে সে কোনোদিনও কথা বলতে পারবে না। রোদেলার ভেতর থেকে বের হয়ে আসে একটা ছোট্ট দির্ঘশ্বাস।

'স্যার লনে বসে আছে, আপনি স্যারের কাছে যান।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

BanglaBook.org

টুটুল একটা অমায়িক হাসি দিয়ে তার কাজে চলে যায়। এই বাড়িটার সামনে আর পেছনে অনেক জায়গা খালি রেখে বাড়িটা বানানো হয়েছে। চারদিকে বিশাল আর পুরনো সব আম-কাঁঠালের গাছ দিয়ে ঘেরা তার মাঝখানে একচিলতে সবুজ লন। টুটুল নিখুঁতভাবে ঘাসগুলোকে ছেটে রেখেছে। সেখানে ডিসেম্বরের মিষ্টি রোদে একটা ইজিচেয়ারে আধশোয়া জামশেদ। চশমাটা বুকের উপরে রাখা। রোদেলা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায়। দ্যাখে তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ভাবছে ডাকবে কি না। অপেক্ষায় থাকতে থাকতেই ওর চোখ গেল জামশেদের হাতের মুঠোর দিকে। সেখানে কিছু একট ধরা। বৃদ্ধাঙ্গুলটা কিছুক্ষণ পরপর প্রেস করছে। তার মানে তিনি আসলে জেগে আছেন। জেগে থাকা মানুষকে এখন আর জাগানোর প্রশ্ন নেই। সামনের চেয়ারটিতে নিঃশব্দে বসে পড়ে রোদেলা। সামনের এমন একজন মানুষের জন্য এই অবস্থায় অপেক্ষা করা বেশ অস্বস্তির। রোদেলা বারবার ঘড়ি দ্যাখে এমন সময় সঞ্জুর ফোন আসে। ফোনটা সাইলেন্ট, বাজতেই থাকে। একবার ফোনের দিকে একবার জামশেদের দিকে তাকায় রোদেলা। ফোনটা ধরা ঠিক হবে না। কেটে দিয়ে এসএমএস লিখল 'আই অ্যাম স্টিল সেইফ ডোন্ট ওরি। এসএমএসটা পাঠিয়ে আস্তে করে ডাক দেয় 'স্যার'। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জামশেদ কথা বলে ওঠে। যেন ঘুমের ভেতর থেকেই সে কথা বলে।

'বলো আমি দেখতে পাচ্ছি।'

রোদেলা একটু ধাক্কা খায়। চোখ বন্ধ একজন উত্তরে বলবে 'শুনতে পাচ্ছি' তা না বলে বলছে 'আমি দেখতে পাচ্ছি'। রোদেলা একটু মজা করে বলে 'দেখতে কি পাচ্ছেন স্যার?'

'প্রমাণ দিতে হবে দেখছি, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি স্যার।'

একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে জামশেদ চোখ খোলে।

'বিশ্বাস বড় দামি জিনিস, এর জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়।'

'সে আমি জানি স্যার।'

সঙ্গে সঙ্গে আবার সঞ্জুর ফোন। ভাইব্রেট করছে। সেদিকে তাকিয়ে মলিন মুখে রোদেলা বলে। 'ইতিমধ্যে আমি বিশ্বাসের মূল্য দিতে শুরু করেছি স্যার।'

BanglaBook.org

জামশেদ ইশারায় রোদেলাকে ফোনটা ধরতে বলে, কিন্তু রোদেলা লাইনটা কেটে দেয়।

'তুমি বিশ্বাসের মূল্য দিচ্ছ এটা দেখতে পাচ্ছি।' জামশেদ হাসে, রোদেলার মুখে লজ্জামিশ্রিত হাসি।

'স্যার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।' জামশেদ যেন জানে রোদেলা কী জানতে চায়, হাসিমুখেই মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারায় জানতে চায়।

'আপনি চোখ বন্ধ করে কি যেন কাউন্ট করেছিলেন, স্যার?'

'ওহ্, তুমি দেখে ফেলেছ?'

ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে যায় জামশেদের মুখ। একটা দির্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে:

'দ্যাখো, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কতটা মূল্যবান আমরা এমনিতেই কি সেটা বুঝতে পারি? পারি না। আমি সেটা গুনে গুনে উপভোগ করি। এই যে দ্যাখ প্রতিবার নিশ্বাস নিচ্ছি আর হার্টের প্রতিটি বিট, ধমনির প্রতিটি পাল্‌সের স্পন্দন প্রতি মুহূর্তে জানিয়ে দিচ্ছে তুমি বেঁচে আছ কিন্তু সময়টা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই ফুরিয়ে যাওয়াটা তুমি তোমার হাতের বা দেয়ালের ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকালে বুঝতে পারবে না। ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে মানুষের আস্থা কম। বালিঘড়ি দেখেছ কখনো?'

'দেখেছি স্যার।'

বালিঘড়িটা এখানে ভালো উদাহরণ। একটা একটা বালিকণা নিচের দিকে ঝরে পড়ছে আর ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে জীবনরূপী বালির স্তূপ। এক-একটা বালিকণা এক-একটা সেকেন্ড মিনিট ঘণ্টা অথবা দিন যাই বল না কেন সেদিকে তাকালে নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটা উপলব্ধি করা যায়। নিজের অস্তিত্বের সর্বশেষ পরিণতি তো আসলে সময়রূপী এই বালিকণাই।

এই বালিঘড়িটা আছে আমাদের দেহের ভিতরে। অদ্ভুত ছন্দে হার্ট আর পাল্‌স্ হয়ে টিক টিক করে করে নিঃশেষ হচ্ছে। সেই ছন্দটাকে ধরতে পারলে বুঝতে পারবে এই জীবনটা কতটা মূল্যবান। তুমি চাইলে তোমাকে সেই ছন্দটা ধরার নিয়ম শিখিয়ে দিতে পারি, শিখবে?'

'আমি কি পারব স্যার?'

'অন্যদের জন্য কঠিন হলেও তোমার জন্য অনেক সোজা হবে।'

'কেন স্যার, আমার জন্য সহজ হবে কেন?' জামশেদ সিরিয়াস চেহারা নিয়ে রোদেলার চোখে চোখ রেখে গভীরভাবে বলে।'

BanglaBook.org

'বিকজ ইউ হ্যাভ ফেইথ অন মি, আসো তোমাকে শিখিয়ে দিই নিয়মটা।' জামশেদ নিজের ইজিচেয়ারটা টেনে আনে রোদেলার একদম সামনে।

'রিলাক্স হয়ে বসো, এবার চোখ বন্ধ করো। গভীরভাবে শ্বাস নাও, নিতে থাকো।'

হঠাৎ বদলে যেতে থাকল জামশেদের গলার স্বর। কী যেন আছে এই স্বরে। রোদেলা স্পষ্ট বুঝতে পারছে এটা হিপনোটিজম নয় অন্যকিছু। রোদেলা ধরতে পারছে না সেই অন্যকিছুটা আসলে কী। অথচ এটাই সেই বিশ্বাস, যার কারণে জামশেদ তাকে বলেছিল ইউ হ্যাভ ফেইথ অন মি। 'এবার দেখার চেষ্টা করো.... দ্যাখো তুমি সবুজ প্রকৃতি থেকে শ্বাস টেনে শুষে নিচ্ছ সবুজ অক্সিজেন, ছন্দে ছন্দে ফুলে উঠছে তোমার ফুসফুস। ফুলতে ফুলতে তোমার ফুসফুস এখন বাতাসে দোলা আদিগন্ত সবুজ ধানক্ষেত'...

রোদেলা সব দেখতে পাচ্ছে। এই দেখা এমনই স্বচ্ছ যে সে আসলে চোখ খুলে আছে, না চোখ বন্ধ করে আছে সেই পার্থক্যটাই ধরতে পারছে না।

'এবার মনোযোগ দাও তোমার হার্টের দিকে। তোমার হার্ট একটা সমুদ্র। তোমার শিরা-উপশিরায় রক্ত নদীর মতো ছুটছে সেই সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের জলের মতোই নোনা রক্ত, ঢেউয়ের তালে তালে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। এই আদিগন্ত সবুজ ধানক্ষেত আর সমুদ্রের ছন্দটাকে ধর। এবার তোমার হাতের মুঠোটা খোলো।'

জামশেদ কাউন্টিং মেশিনটা রোদেলার হাতে গুঁজে দেয়। রোদেলার হাতে লাগে জামশেদের স্পর্শ। এই স্পর্শে রোদেলার ভিতরে একটা মমতার অনুভূতি হয়।

এই নাও তোমার হাতে দিলাম তুলে জীবনের ছন্দ। এটা বাজাও...

রোদেলা প্রতিবার বাটন প্রেস করছে, সেই টিক শব্দটা মিলছে হার্টের বিটের সাথে, মিলছে শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে, মিলছে কবজি পাল্‌সের সাথে। প্রতিবার টিকে মিলছে বাতাসে দোলা মাতাল ধানক্ষেত আর রক্তের সমুদ্রে আছড়ে পড়া উত্তাল ঢেউয়ের সাথে বিশ্বজগৎ—সবকিছু দুলছে সেই টিক এর ছন্দে। কোনো কিছুই আর আলাদা নেই। সব একের ভিতর একাকার হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

'বাজাও রোদেলা, বাজাও, দ্যাখো তুমি মিশে গেছ পঞ্চভূতে। তুমি এই বিশ্বপ্রকৃতি যার অন্য নাম রোদেলা আহ্‌মেদ। ঐ আকাশ তুমি দূরের নীল তুমি, তুমি পাহাড় বনভূমি আলো অণু পরমাণু তুমি ইথার । তোমার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বাতাস, তুমি ছড়িয়ে পড়েছ চরাচরে, এখন তোমার আলাদা করে কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন তোমার আলাদা করে কোনো নামও নেই, নাউ ইউ আর জাস্ট নোবডি ...

ডিয়ার নোবডি বাজাও, বাজাতে থাকো। দ্যাখ এটা সেই বালিঘড়ি, এবার তুমি অস্তিত্ব ফিরে পাচ্ছ এই ঘড়ির বালিতে প্রতিটি বালিকণায়, দ্যাখো কীভাবে নিঃশেষ হচ্ছে এই বালি। ধাবমান বালিকণাগুলোকে ধরো, বাটনের ছন্দে ধরো।...

ধরার চেষ্টা করছে রোদেলা কিন্তু বালিকণাগুলোকে ধরতে পারছে না। বালি যত দ্রুত নামছে ততই দ্রুত হচ্ছে টিক টিক। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে রোদেলার আঙুলের চাপ। উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রোদেলা দেখতে পাচ্ছে কীভাবে বালিঘড়ির বালিকণার সাথে সাথে কমে আসছে তার আয়ু। এই বালিঘড়িটাই তার জীবন, ওটা শেষ হয়ে যাওয়া মানেই যেন ওর মৃত্যু। যতই বালি কমছে ততই ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঠিক যেন পানির নিচে আটকা পড়েছে রোদেলা। কষ্ট হচ্ছে, তীব্র কষ্ট। শেষ হয়ে আসছে বালি। শেষ।

বন্ধ হয়ে গেছে ওর নিশ্বাস। থেমে গেছে কাউন্টিং মেশিনের টিক টিক। হঠাৎ ওর কানে বহুদূর থেকে ভেসে আসে জামশেদের কণ্ঠ,

'রোদেলা—'

সঙ্গে সঙ্গে পানির নিচে দম বন্ধ হওয়া মানুষ পানির উপরে উঠে এসে যে ভাবে ভুস করে গভীর শ্বাস টেসে নেয়, ঠিক সেভাবে ভেসে উঠে চোখ খুলে তাকায় রোদেলা। হাঁপাচ্ছে। সবকিছু নিশ্চুপ।

টেবিলের উপর ভাইব্রেট করছে সঞ্জুর কল। জামশেদ আর রোদেলা দুজন তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। রোদেলা তখনও হাঁপাচ্ছে, ঘোরের ভেতর থেকেই বলে ওঠে,

'স্যার, এ জীবনটা যন্ত্রণাদায়ক সুন্দর।'

'বাহ্ দারুণ বলেছ তুমি! তবে 'যন্ত্রণা' আর 'সুন্দর'কে যদি আলাদা করতে পার তবেই এই জীবনকে তুমি ভোগ করতে পারবে। এখন আমি

BanglaBook.org

সেই চেষ্টাই করি, প্রতিটি মুহূর্ত যন্ত্রণাহীনভাবে উপভোগ করি। কিন্তু আপসোস উপভোগ করার জন্য বড়ই ছোট্ট এই জীবন।'

সঞ্জুর কলটা ভাইব্রেট করেই যাচ্ছে।

অদ্ভুত এক প্রশান্তি নিয়ে রোদেলা ঘরে ফিরছে। মনে হচ্ছে মনের ভিতরে জমে থাকা এক কালো মেঘ দির্ঘদিন পর বৃষ্টি হয়ে ঝরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভেতরে এক ধরনের পরিবর্তন টের পাচ্ছে। আগে মেডিটেশনের কয়েকটি ক্লাস করেছিল রোদেলা, কিন্তু সেইসব পদ্ধতি আর গুরু নামক ব্যক্তিদের কথাবার্তা কোনোটাই রোদেলাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। বরং সেসবকে সময় আর অর্থের অপচয়ই মনে হয়েছে। আজ মি. জামশেদ তাকে মনোজগতের যে পরিচয় দিয়েছে এবং তার অন্তরের চোখ যেভাবে খুলে দিয়েছে তাতে পালটে গিয়েছে তার জীবন আর জগৎ সম্পর্কে পুরাতন চিন্তা ভাবনা। আজ তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা কোনোভাবেই তথাকথিত মেডিটেশন নয়। অন্তরাত্মার ভিতরের রহস্যময় জগতের কঠিন দেয়াল খুলে যাওয়া আর এক ঝলক এর ভেতরটা দেখে নেওয়া। দেখে নেওয়া বললে ভুল হবে, এটা দেখিয়ে দেওয়া। রোদেলা ধীরে ধীরে টের পাচ্ছে এর ভিতরে একটা শক্তি কাজ করছে আর কানে বাজছে মি. জামশেদের সেই শক্তিশালী মন্ত্রটি 'ইউ হ্যাভ ফেইথ অন মি'। তা হলে এই বিশ্বাসটাই কি সেই শক্তি যা অন্তর জগতের কঠিন পর্দা সরিয়ে দিতে পারে? জীবন যতক্ষণ রহস্যময় ততক্ষণই এটা যন্ত্রণা আর হতাশার। যারা জীবনের রহস্য জেনেছে তারাই পেরেছে সুখী হতে। এই রহস্যের দরজা খোলার জন্য প্রয়োজন শক্তি— বিশ্বাসের শক্তি। এই জ্ঞানটা আজ হয়েছে রোদেলার। গভীর ভাবনার মধ্যে ডুবে ছিল রোদেলা। সঞ্জুর ফোনে সংবিত ফেরে তার।

'এই, কই তুমি?'

'আমি যে এখন কই, দেখে বলতে হবে।'

BanglaBook.org

'মানে কি, তুমি এই মুহূর্তে কোথায় সেটা তুমি জান না?'

'না বেবি' সত্যিই জানি না আমি এখন কোথায়। দাঁড়াও দোকানের সাইনবোর্ড দেখে বলি।'

'রোদেলা, তুমি কি আমার সাথে ফাজলামো করছ?'

'ফাজলামো করব কেন? আমি জ্যামে গাড়িতে বসে আছি অনেকক্ষণ ধরে। বাসায় ফিরছি।'

'তুমি আমার ফোন ধরনাই কেন? আমি তোমাকে নিয়ে টেনশনে মরে যাচ্ছি, আর তুমি আমার কল কেটে দিচ্ছ, ঘটনা কী? কী হয়েছে তোমার?'

'সঞ্জু আই এম ওকে বেবি।'

'আরে রাখো তোমার ওকে। একটা কামুক বসের পার্সোনাল সেক্রেটারি যখন বার বার লাইন কেটে দেয়, আর সারাদিনে একবারও রিং করে না তখন সেই হট পার্সোনাল সেক্রেটারির বয়ফ্রেন্ডের মনের অবস্থা বোঝার মতো অ্যাবিলিটি এখন তোমার নেই।'

সঞ্জুর এই কথাগুলো শুনে রোদেলা আর নিজের হাসিটাকে চেপে রাখতে পারলো না। খিল খিল করে হেসে দিল। আর হাসতে হাসতেই বলল।

'ও মাই গড সঞ্জু আমি কি সত্যিই হট?' কই আগে কখনও বল নি তো!

'ওকে আই ডোন্ট মাইন্ড, আমি এটাকে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নিলাম।'

শোনো, শোনো রোদেলা, শোনো তুমি এখন যেখানেই থাকনা যেন এক ঘণ্টার মধ্যে ডিঙ্গি তে চলে আস।

'ওকে সঞ্জু, আই এম অন মাই ওয়ে।'

সঞ্জু এখন যে ব্যবহারটা করছে এটা ওর রোদেলার প্রতি অবিশ্বাস থেকে করছে না। খুব সাধারণ মানুষের মতো ব্যবহার করছে সঞ্জু। সঞ্জু রোদেলাকে বিশ্বাস করলেও ওর কাছে এই পৃথিবীটা জঙ্গল, এখানে একজনকে বেঁচে থাকতে হলে আর একজনকে খেতে হবে। সঞ্জুর কাছে যেটা জন্তু-জানোয়ারে পরিপূর্ণ, পৃথিবী সেটাই রোদেলার কাছে মানুষের পৃথিবী। সঞ্জু রোদেলাকে জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এটা বোঝে বলেই সঞ্জুর উপর রোদেলা কখনো রেগে যায় না। সঞ্জু রোদেলার সম্পর্ক টিকে থাকাটা ওদের বন্ধুদের কাছে একটা বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু সিক্রেটটা জানে একমাত্র রোদেলা।

সঞ্জুর আগেই রেস্টুরেন্ট ডিঙ্গিতে পৌঁছে যায় রোদেলা। বিশ মিনিট পর সেখানে ঝড়ের মতো প্রবেশ করে সঞ্জু। চেহারার মধ্যে ফুটিয়ে রেখেছে

BanglaBook.org

ভাবগম্ভীর ভাব আর রাগ। রোদেলা সঞ্জুর মুখের উপরের এই কৃত্রিম আবরণটা সরিয়ে ওকে দ্যাখে ফলে ওর ভেতরের দুষ্ট বালকটাকেই সব সময় দ্যাখে রোদেলা। সে বালকের দিকে হাসিমুখ ছাড়া তাকিয়ে থাকা যায় না। সঞ্জুর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে রোদেলা। সঞ্জুর সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। রোদেলার দিকে একবারও সরাসরি তাকায়নি সঞ্জু। অস্থির ওয়েটারকে ডাক দিয়ে একগাদা খাবারের অর্ডার দেয়। আপাতত রাগটা সঞ্জু খাবারের উপর দিয়ে চালাবে। তবে ওকে এখন বাধা দিয়ে লাভ নেই।

'এত খাবারের অর্ডার দিচ্ছ কেন? আর কাউকে আসতে বলেছ নাকি?'

'না, আমার অনেক খিদে, আমার এখন প্রচুর খেতে হবে। আর হ্যাঁ, খাবারের বিল নিয়ে ভেবো না, বিলটা আমিই দেব।'

'কি ব্যাপার সঞ্জু, তোমার স্টকলটের ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে মনে হচ্ছে।'

'তোমাকে কতদিন না বলেছি, আমার এখন স্টকলটের ব্যবসা নেই, ইটস মাই বাইং হাউজ।'

'ওই একই কথা' স্টকলটের ব্যবসা করে হাত পাকিয়েই তো সবাই বাইং হাউজ দেয়। নাকি?'

'শোনো রোদেলা, আমি তোমাকে এখানে বিজনেস মিটিং-এর জন্য ডাকিনি। আমি শুধু তোমাকে সাবধান করার জন্য এখানে ডেকেছি। তোমার কাছ থেকে লোকটার বিষয়ে সব জানার পর এখন আমি শিওর হয়ে গেছি এই বুড়া একটা শয়তান। তোমাকে নিয়ে খেলছে। তুমি যেমনটা পছন্দ কর সেই তালেই খেলছে। সাধু সাধু ভাব ধরে আর স্পিরিচুয়াল কথা বলে মেয়ে পটানো খুবই আপগ্রেডেড ভার্সনের লাম্পট্য। এসব বিষয়ে তুমি বই পড়ে আমার চেয়ে অনেক বেশি জান। তুমি ইনডিয়ার ভগবান শ্রী রজনিশ, কিংবা রাশিয়ার গ্রেগরি রাসপুটিনের নাম শোননি? নিশ্চয় শুনেছ! এরা সব এই বুড়ার মতোই। এরা মানুষকে হিপনোটাইজ করে । এদের প্রতি আসক্ত হয় শিক্ষিত আর ইনটেলেকচুয়াল মেয়েগুলো। এই তুমি যেমন হচ্ছ। প্লিজ রোদেলা খুব খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই তুমি ওখান থেকে সরে যাও। প্লিজ রোদেলা।'

'কিন্তু আমাকে যে তোমার সাথে ধরা বাজিটা জিততেই হবে সঞ্জু।'

একথা শুনে থতমত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সঞ্জু। একটা প্রশান্ত অথচ দৃঢ়তাপূর্ণ স্মিত হাসি হাসি চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকে রোদেলা। এর পর

BanglaBook.org

প্রায় ঘণ্টাখানিক ওরা একসাথে বসে ছিল রেস্টুরেন্টে। দুজনই নীরবে খেয়েছে। রোদেলা জানে এখন সঞ্জুকে বোঝানোর চেষ্টা করলে সে আরও রেগে যাবে। সিন ক্রিয়েটও করতে পারে। সঞ্জুও জানে রোদেলাকে আর বলে লাভ নেই। রোদেলার কাছে এখন বাজিটাই শেষ কথা।

পার্সোনাল সেক্রেটারির কাজটা যেমনই হোক, এটা মানে যদি বসের সঙ্গে সঙ্গে থাকা আর তার ফুটফরমায়েশ খাটা হয় তবে এই কাজে রোদেলার কোনো আপত্তি নেই। অন্য কোথায় কী হয় তার জানা নেই, সে আর জানতেও চায় না। সঞ্জু বিষয়টাকে তিতা করে ফেলেছে। রোদেলা তার জীবনের প্রথম চাকরিতেই মি. জামশেদের মতো বস পেয়েছে, ফলে তার ভিতরে নিজের চাকরিটা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। ইন্টারভিউয়ের প্রথম দিন থেকেই তার মনে হয়েছে সে কোনো ভুল জায়গায় আসেনি। আজ এক সপ্তাহ হয়ে গেল সে ঘড়ি ধরে নয়টায় এই বাড়িতে আসে আর পাঁচটায় চলে যায়। কোনো কাজের হুকুম নেই, কোনো জবাবদিহিতা নেই। রোদেলা নিজের মতো করে থাকে। যখন ইচ্ছে চা কফি নিজেই বানিয়ে নেয়। লাঞ্চের সময় তিনজন মিলে একসাথে লাঞ্চ করে। মূল রান্নার কাজটা করে টুটুল, রোদেলা তাকে টুকটাক সাহায্য করতে চাইলেও টুটুল রাজি হয়নি। টুটুল অসাধারণ রান্না করে, তার রান্নার মধ্যে গ্রামের দাদি নানিদের রান্নায় যে স্বাদ পাওয়া যায় তেমন একটা ব্যাপার আছে। টুটুলের কাছে তার রান্নার রহস্য কি জানতে চেয়েছিল রোদেলা। টুটুল তাকে বলেছে রান্নার স্বাদটা মানুষ তার স্বভাবের সাথে করেই পৃথিবীতে নিয়ে আসে। স্বাদ হচ্ছে ভোগের উপযোগ। কী পরিমাণ ভোগ হবে সেই অনুপাতে আল্লাহ্ স্বাদ বন্টন করেন। ভাতের চেয়ে বিরানি দামি খাবার হলেও অপশন দেওয়া হলে অনেকে বিরানি বাদ দিয়ে ভাত খায়, এর কারণ স্বাদটা দামের উপর নির্ভর করে না। পৃথিবীর কোনো লোকের সাথে কোনো লোকের যেমন চেহারার মিল নেই তেমনি

BanglaBook.org

ভাবগম্ভীর ভাব আর রাগ। রোদেলা সঞ্জুর মুখের উপরের এই কৃত্রিম আবরণটা সরিয়ে ওকে দ্যাখে ফলে ওর ভেতরের দুষ্ট বালকটাকেই সব সময় দ্যাখে রোদেলা। সে বালকের দিকে হাসিমুখ ছাড়া তাকিয়ে থাকা যায় না। সঞ্জুর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে রোদেলা। সঞ্জুর সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। রোদেলার দিকে একবারও সরাসরি তাকায়নি সঞ্জু। অস্থির ওয়েটারকে ডাক দিয়ে একগাদা খাবারের অর্ডার দেয়। আপাতত রাগটা সঞ্জু খাবারের উপর দিয়ে চালাবে। তবে ওকে এখন বাধা দিয়ে লাভ নেই।

'এত খাবারের অর্ডার দিচ্ছ কেন? আর কাউকে আসতে বলেছ নাকি?'

'না, আমার অনেক খিদে, আমার এখন প্রচুর খেতে হবে। আর হ্যাঁ, খাবারের বিল নিয়ে ভেবো না, বিলটা আমিই দেব।'

'কি ব্যাপার সঞ্জু, তোমার স্টকলটের ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে মনে হচ্ছে।'

'তোমাকে কতদিন না বলেছি, আমার এখন স্টকলটের ব্যবসা নেই, ইটস মাই বাইং হাউজ।'

'ওই একই কথা' স্টকলটের ব্যবসা করে হাত পাকিয়েই তো সবাই বাইং হাউজ দেয়। নাকি?'

'শোনো রোদেলা, আমি তোমাকে এখানে বিজনেস মিটিং-এর জন্য ডাকিনি। আমি শুধু তোমাকে সাবধান করার জন্য এখানে ডেকেছি। তোমার কাছ থেকে লোকটার বিষয়ে সব জানার পর এখন আমি শিওর হয়ে গেছি এই বুড়া একটা শয়তান। তোমাকে নিয়ে খেলছে। তুমি যেমনটা পছন্দ কর সেই তালেই খেলছে। সাধু সাধু ভাব ধরে আর স্পিরিচুয়াল কথা বলে মেয়ে পটানো খুবই আপগ্রেডেড ভার্সনের লাম্পট্য। এসব বিষয়ে তুমি বই পড়ে আমার চেয়ে অনেক বেশি জান। তুমি ইনডিয়ার ভগবান শ্রী রজনিশ, কিংবা রাশিয়ার গ্রেগরি রাসপুটিনের নাম শোননি? নিশ্চয় শুনেছ! এরা সব এই বুড়ার মতোই। এরা মানুষকে হিপনোটাইজ করে । এদের প্রতি আসক্ত হয় শিক্ষিত আর ইনটেলেকচুয়াল মেয়েগুলো। এই তুমি যেমন হচ্ছ। প্লিজ রোদেলা খুব খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই তুমি ওখান থেকে সরে যাও। প্লিজ রোদেলা।'

'কিন্তু আমাকে যে তোমার সাথে ধরা বাজিটা জিততেই হবে সঞ্জু।'

একথা শুনে থতমত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সঞ্জু। একটা প্রশান্ত অথচ দৃঢ়তাপূর্ণ স্মিত হাসি হাসি চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকে রোদেলা। এর পর

BanglaBook.org

প্রায় ঘণ্টাখানিক ওরা একসাথে বসে ছিল রেস্টুরেন্টে। দুজনই নীরবে খেয়েছে। রোদেলা জানে এখন সঞ্জুকে বোঝানোর চেষ্টা করলে সে আরও রেগে যাবে। সিন ক্রিয়েটও করতে পারে। সঞ্জুও জানে রোদেলাকে আর বলে লাভ নেই। রোদেলার কাছে এখন বাজিটাই শেষ কথা।

পার্সোনাল সেক্রেটারির কাজটা যেমনই হোক, এটা মানে যদি বসের সঙ্গে সঙ্গে থাকা আর তার ফুটফরমায়েশ খাটা হয় তবে এই কাজে রোদেলার কোনো আপত্তি নেই। অন্য কোথায় কী হয় তার জানা নেই, সে আর জানতেও চায় না। সঞ্জু বিষয়টাকে তিতা করে ফেলেছে। রোদেলা তার জীবনের প্রথম চাকরিতেই মি. জামশেদের মতো বস পেয়েছে, ফলে তার ভিতরে নিজের চাকরিটা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। ইন্টারভিউয়ের প্রথম দিন থেকেই তার মনে হয়েছে সে কোনো স্থূল জায়গায় আসেনি। আজ এক সপ্তাহ হয়ে গেল সে ঘড়ি ধরে নয়টায় এই বাড়িতে আসে আর পাঁচটায় চলে যায়। কোনো কাজের হুকুম নেই, কোনো জবাবদিহিতা নেই। রোদেলা নিজের মতো করে থাকে। যখন ইচ্ছে চা কফি নিজেই বানিয়ে নেয়। লাঞ্চের সময় তিনজন মিলে একসাথে লাঞ্চ করে। মূল রান্নার কাজটা করে টুটুল, রোদেলা তাকে টুকটাক সাহায্য করতে চাইলেও টুটুল রাজি হয়নি। টুটুল অসাধারণ রান্না করে, তার রান্নার মধ্যে গ্রামের দাদি নানিদের রান্নায় যে স্বাদ পাওয়া যায় তেমন একটা ব্যাপার আছে। টুটুলের কাছে তার রান্নার রহস্য কি জানতে চেয়েছিল রোদেলা। টুটুল তাকে বলেছে রান্নার স্বাদটা মানুষ তার স্বভাবের সাথে করেই পৃথিবীতে নিয়ে আসে। স্বাদ হচ্ছে ভোগের উপযোগ। কী পরিমাণ ভোগ হবে সেই অনুপাতে আল্লাহ্ স্বাদ বন্টন করেন। ভাতের চেয়ে বিরানি দামি খাবার হলেও অপশন দেওয়া হলে অনেকে বিরানি বাদ দিয়ে ভাত খায়, এর কারণ স্বাদটা দামের উপর নির্ভর করে না। পৃথিবীর কোনো লোকের সাথে কোনো লোকের যেমন চেহারার মিল নেই তেমনি

BanglaBook.org

রান্নার স্বাদেরও মিল নেই। টুটুলের মতে রান্নার এই স্বাদটা আসমান থেকে নাজিল হয়। রাধুনির স্কিলটা মাধ্যম মাত্র। তাই সে অত্যন্ত বিনয় নিয়ে বলে, রান্নার এই স্বাদে তার কোনো হাত নেই। টুটুল আর তার বসের চেহারা সুরত লেবাসে ধর্মের নামগন্ধ নেই। কিন্তু যখন তারা কথা বলে, সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে কথা বলে। নিজের বিশ্বাসের ভিতর থেকে কথা বলে। হয়তো সে কারণেই প্রতিটি কথা রোদেলার বিশ্বাস হয়। রান্নার স্বাদ নিয়ে টুটুল যা বলল তা রান্নার মতো সাধারণ বিষয় হয়ে থাকল না, বরং হয়ে গেল গভীর অর্থবোধক এক জীবনবোধ।

শুধু মেইন গেটটা ছাড়া এ বাড়ির সমস্ত দরজা জানালা খোলা থাকে, কিছু চড়ুই পাখি আর বুলবুলি সাড়া বাড়িতে অবাধে উড়ে বেড়ায়। বাড়ির অনেক পুরনো কাঁঠাল গাছে দুপুরবেলা ঘুঘু ডাকে। ঘন পাতার ফাঁকে ভালোমতো লক্ষ করলে ওদের বাসা দেখা যায়। এ বাড়ির সবকিছু রোদেলার ভালোলাগে। সবচেয়ে ভালো লাগে এ বাড়ির লাইব্রেরিটা। কম করে হলেও প্রায় হাজার পাঁচেক বই হবে। দোতলার লিভিংরুমটা পুরোটাই বইপত্রে ঠাসা। পড়ার জন্য বার্নিশ করা একটি পুরনো টেবিল আর তিনটে চেয়ার রয়েছে। টেবিলের উপর একটা অদ্ভুত সুন্দর শেডলাইট লাগানো। রোদেলার এ বাড়িতে থাকার বেশির ভাগ সময়ই কাটে এই টেবিলটাতে। কতরকমের বই। বই নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যে পাঁচটা বেজে যায় রোদেলা টের পায় না। রোদেলাকে কেউ বলে দেয়নি পাঁচটায় তার ছুটি বরং নিয়মটা সে নিজেই বানিয়ে নিয়েছে। সে শুধু জানত মানুষ অফিস করে নয়টা-পাঁচটা, সেও তাই করে। কখনো কখনো তার ইচ্ছা করে আরও বেশি সময় থাকতে, কিন্তু সে যেন নিজের নিয়মের জালেই আটকা পড়েছে। জামশেদ বেশির ভাগ সময় নিজের রুম আর নিচতলায় ড্রইংরুমের পাশে একটা অফিসরুমের মতো আছে সেখানে কাটায়। সেখানে টেবিলের উপর একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার রয়েছে। এ বাড়িতে কোনো টিভি নেই। জামশেদ কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে। তার চশমায় স্ক্রিনের হালকা প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে সেটা দেখে রোদেলা অনুমান করে তিনি কিছু পড়ছেন। জামশেদের সাথে রোদেলার সম্পর্কটা সহজ আর অকৃত্রিম, রোদেলাকে এখন এমন চিন্তা করতে হবে না যে এসময় কথা বললে মি. জামশেদের ডিসটার্ব হবে কি না।

'স্যার, কিছু কাজের কাজুয়াল ঠিক করা থাকলে খুব ভালো হয়।'

স্ক্রিন থেকে মুখ না সরিয়েই জামশেদ বলে—

BanglaBook.org

'যদি জানতে পারতাম আগামি কালের সকালের সূর্যটা আমার জন্য উঠবে, আগামিকালের গোলাপটা আমার জন্য ফুটবে, আগামিকালের পাখিটা আমার জন্য গাইবে তা হলে নিশ্চিত আমি তোমার কাজের সুবিধার জন্য একটা কাজুয়াল বানিয়ে দিতে পারতাম।'

'স্যার, আপনার কথাগুলো কেমন যেন কবিতার মতো মনে হয়।'

ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে স্মিত হাসি দিয়ে জামশেদ বলে—

'গভীর অর্থবোধক অনেকগুলো কথার সংক্ষিপ্ত কথা হলো কবিতা।'

'যাক কবিতার একটা সংজ্ঞা জানা গেল, তবে স্যার আপনার কথাগুলো ঠিক কবিতাও না, মনে হয় কবিতার চেয়েও বেশি কিছু যা স্পর্শ করে।'

'যে কবিতা তোমাকে স্পর্শ করবে তখন বুঝবে সেটা বিশ্বাস থেকে লিখা। আমি যা বলি পরিপূর্ণ বিশ্বাস থেকে বলি, তাই হয়তো এমন শোনায়। তুমি কবিতা অনেক পছন্দ কর, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, ভীষণ পছন্দ করি।'

'তোমার কাছ থেকে এখন কবিতা শুনতে শুনতে মনের মধ্যে সবুজের জন্য একটা হাহাকার তৈরি হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই গলফ খেলতে জানো না!

'না স্যার, জানি না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে জামশেদ বলে, 'চলো আজ তুমি আমাকে কবিতা শোনাবে। আর আমি তোমায় গলফ খেলা শেখাবো।' আমার গাড়ি চালাতে ইচ্ছে করছে না, তোমার লাল গাড়িটা কি নেয়া যাবে?'

'এভাবে বলেন কেন স্যার, সবই তো আপনার।'

আমার এক স্কয়ার মিটারের মধ্যে যা আছে এর বাইরে কোনোকিছুই আমার না। তোমার জমিন সেটুকুই যেটুকুর ওপরে তুমি দাঁড়িয়ে বা বসে আছ। তোমার টাকা সেটুকুই যেটুকু এখন তোমার পকেটে আছে। যদিও বাংকে তোমার হাজার কোটি টাকা আছে—তোমার খাদ্য সেটুকুই যেটুকু তোমার পেটে চলে গিয়েছে—যদিও তোমার টেবিলভরা খাবার। তোমার পোশাক সেইটুকুই যা এই মুহূর্তে তুমি পরে আছ, যদিও তোমার ওয়ারড্রোব ভরা জামাকাপড়। অনেক কিছুর মালিকানা আসলে সেন্স অব ওনারশিপ। তোমার অনেক কিছু আছে এই অনুভূতিটা বা এই স্মৃতিটা যদি কোনোভাবে তোমার মাথা থেকে নাই হয়ে যায় তা হলে চিন্তা করো তো তোমার ভাগে আসলে কী থাকল?'

BanglaBook.org

ক্লাসের ভালো ছাত্রীর মতো চটপট করে উত্তর দিল রোদেলা—

'আমার এক স্কয়ার মিটারের মধ্যে যা আছে শুধু সেইটুকু।'

'অথবা বলতে পারো, মানুষের ভোগের আয়তন তার কবরের দৈঘ্য প্রস্থ আর উচ্চতার সমান।'

রোদেলা ভেবে পায় না এই মানুষটা এত জটিল একটা বিষয়কে কীভাবে এতটা সরলতায় প্রকাশ করে। তার ভাবনাগুলো শেষ পর্যন্ত এসে সমাধান পায় জামশেদের সেই একটি কথায়—'ইউ হ্যাভ ফেইথ অন মি'।

রোদেলার লাল গাড়িটা চালাচ্ছে ড্রাইভার, পেছনে পাশাপাশি বসে আছে জামশেদ আর রোদেলা। ঢাকার বিরক্তিকর ট্রাফিক জ্যামে কতক্ষণ ওরা বসে ছিল রোদেলা টের পায়নি। জামশেদের কথা শুনতে শুনতে সে ভাবনার অতলে ডুবে গিয়েছিল।

'এ এক অদ্ভুত শহর!'

কথাটা বলেই জামশেদের বুক চিরে বের হয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

আজ থেকে অনেক বছর আগে আমি যে শহরটা রেখে গিয়েছিলাম, আমার বিদেশি বন্ধুদেরকে সেই শহরের নাম না বলে বলতাম সিটি অব মিউজিক। ওরা অবাক হয়ে মানচিত্রে এই নামের শহর খুঁজে বেড়াত। আমি হাসতাম। আমি ওদের বলতাম, জানো, আমি এমন এক শহর থেকে এসেছি যে শহরে হাজার হাজার গ্র্যান্ড পিয়ানো নিয়ে বাদকেরা শহর জুড়ে ঘুরে ঘুরে দিনরাত পিয়ানো বাজাচ্ছে।

'স্যার! এই ঢাকাতে হাজার হাজার পিয়ানো! আপনি নিশ্চয়ই মজা করে বলেছেন।'

'না মজা করিনি। সত্যি তাই ছিল, তখনকার ঢাকা ছিল রিকশার শহর। সেই রিকশার বেলগুলো পিয়ানোর মতো টুংটাং করে বাজত।' বুঝতে পেরে রোদেলার চোখমুখ শিশুর মতো হাসিতে ভরে উঠে।

'আর শুধু পিয়ানো বাজালেই তো চলবে না, সেখানে লিরিক আর টিউনও তো থাকতে হবে, সেই হাজার হাজার গ্রান্ড পিয়ানোর সাথে সাথে শতশত গায়ককেও কণ্ঠ মেলাতে হবে। কোরাসে। বলোতো সেটা কীভাবে হয়?

'খুব কঠিন প্রশ্ন, পারব না স্যার।'

'খুব সোজা উত্তর, আজান।'

BanglaBook.org

'রিকশার টুংটাং পিয়ানোর সাথে দিনে পাঁচবার মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ যখন মিলে যেত তখন এই শহর হয়ে যেত সিটি অব মিউজিক, আমার ফেলে আসা স্মৃতি।'

'আমি পৃথিবীর কোনো ঐতিহ্যবাহী শহরকে তার চরিত্র বদলাতে দেখিনি। কিন্তু ঢাকাকে দেখলাম কীভাবে তার চরিত্রকে বদলে ফেলল। আমি পঁচিশ বছর পরে গিয়েও হাঙ্গেরির বুদাপোস্টের একটা ক্যাফে আর তার আশেপাশে সবকিছুকে একইরকম পেয়েছি। একটা শহরের সৌন্দর্য হল তার ইতিহাস। তুমি যখন রোমের রাস্তা দিয়ে হাঁটবে তখন তোমার মনে হবে এই যে তুমি যেখানে যেখানে পা রাখছ ঠিক সেখানে হয়তো পা রেখেছিল রাফায়েল, বতিচেল্লি, মিকেলেঞ্জেলো, বেরনিনি, ব্রুমান্তের মতো মহান শিল্পীরা। বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত আধুনিকতা নিয়েও রোম ঠিক এখনও হাজার বছরের পুরনো রোম। আমি অনেক কিছুর মতো আমার সেই সিটি অব মিউজিকটাকে হারিয়ে ফেলেছি।'

রোদেলা এতক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে যেন এই শহরটাকে আজ নতুন করে দেখল। ওরা চলে এসেছে আর্মি গল্‌ফ কোর্সে। জামশেদ রোদেলাকে গল্‌ফের উপর আধাঘণ্টার একটা সংক্ষিপ্ত ট্রেইনিং দিয়ে দিল। রোদেলা মোটামুটি বুঝে নিল এটা এমন একটা খেলা যেখানে যত কম শট খেলে দূরের গর্তে বলটা ফেলা যায়। খেলাটা মোটেই ইন্টাররেষ্টিং মনে হল না রোদেলার কাছে। সম্ভবত জামশেদ রোদেলার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে।

'শোনো আমি কিন্তু তোমাকে গল্‌ফ খেলা শেখানো বা দেখানোর জন্য এখানে নিয়ে আসিনি। এখানে এসেছি মূলত তোমার কবিতা আবৃত্তি শোনার জন্য। এই খেলাটা আমার নিজেরও খুব একটা পছন্দ না।'

এটা শুনে রোদেলা খিলখিল করে হেসে উঠল। গল্‌ফের খুঁটিনাটি নিয়ম থেকে শুরু করে এর ইতিহাস জামশেদ যেভাবে গড়গড় করে বলে গেছে তাতে ইন্টারেস্ট না থাকাটা সত্যিই অস্বাভাবিক। হয়তো রোদেলাকে বিব্রত করতে চায় না বলেই এটা বলা।

'তার চেয়ে চলো আমরা গল্‌ফ কোর্সের সবুজ ঘাসে হাঁটি, আর হাঁটতে হাঁটতে তোমার আবৃত্তি শুনি। কবিতা শোনার জন্য এই জায়গাটা দারুণ না?

'জি স্যার, মনে হচ্ছে এই জায়গাটা নিজেই এক টুকরো কবিতা, আর আমরা কবিতার ভিতর দিয়েই হেঁটে যাচ্ছি। প্রকৃতি এখানে কবিতায় মৌন, কবিতায় মুখর।'

BanglaBook.org

'দ্যা পোয়েট্রি অব দ্যা সাউন্ড অব সাইলেন্স।'

'ওকে স্যার, এটা আমার খুব প্রিয় একটা কবিতা।'

ওরা দুইজন নিখুঁতভাবে ছাঁটা সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। হঠাৎ করে যেন নির্জনতা নেমে আসে। জামশেদ রোদেলা থেকে কয়েক কদম এগিয়ে হাঁটছে। তার পরনে নীল ঢিলেঢালা জিন্স আর গায়ে বটল গ্রিন টিশার্ট। দেখলেই বোঝা যায় তার ভিতরের গতিটাকে ক্লান্তি গ্রাস করে ফেলেছে। সেটা হতে পারে বয়স, হতে পারে অসুস্থতা। পরিপূর্ণ চোখ মেলে জামশেদকে দেখছে রোদেলা। প্রথম দিন থেকেই তার বয়সটা অনুমান করার চেষ্টা করছো কত হতে পারে, পঁয়ষট্টি অথবা সত্তর? সমস্যা হল লোকটার চেহারার দিকে তাকালে বয়সের হিসেবটা গোলমাল হয়ে যায়।। যতই দিন যাচ্ছে এই লোকটাকে জানার আগ্রহটা প্রবল হচ্ছে রোদেলার। সাদা হলেও এখনও লোকটার মাথাভর্তি চুল। রোদেলা কল্পনায় দেখতে পায় আজকের সঞ্জুর বয়সে কেমন হ্যান্ডসাম ছিলেন তখনকার জামশেদ। কেমন ছিলেন আটাশ বছর বয়সের টগবগে জামশেদ। নিশ্চয়ই অনেক মেয়ে তাঁকে পছন্দ করত। হঠাৎ রোদেলা খেয়াল করল একটা সূক্ষ্ম লজ্জা তাকে ছুঁয়ে দিল। নিঃশব্দে হাসল। এক ধরনের ধ্যানমগ্নতা নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটছে জামশেদ। অনেকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, হঠাৎ থেমে ঘুরে তাকাল রোদেলার দিকে। নির্জনতাকে আত্মস্থ করার জন্য এই সময়টুকু নেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিছু না বললেও জামশেদের এ দৃষ্টিটা বলে দিচ্ছে এখন শুরু করা যায়। রোদেলাও প্রস্তুত, এখন শুরু করা যায়। ফুসফুস ভরে বাতাস টেনে প্রশান্ত হয়ে শুরু করে রোদেলা।

'মাথার উপর যে শূন্যতা তার নাম আকাশ
বুকের ভিতর যে শূন্যতা তার নাম দীর্ঘশ্বাস
যে বুক ধারণ করে আছে মহাজাগতিক শূন্যতা
বলতে পার তার দীর্ঘশ্বাসের দৈর্ঘ্য?
বলতে পার কত আলোকবর্ষ পার হয়ে এলে
একটা দীর্ঘশ্বাস নক্ষত্র হয়ে যায়।
অন্ধকার রাতের আকাশে সেইসব নক্ষত্রেরা
পিটপিট জ্বলে জ্বলে জানান দেয়—
'একদা আমার তোমার বুকের পাজরের

BanglaBook.org

গরাদে বন্দি হয়েছিলাম।
মাথার উপর যে শূন্যতা তার নাম আকাশ
বুকের ভিতর যে শূন্যতা তার নাম দীর্ঘশ্বাস।'

আর্মি গল্‌ফ কোর্সের সবুজ মাঠের ঠিক মাঝখানে ডিসেম্বরের ঝকঝকে নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ চোখ বুজে কবিতাটি আবৃত্তি করে গেছে রোদেলা। শেষে চোখ মেলে তাকিয়ে দ্যাখে মুগ্ধতা নিয়ে অপলক তাকিয়ে আছে জামশেদ। শেষ লাইন দুটি বিড়বিড় করে আবার হাঁটা শুরু করে। রোদেলা তাকে অনুসরণ করতে থাকে। কবিতা শেষের অদ্ভুত আর অন্যরকম একটা নির্জনতা এসে দখল করে এই মানুষ দুটিকে।

'স্যার, একটা জিনিস আমি বুঝে গেছি, আমার জবটা আসলে আপনাকে সঙ্গ দেয়া। চাকরি হিসেবে শুনতে কেমন যেন লাগে।'

'ওয়েল, ইউ আর অলওয়েজ ফ্রি লাইক এ বার্ড। তুমি চাইলে এটা যে কোনো সময়ে ছেড়ে দিতে পার। আর তুমি এখন যেটা করছ, এটা আসলে তোমার মূল চাকরি নয়, ট্রেনিং প্রিরিয়ড বলতে পার। তোমার আসল কাজের জন্য একটা সময় নির্ধারণ করা আছে। সেটা কবে আমি জানি না। তবে এটা জানি। খুব বেশি দেরি নেই।'

'সেই কাজটা কী স্যার?'

'সেই কাজটা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে কি না সেটা নির্ভর করছে তুমি এখন যে কাজটা করছ সেই কাজটা চালিয়ে যেতে পারবে কি না সেটার উপরে।'

'আমার মতো একজন হ্যান্ডসাম বৃদ্ধ বসের সঙ্গে তোমার মতো আকর্ষণীয় বুদ্ধিমতী একজন নারীর সারাক্ষণ সঙ্গী হয়ে থাকাটাকে কেউ কেউ সন্দেহের চোখে দেখবে, কেউ কেউ জেলাসফিল করবে।' বলেই হাসতে শুরু করে জামশেদ। পরিমিত হাসি, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে হাসলে জামশেদের বুকে ব্যথা করে। নিজেকে থামিয়ে বলে, আমি বুঝতে পারি এই জবটার কারণে তুমি কিছু ডিফিকাল্টিজের ভিতর দিয়ে যাচ্ছ। তবে আমার ধারণা তোমার আমার বোঝাপড়াটা এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। আর আমি এটাও জানি প্রতিকূলতা অতিক্রম করার মতো সাহস আর শক্তি দুটোই তোমার ভেতরে তৈরি হয়ে গেছে। তার পরও সবশেষে আমি এটাই বলব তুমি এই জবটা যে কোনো মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পার।'

BanglaBook.org

'না স্যার, শুনতে যেমনই লাগুক এই জবটা আমি এনজয় করছি। আপনার সান্নিধ্য আমার জীবন জগৎ আর পারপাস অব লাইফ সম্পর্কে ধারণাগুলো বদলে দিচ্ছে। কেন বেঁচে আছি এ উত্তরটা না জানলে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন। এখন একটু একটু করে বুঝতে পারছি। পাশাপাশি আপনার সম্পর্কে জানার আগ্রহটাও বাড়ছে।'

কুর্মিটোলা গল্‌ফ ক্লাব রেস্টুরেন্টের কেতাদুস্তর সুবেশী ওয়েটার ওদের প্লেটে খাবার তুলে দিতে চাইলে জামশেদ তাকে নিষেধ করে। ওয়েটার চলে যায়, রোদেলার বাটিতে ভরে দিয়ে নিজের বাটিতে কিছুটা সুপ নেয় জামশেদ। একটা নারীকে মুগ্ধ করার জন্য এই ছোট ছোট কেয়ারিংগুলোই যথেষ্ট। সঞ্জুকে রোদেলা সবসময় এমনটাই দেখতে চেয়েছে।

'আমি জানি তুমি কী জানতে চাইছ। যদিও আমি আমার ব্যক্তিগত বিষয় কারো সাথে শেয়ার করি না। কিন্তু তোমাকে বলব সব। আমাকে জানাটা তোমার ভবিষ্যৎ জব রেস্পন্সিবিলিটির জন্য প্রয়োজন।'

সুপের বাটিতে চামচ নাড়তে নাড়তে জামশেদ রেস্টুরেন্টের বাইরের পৃথিবীটার দিকে একদৃষ্টিতে কিছু সময় তাকিয়ে থাকে। হয়তো ভাবছে ঠিক কোথা থেকে শুরু করবে।

'আজকের দিনটা কী অসম্ভব সুন্দর তাই না।' রোদেলা কোনো কথা বলে না। কথা বলে সে এখন জামশেদের ধ্যানমগ্নতা নষ্ট করতে চায় না।

'আমি যখন মেডিক্যালের ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট তখন আফরোজার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। ওর বাবা ছিল খুবই প্রভাবশালী পলিটিক্যাল লিডার। ওরা ছিল আমাদের প্রতিবেশী। বলতে পার আমরা ছোটবেলা থেকেই একসাথে বেড়ে উঠেছি। ওর মা আর আমার মায়ের ভেতরে বেশ সখ্য ছিল। আমরা পরস্পরকে চিঠি লিখতাম। আমাদের সম্পর্কের কথা কেউ কখনো জানতে পারেনি। অনিন্দসুন্দরী বলতে যা বোঝায় ঠিক তেমনটাই ছিল। কবিতা পছন্দ করত, ছায়ানটে গান শিখত, সে সময় এটাই ছিল ফ্যাশন। আফরোজা আমাকে ডাক্তার হিসেবে দেখতে চেয়েছিল, সে কারণে আমি ইঞ্জিনিয়ারি পড়া ছেড়ে এক বছর ড্রপ দিয়ে মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছিলাম। বুঝতেই পারছো, তার প্রতি আমার ভালোবাসা আর এফেকশন কোন পর্যায়ে ছিল। সুন্দরী আফরোজার বিয়ের বয়স আর আমি তখন ছাত্র। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এটা ছিল অসম প্রেম। আমরা কেউই আমাদের পরিবারের কাছে বলার সাহস পাইনি। আমি শুধু আফরোজাকে বলেছিলাম এভাবে হবে না। চলো পালাই। রাজি হয়েছিল। বোকা মেয়েটা একটা বড়

BanglaBook.org

সুটকেস নিয়ে পালাতে চেয়েছিল। সে কারণেই ধরা পড়ে যায়। জানো সেই বড় সুটকেসটায় কী ছিল? তার প্রিয় বইগুলো ছিল। সেইসব বই যেখান থেকে সে আমাকে কোট করে প্রতিদিন একটা করে চিরকুট পাঠাত। সুটকেসভর্তি শাড়ি গহনা নিয়ে না পালিয়ে যে মেয়ে তার প্রিয় বইগুলো নিয়ে পালাতে চেয়েছিল তার বিয়ে হয়েছিল এক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের সঙ্গে, ধরা পড়ার এক মাসের মধ্যে।'

হাসতে হাসতে জামশেদ বলে, 'এটা টিপিক্যাল প্রেমের গল্প আর ভেরি কমন তাই না?' জামশেদের হাসিটা এক গভীর দুঃখী মানুসের হাসি। এই হাসি দিয়ে তিনি আসলে নিজেকে লুকাতে চান। কিন্তু তার এই দুঃখী হাসিটা রোদেলাকে স্পর্শ করে।

'বইভর্তি সুটকেস ছাড়া এই গল্পের আর কোনো বিশেষত্ব নেই। এরপর এই শহরটা আমার কাছে বিষের মতো মনে হল। সমস্ত শহর জুড়ে শুধু আফরোজার স্মৃতি। আমি সে ভার বহন করতে পারছিলাম না। আমি ধনী পরিবারের সন্তান ছিলাম। আমার কোনো অ্যাম্বিশন ছিল না। আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম কারণ আফরোজা চেয়েছিল বলে। আমার ডাক্তার হতে আর এক বছর বাকি ছিল। ঠিক সেই সময়ে ছেড়ে দিলাম পড়াশোনা। মা-বাবা জেনেছিলেন আমার অবস্থা। আমিও জানিয়ে দিয়েছিলাম এদেশে আমি আর পড়াশোনা করব না। আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়াটাই তাদের কাছে তখন কল্যাণকর মনে হয়েছিল আর আমিও মনে-প্রাণে তাই চাইছিলাম। চলে এলাম আমেরিকায়। কিসের পড়াশোনা! সমুদ্রের মাছকে অ্যাকুরিয়ামে আটকে রাখলে যা হয়। আফরোজা চলে যাওয়ার পর ঢাকার আমার অবস্থা তাই হয়েছিল। আহা, এসেই দেখি উদ্দাম আমেরিকা, বিদ্রোহী বিট জেনারেশন আর হিপ্পিরা তখন শাসন করেছে আমেরিকান তারুণ্য। আর সেই ফ্যাশনকে ফলো করছে বাকি বিশ্বের চোখ-কান খোলা তরুণ-তরুণীরা। নিশ্চয় তুমি বিট আর হিপ্পিদের ইতিহাস জান?'

'হ্যাঁ স্যার। কবি অ্যালেন গিনস্‌বার্গ আমার প্রিয় কবিদের একজন। ষাট আর সত্তর দশকের প্রচলিত সিস্টেম আর প্রথাবিরোধী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগীত একটা বিদ্রোহের রূপ পেয়েছিল। রক অ্যান্ড রোল আর রক মিউজিকের উৎপত্তিটা হয়েছে তখনই।'

'অবাক হলাম, তোমাদের জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা এসব খবর রাখে নাকি!'

BanglaBook.org

'মনে হয় না, আমি আসলে গিনস্‌বার্গের আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটি পড়ার পর তার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হই। এরপর তাঁর 'হাউল' পড়ে কিছু শব্দের অর্থ খুঁজতে গিয়েই জানতে পেরেছিলাম ষাট সত্তর আর পরবর্তী দশকগুলোর এক অস্থির সময়ের কথা, জেনেছিলাম বিট আর হিপ্পি জেনারেশন আর তাদের আন্দোলনের কথা। ওরা সৈন্যদের বন্দুকের নলের মুখে গুঁজে দিত ফুল, এই বিষয়টা আমার দারুণ লেগেছিল। আমি নিজেকে কল্পনা করতাম সেখানে, আর তেমন একটা বোহেমিয়ান জীবনের। মজার ব্যাপার হল, আমি তার পর থেকে রবীন্দ্র সংগীত ছেড়ে রক মিউজিকে আসক্ত হয়ে গেলাম। এলভিস প্রিসলি, বব ডিলান, বিটেলস, জিম মরিসন, জিমি হ্যান্ড্রিক্স, পিঙ্ক ফ্লয়েড, ইউ-টু আর নির্ভানার ফ্যান হয়ে গেলাম।' এবার হাসতে হাসতে রোদেলা বলে' 'আমাকে দেখতে ছায়ানটের আফরোজার মতো মনে হলেও আমার ভেতরটা আসলে রক।'

এবার দুজনে হো হো করে হেসে ওঠে। জামশেদের চোখেমুখে একটা অবাক করা সস্নেহ মুগ্ধতা। মেয়েটির চিন্তাভাবনা আর গ্রহণ করার সামর্থ্য দেখে জামশেদ অবাক হচ্ছে। 'ছায়ানটের আফরোজা' বলে রোদেলা এমন এক সেতারে টোকা মেরেছে যেখান থেকে বহু বছর পর বেজে উঠল বিষাদের সুর।

হঠাৎ করে রোদেলার মনে হল সে বুঝি ভুল জায়গায় টোকা মেরেছে, তাই প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য চট করে প্রশ্ন করল, 'স্যার আপনি আমেরিকার কোথায় গিয়েছিলেন প্রথম।'

'সান ফ্রানসিসকোতে।'

সেখানে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার মেডিক্যাল ফ্যাকালটিতে ভর্তি হয়েছিলাম। সেটা স্রেফ বাবা-মাকে দেখানোর জন্য যে দ্যাখ আমি আসলে পড়াশুনা করতেই যাচ্ছি। কিছুদিন ক্লাসও করেছিলাম। আসলে আমি তখন ছিলাম অ্যাম্বিশনলেস, পৃথিবীবিমুখ একজন মানুষ। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার লক্ষ্যই যদি হয় ভালো চাকরি আর টাকা কামানো তা হলে সে টাকা আমার বাবার অনেক ছিল। আর আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র সন্তান। কিন্তু আমি পড়তে ভালোবাসতাম। অ্যাকাডেমির পড়ার বাইরে আমি প্রচুর পড়তাম। তখন সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি আর পেইটিংস ছিল আমার প্রিয় বিষয়। সে সময় আমার ভাগ্য আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসেছিল, যে জায়গাটা ছিল বিট জেনারেশন আর হিপ্পিদের স্বর্গরাজ্য যাকে

BanglaBook.org

বলে। সারা আমেরিকার হিপ্পিরা নিউ ইয়র্কের গ্রিন উইচ ভিলেজ এবং সান ফ্রানসিসকোর নর্থ বিচে সমবেত হত। তখন আমেরিকার কলেজ ক্যাম্পাসগুলো উত্তপ্ত হয়ে আছে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে। শত শত মৃত আমেরিকান সৈন্যদের কফিন দেশে ফিরত আর সেই আন্দোলন আরও বেশি জ্বলে উঠত। বিশ বছরের যুদ্ধে আটান্ন হাজার আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়েছিল। আর আহত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ সৈন্য। ব্যাটেল গ্রাউন্ডে সৈন্যের চাহিদা পূরণের জন্য সরকার ড্রাফ্‌ট সিস্টেম চালু করেছিল, যাতে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টদেরকে বাধ্য করা হত ভিয়েতনাম যুদ্ধে যেতে, চল্লিশ হাজার স্টুডেন্ট প্রতিমাসে ড্রাফট করা হত। যারা যেতে চাইত না তাদের নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু হত। লক্ষ লক্ষ আমেরিকান তরুণ তখন কানাডাতে পালিয়ে যেত। মেলিনির কাজ ছিল সেইসব ছাত্রদেরকে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে লাইন ব্যবহার করে বর্ডার ক্রস করিয়ে কানাডায় পালিয়ে যেতে সাহায্য করা।

'মেলিনি, নাম শুনে মনে হচ্ছে ইতালিয়ান।'

'না, স্প্যানিশ আমেরিকান।'

সেও মেডিক্যাল স্টুডেন্ট ছিল, আমার ইউনিভার্সিটির।

সে ছিল স্টুডেন্ট ফর ডেমোক্রেটিক সোসাইটির সদস্য, সংক্ষেপে যাকে বলা হত এস ডি এস। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনের নিবেদিত ত্রাণকর্মী। ওর সাথে পরিচয়টা ছিল খুব নাটকীয়। আমি তখন যথারীতি পড়াশোনা ফেলে ঝামেলা কেই । প্রচুর বন্ধুবান্ধব জুটে গেছে। বাবার টাকা উড়াই দেদারসে। কেউ কেউ তখন মনে করত আমি বুঝি কোনো আরবের ধনী ছেলে। সমাজতন্ত্রের ভূত ছিল মাথায়। খোদ আমেরিকায় বসে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মজা পেয়ে গিয়েছিলাম। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী প্রতিটি মিছিল-মিটিংয়ে আমি ডাইহার্ট কর্মী হিসেবে অংশ নিতাম। এমন এক সমাবেশে পুলিশের সাথে বেধে গেল সংঘর্ষ। লাঠি চার্জ আর টিয়ার গ্যাসে সব ছত্রভঙ্গ। হঠাৎ দেখি একটা মেয়ে কিছু-একটা ধরার জন্য হাতড়াচ্ছে। সম্ভবত গ্যাসের জন্য চোখে কিছু দেখছিল না। এদিকে পুলিশও এগিয়ে আসছিল ওর দিকে। আমি একদৌড়ে ওকে ঘাড়ে তুলে উলটো দিকে দিলাম ছুট। ওর চোখটা খুব বাজেভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। দশ-বারো দিন কিছুই দেখতে পায়নি চোখে। আমি প্রতিদিন অনেকটা সময় ওর সাথে হাসপাতালে কাটাতাম। ও মজা করে সবাইকে বলত, হি ইজ জ্যামশেড, মাই হিরো, হি সেভ্‌ড্ মি। চোখে দেখত না বলে

boiRboi.org

সারাক্ষণ আমার হাত ধরে থাকত, যতক্ষণ আমি হাসপাতালে ওর বেডের পাশে বসে থাকতাম। দুষ্ট দুষ্ট চেহারা করে রোদেলা জিজ্ঞেস করে, 'তখন আফরোজার কথা মনে পড়ত না?'

জামশেদ লাজুক হেসে উত্তর দিল 'মনে পড়ার কী আছে, ওইরকম পরিস্থিতিতে যে কারো জন্য আমি একই কাজ করতাম। বিপদের ভিতর দিয়ে যে বন্ধুত্ব হয় সেটা অনেক গভীর হয়। আমাদের তেমন বন্ধুত্ব হয়েছিল, তা ছাড়া জীবন-জগত আর উদ্দেশ্য দুইজনের একই ছিল, সে সময়গুলোতে বিছানা ছাড়া চব্বিশঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত আমরা শেয়ার করতাম। কাকতালীয়ভাবে মেলিনিও তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে রিলেশন ব্রেকআপের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিদিন কোনো-না-কোনো শহরে মিছিল মিটিং অরগানাইজে আমরা দুজন ব্যস্ত থাকতাম। বিভিন্ন শান্তি আন্দোলন আর যুদ্ধবিরোধী গ্রুপগুলোর ভিতরে সমন্বয়ের কাজটাই করত মেলিনি, আমি ওর অরগানাইজেশনাল স্কিল আর প্রাণশক্তি দেখে অবাক হয়ে যেতাম।'

'হুম, এবার কিন্তু আর-একটা প্রেমের গন্ধ পাচ্ছি।'

হা হা করে হেসে ওঠে জামশেদ। ওয়েটার এসে ওদের খাবারের প্লেটগুলো নিয়ে যায়। জামশেদ কফি দিতে বলে, 'একটা ব্ল্যাক কফি আর একটা কফি উইথ হানি।' রোদেলা অবাক হয়ে বলে 'স্যার আপনার মনে আছে দেখছি।' 'হুম, এটাই মুশকিল, আমার সবকিছু মনে থাকে। জীবনের শেষ প্রান্তে এলে মানুষের কষ্টের মূল কারণ হয় মনে থাকা। যত ভুলে থাকা যায় তত ভালো থাকা যায়।'

'স্যার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আর সমষ্টিগত বিপ্লবের মধ্যে আপনারা কোনটাকে বেছে নিয়েছিলেন?'

'প্রেম ছাড়া কোনো বিপ্লবই সম্ভব নয়।'

'তা হলে মেলিনির জন্য আপনার সেটা হয়েছিল।'

বিপ্লব আর মেলিনি আমার কাছে কোনোটাই আলাদা ছিল না।

আমরা আমাদের লক্ষ্য নিয়ে এত বেশি ফোকাস্‌ড ছিলাম যে নিজেদেরকে আলাদা করে ভাবার অবকাশ ছিল না। তখন উত্তাল আমেরিকা। আমেরিকার ঘরে-বাইরে যুদ্ধ। বাইরে ভিয়েতনাম আর ভিতরে আমরা। সরকারকে চাপের মধ্যে রেখেছি যুদ্ধ বন্ধ করতে। আশাহীন ভবিষ্যৎহীন এক আমেরিকা, যার তরুণরা একদল ভিয়েতনামের জঙ্গলে গুলি খেয়ে মরছে, একদল সেই অনৈতিক যুদ্ধে যাওয়ার ভয়ে দেশ ছেড়ে

BanglaBook.org

পালাচ্ছে, আর একদল হতাশ হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে সিস্টেম আর স্টাবলিস্টমেন্টের বিরুদ্ধে। আমেরিকান তারুণ্যের জীবন মানেই তখন সেক্স ড্রাগস অ্যান্ড রক এন রোল। প্রথার বিরুদ্ধে প্রথা, নিয়মের বিরুদ্ধে নিয়ম, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংস্কৃতি। এটাকেই বলা হত 'কাউন্টার কালচার'। ছোট চুল রাখা যদি ভদ্রতা আর রীতি হয় তা হলে চুলকে বড় কর, যৌনতার যদি গোপন আর বৈধ পন্থা থাকে তা হলে এটাকে উদ্‌যাপন কর প্রকাশ্যে আর যেমন ইচ্ছে তেমনভাবে। একদিকে দেশের মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি ফুলে ফেঁপে উঠছে, তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন নিউক্লিয়ার উইপন আর মারণাস্ত্র, অন্যদিকে দেশে চরম বেকারত্ব। খোদ শয়তান ভর করেছিল আমেরিকার উপরে। ভয়ংকর পুঁজিবাদের কঠিন বাস্তবতা ফুটে উঠেছে চারদিকে। হতাশা থেকে মুক্তির সহজ আশ্রয় সেক্স ড্রাগস আর রক এন রোল। এসব থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে যারা ভাবছে তাদের জীবনে প্রেম কোনো আলাদা বিষয় ছিল না।

'তার মানে আপনার কেউ কাউকে কখনো প্রোপোজ করেননি?'

কফির কাপের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে স্মৃতি হাতড়াতে থাকে জামশেদ। ধীরে ধীরে ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ে হালকা হাসির আভা।

'এক আগস্টে আমরা দল বেঁধে গিয়েছিলাম নিউ ইয়র্কের উডস্টক মিউজিক ফ্যাস্টিভেলে। তিন-চার লাখ যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী হিপ্পি, টানা তিন দিন খোলা আকাশের নিচে বসে অমর গান শুনেছিলাম। সেসব শুধু গান ছিল না, ছিল গানের চেয়েও বেশি কিছু, ইলেকট্রিক ইন্সট্রুমেন্টের ডিস্‌টর্টেড সাউন্ড আর তার সাথে আগুন-ঝরা গীতিকবিতা। এক-একজন গায়কের কণ্ঠ হয়ে ক্যাপিটালিস্ট স্টাবলিস্টমেন্টের বিরুদ্ধে ছুড়ে দিচ্ছে চ্যালেঞ্জ আর আমরা প্রবল উত্তেজনায় চিৎকার করছি। আমার হাত চেপে ধরে কনসার্ট দেখছিল মেলিনি, হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সে যেন আমাকে কী বলছে, কিন্তু অনেক শব্দের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম না, শেষে দুইহাত দিয়ে আমার মাথা টেনে এনে কানের কাছে মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে বলল, জ্যামশেদ, আই হ্যাভ ফলেন ইন লাভ উইথ ইউ। আমি সেই বিকট শব্দের মধ্যে অপলক তাকিয়ে ছিলাম মেলিনির দিকে। ঠিক তখনই আমারও মনে হল তাই তো, আমিও মেলিনির প্রেমে পড়েছি, এবং সেটা তখনই। সোনালি চুল আর নীল চোখের মেলিনির দিকে আমি গভীরভাবে তাকিয়ে বুঝলাম মেলিনি সত্যি কথা বলছে। আমি বিড়বিড় করে বললাম—

'আমিও তোমার প্রেমে পড়েছি।'

BanglaBook.org

মেলিনি শুনতে পায়নি, চিৎকার করে বলল, 'কী বললে'?

আমি নিচু হয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চস্বরে বললাম—

'আমিও তোমার প্রেমে পড়েছি।'

'কখন প্রেমে পড়েছ?'

'রাইট নাউ।'

খুশিতে মেলিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। হ্যাঁ, ঠিক তখনই আমার আফরোজার কথা মনে পড়েছিল। আফরোজাকে আমি কখনো বুকে জড়িয়ে ধরতে পারিনি। বুকে জড়িয়ে ধরার একটা বিশাল তৃষ্ণা তৈরি করে দিয়ে আফরোজা চলে গিয়েছিল। আমি সেই তৃষ্ণায় মেলিনিকে বুকে চেপে ধরলাম। আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল, থামাইনি, আমি হু হু করে কেঁদেছিলাম আর অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিলাম আফরোজা আমার আফরোজা।

মেলিনি আমার কাঁধের উপর থেকে মাথা সরিয়ে আমার কান্নাভরা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জ্যামশেড, তুমি কী বললে?' আমি বললাম আমার দেশের ভাষায় তোমাকে বলেছি ভালোবাসা আর ভালোবাসি।

মেলিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল আপলক। আমি জানি আমি মিথ্যে বলিনি। আমার কাছে ভালোবাসার প্রতিশব্দ ছিল আফরোজা।

রোদেলার খুব কান্না পাচ্ছে। বুক ভেঙে কান্না আসছে। জামশেদ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বিষণ্ন নীরবতা নেমে এসেছে দুজনার মাঝে। নিজের অজান্তেই আফরোজার চোখ দিয়ে এতক্ষণ জামশেদের দিকে তাকিয়ে ছিল রোদেলা।

যতদিন যাচ্ছে সঞ্জুর পাগলামি ততই বাড়ছে। ধীরে ধীরে রোদেলার ব্যাপারে সঞ্জুর মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। রোদেলা তার প্রতিদিনের ঘটনাগুলো

BanglaBook.org

সঞ্জুকে জানায়। সঞ্জুকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে মিস্টার জামশেদ একজন ভালো মানুষ এবং নিতান্তই ভদ্রলোক। এখন পর্যন্ত লোকটির কোনো বদ মতলব তার চোখে পড়েনি। কিন্তু সঞ্জু রোদেলার কাছ থেকে শোনা ঘটানগুলো নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নেয়। নিজের মতো করে বুঝে নেয়। কোনো অফিস নেই, কোনো কাজ নেই, কাজের কোনো নির্দিষ্ট টাইম টেবিল নেই, কোনো জবাবদিহিতা নেই, খালি বুড়া বসের সাথে থেকে গল্প করা। এটা কেমন জব! আবার যে পরিমাণ বেতন নতুন গাড়ি আর সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় সেটা রীতিমতো স্বপ্নের মতো। সঞ্জুর কাছে রোদেলার এই কাজটা রক্ষিতার মতো মনে হয়। যেন রোদেলা প্রতিদিন সেজেগুজে নিজেকে আকর্ষণীয় বানিয়ে মনোরঞ্জন করতে যায় টাকাওয়ালা এক বুড়োর কাছে। সঞ্জু জানে এই শহরে এমন অনেক টাকাওয়ালা লম্পট আছে যারা টাকা দিয়ে রোদেলার মতো মেয়েদেরকে রক্ষিতার মতো ব্যবহার করে। কখনো কখনো প্লেজার ট্রিপে বিদেশে নিয়ে যায়। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে এমন কেউ কেউ দামি গিফটের জন্য নিজে থেকেই যায় সেসব টাকাওয়ালাদের কাছে। রোদেলার জবটা নির্ঘাত এমন কিছু। রোদেলা চাকরি করতে কোনো অফিসে যায় না। ববং সেটাও ভালো হত সে যদি কোনো অফিসের বসের পি এস বা পার্সোনাল সেক্রেটারি হত। অন্তত সঞ্জু নিজেকে বুঝ দিতে পারত। কিন্তু রোদেলা প্রতিদিন যায় সেই বিদেশফেরত বুড়োর বাড়িতে, গাড়িতে করে বুড়োর সাথে ঘোরে আর দামি দামি রেস্টুরেন্টে খায়।

কী গল্প করে লোকটার সঙ্গে, জিজ্ঞেস করলে বলে জীবনবোধের গল্প বা জীবনের গল্প। তার সাথে কথা বললে নাকি রোদেলার অনেক জ্ঞান হয়। তার প্রতিটি কথা রোদেলার বিশ্বাস হয়। এই বুড়া বহুত ধুরন্ধর। তার বড়শীতে মাছ আটকালে সে সেই মাছকে দীর্ঘ সময় নিয়ে পানিতে খেলে, খেলতে খেলতে মাছ যখন ক্লান্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করে তখন সে টুক করে তুলে ফ্যালে। অনেক কামুক পুরুষ আছে বয়স তার শারীরিক সামর্থ্য নষ্ট করে দিয়েছে, কিন্তু তার মনের ক্ষুধাকে করেছে তীব্র। তারা অনেক রকমের বিকল্প আর বিকৃত যৌনসুখ খুঁজে নেয়। তেমন সুখ তার পক্ষে সহজেই লাভ করা সম্ভব যার অনেক টাকা আছে। মানুসের এইসব নিষিদ্ধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে সঞ্জু প্রচুর জ্ঞান রাখে। এটা সে রোদেলাকে কোনোভাবেই বোঝাতে পারছে না। তাই সে রোদেলাকে লম্পট বুড়ার কাছ থেকে ফেরাতেও পারছে না।

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত চিন্তা করে বের করেছে সে রোদেলার পরিবারের সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবে। সঞ্জুর সাথে রোদেলার সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। পারিবারিকভাবে বিষয়টা সেটেল হয়ে আছে। তাই সঞ্জুকে এ বাড়ির একজন সদস্য হিসেবেই ধরা হয়। বিকেল থেকে সে রোদেলাদের বাড়িতে বসে আছে। মোটামুটি সবাইকে সে বিষয়টা বিস্তারিত বলে বুঝিয়ে কনভিন্স করে ফ্যালো।

রোদেলার মতো এমন সাধারণ পড়াশোনা করা একটি মেয়ের জীবনের প্রথম জবটা এমন স্বপ্নের মতো যে পরিবারের সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করেছিল। সন্দেহ আর আশঙ্কা ছিল কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলেনি। আজ সঞ্জু বলাতে সবার যেন চোখ খুলে গেল। সবার মত হল, হ্যাঁ, সঞ্জু ঠিক বলেছে। রোদেলার আর ওখানে জব করতে যাওয়ার দরকার নেই। রোদেলার মা বিষয়টা নিয়ে এখন রীতিমতো আতঙ্কিত। সঞ্জুকে এসে বারবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলছো বাবা যেভাবে পার ওকে ফেরাও, আমার খুব ভয় করছে বাবা। সঞ্জুর নিজেকে আজ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আজ একটাকিছু হবে। পরিবারের সবাই মূল দায়িত্বটা সঞ্জুকেই দিয়েছে। সমস্যা হল রোদেলা এ বাড়ির ছোট মেয়ে হলেও তার জ্ঞান প্রজ্ঞা আর ব্যক্তিত্ব এমনই যে তার মতামতকে সবাই খুব গুরুতের সাথে বিবেচনা করে। সবাই জানে রোদেলা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। অসম্ভব মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ সে। তার বড় দুই ভাইও কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রোদেলার সঙ্গে আলোচনা করে। সঞ্জুর চেয়েও হাজার গুণ ভালো অনেক পাত্র রোদেলার জন্য ছিল। এখনও আছে, কিন্তু রোদেলা যেহেতু সঞ্জুকে পছন্দ করেছে সেহেতু তার পরিবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়েছে। রোদেলার সততা রোদেলাকে এমন ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। পরিবার তাকে দিয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু সে এই স্বাধীনতার কখনো অপব্যবহার করেনি। তারা এটাও জানে রোদেলা এখন যেটা করছে এটাতেও কোনো অসততা নেই। সঞ্জু তার চাকরিটাকে যেভাবে দেখছে এবং যেভাবে ব্যাখা করছে, এটাই বর্তমান রিয়েলিটি। এটা অন্য কেউ বললে ওরা পাত্তা দিত না। কিন্তু সঞ্জু রোদেলার প্রেমিক হবু বর, তার পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞাটা অবশ্যই রোদেলার বিবেচনা করা উচিত। তা ছাড়া সঞ্জুর পরিবার জানলে আর সামাজিকভাবে বিষয়টা চাউর হলে সেটাও এই পরিবারের জন্য ভবিষ্যতে মান-সম্মানের কারণ হতে পারে। তাই পরিবারের সবাই সঞ্জুর মতামতকে সমর্থন দিয়েছে। সঞ্জু মুখটা গম্ভীর আর সিরিয়াস

BanglaBook.org

বানিয়ে রাখলেও তার ভেতরটা আজ বেশ উৎফুল্ল। আজ এই পরিবারে সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি।

রোদেলা বাসায় ফিরল রাত দশটার। ড্রইংরুমে ঢুকেই দেখে তার দুইভাই, দুই ভাবি, মা আর সঞ্জু সবাই থমথমে মুখ নিয়ে বসে আছে। মুহূর্তেই রোদেলা বুঝে গেল কী ঘট পাকিয়েছে সঞ্জু।

'কি ব্যাপার, সবাই দেখি খুব সিরিয়াস, ঘটনা কী?'

রোদেলার বড় ভাই মুখ খুলল, 'আয় এদিকে আয় বস্।' রোদেলা তার মায়ের পাশে গিয়ে বসল। সবাই তাকিয়ে আছে বড় ভাইয়ের দিকে, কেউ কোনো শব্দটি করছে না।

'দ্যাখ রোদেলা, তোর চাকরিটা এতটাই সারপ্রাইজিং ছিল যে আমরা আসলে কী বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আমার কাছে বিষয়টা খুবই অবাস্তব মনে হয়েছে, তবুও তোর প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস আছে তার কারণে আমরা বিষয়টা নিয়ে আর মুখ খুলিনি, কিন্তু সঞ্জু আজ তোর জবের বিষয়ে যা বলল তা নিয়ে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। সঞ্জুর কথায় যুক্তি আছে, আমাদের কাছে সেটা বাস্তবসম্মত মনে হয়েছে। তোর উপর আমাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমরা চাই তুই সঞ্জুর কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবি। আমরা এ বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলব না, তুই আর সঞ্জু মিলে কথা বলে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টা মিটিয়ে ফ্যাল। তোরা দুইজন কথা বল, আমরা বরং উঠি।' এবং সবাই উঠে যায়। যাওয়ার সময় ড্রয়িংরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্জু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে রোদেলার উপর।

'তুমি কি মনে কর এর পরেও তোমার সাথে আমার সম্পর্ক রাখা উচিত? পার্সোনাল সেক্রেটারির নামে তুমি এক বদমাশ বুড়োর সাথে যা যা করে বেড়াচ্ছ তার নাম কি জব? তুমি কি জানো টাকার বিনিময়ে এভাবে সঙ্গ দেয়া মেয়েদের কী বলা হয়?'

'চুপ, একদম চুপ, অনেক বেশি বলে ফেলেছ। তুমি এতকিছু বলতে পারছ কারণ আমি জবে কী করি, কোথায় যাই, কার সাথে যাই, কখন যাই তার সব কিছু তোমাকে বলি। আমার দেয়া ইনফরমেশন দিয়েই আমাকে এত বড় বড় কথা বলতে পারছ।'

'সব বলছ তো কী হয়েছে! কেউ গোপনে ক্রাইম করে, কেউ প্রকাশ্যে ক্রাইম করে। এ ক্রাইম ইজ অলওয়েজ ক্রাইম।

BanglaBook.org

'তুমি একজন ভদ্রলোককে না দেখে তার সম্পর্কে ভালো মতো না জেনেই আমাকে ভুল বুঝছ।'

'ভুল বুঝছ' ধরা পড়া মেয়েদের এটা একটা কমন ডায়লগ। আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি বরং আমি তোমাকে চিনতে ভুল করেছি, টাকার প্রতি তোমার এত লোভ এটা আমার আগে জানা ছিল না।'

'ছি! সঞ্জু ছি! এই চিনেছ তুমি আমাকে!'

'হ্যাঁ, আগে চিনতে পারিনি, এখন চিনছি। এনি ওয়ে, আমি তোমাকে শেষবারের মতো বলছি তুমি জবটা ছাড়বে কি না? জাস্ট গিভ মি এ লিটল অ্যানসার, ইয়েস অর নো?'

এবার ধীরে ধীরে রোদেলার চেহারাটা কঠিন হয়ে ওঠে। হঠাৎ করে সঞ্জুকে তার খুব অচেনা মনে হচ্ছে। সঞ্জু কি তা হলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এখন কি ছোট্ট একটা 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর উপর নির্ভর করছে তাদের এতদিনের সম্পর্ক।

রোদেলা জানে সে কী করছে, রোদেলার শক্তি তার সততা। আর এটাও জানে সঞ্জু বা তার পরিবার যেভাবে বিষয়টাকে দেখে সেটারও বাস্তবতা আছে। দ্রুত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে রোদেলা, তাই সে 'হ্যা' বা 'না' উত্তরের দিকে না গিয়ে সঞ্জুর দিকে কঠিন দৃষ্টি দিয়ে বলে, 'তোমার সাথে আমার বাজিটা আগে শেষ হোক।'

এই উত্তরে সঞ্জু যেন তার ভাষা হারিয়ে ফ্যালে। আগুনের মতো চেহারা নিয়ে নির্বাক তাকিয়ে থাকে রোদেলার দিকে। ভাবছে রোদেলা কি বাজিতে আসক্ত হয়ে গেল নাকি। এমন পরিস্থিতিতে কেউ বাজির কথা ভাবতে পারে!

রাগে ক্ষোভে আর অভিমানে সঞ্জু উঠে দাঁড়ায়, তারপর ঝড়ের মতো বের হয়ে যায় রোদেলাদের বাসা থেকে। বের হওয়ার সময় ড্রয়িংরুমের দরজাটা এত জোরে লাগায় যে, সে শব্দে ভয় পেয়ে ছুটে আসে রোদেলার পরিবারের সবাই।

মা রোদেলার পাশে এসে বলে, 'যাহ্, ছেলেটা রাগ করে না খেয়েই চলে গেল, খেয়ে যেতে বললি না কেন?'

হঠাৎ রোদেলার চোখ গেল সাইডটেবিলের উপরে রাখা সঞ্জুর হেলমেটটার উপরে। সঞ্জু এখন রাগের মাথায় খুব জোরে বাইক চালাবে।

BanglaBook.org

হেলমেটটা হাতে নিয়ে ছোটে রোদেলা। তিনতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই সে শুনতে পায় সঞ্জু তার বাইক স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে। রোদেলা যখন নিচে পৌছল সঞ্জু তখন বাইক নিয়ে মূল রাস্তায় নেমে পড়েছে। রোদেলা চিৎকার করে বলল, 'সঞ্জু হেলমেট' সঞ্জু বাইকটা এক চক্কর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে দাঁড়ায় রোদেলার সামনে। তারপর স্টার্ট বন্ধ না করেই বাইকটা স্ট্যান্ডের উপড়ে দাঁড় করিয়ে রোদেলার হাত থেকে হেলমেটটা নিয়ে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ছুড়ে মারে রাস্তার উপর। বিকট শব্দে আছড়ে দুমড়েমুচড়ে যায় হেলমেটটা। তারপর স্ট্যান্ড নামিয়ে বাইকে চড়ে খুব জোরে টান দিয়ে চলে যায় সঞ্জু।

সেদিকে অপলক তাকিয়ে স্থবির দাঁড়িয়ে থাকে রোদেলা। উপর থেকে নেমে এসেছে ওর মা। রোদেলার পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাত রাখে কাঁধে। সঞ্জুর যুক্তিতে রোদেলার মা কনভিন্সড হলেও ওর বদরাগে বিরক্ত হয়েছে।

'আমার প্রতি বিশ্বাস রেখ মা, আমার কাছে আমার পরিবারের সম্মান সবার উপরে।

'আমি জানি রে মা। এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। তুই যা ভালো মনে করিস তাই কর।'

দোতলার লিডিং কাম লাইব্রেরিতে ঢুকলেই রোদেলার মন ভালো হয়ে যায়। তখন কেন যেন তার জাগতিক বিষয়গুলোর প্রতি এক ধরনের নির্লিপ্ততা তৈরি হয়। তার মনে হয় মানুষ এই বিশ্বজগতের কতকিছু না জেনেই মরে যায়। কত ছোট ছোট বিষয় নিয়ে মানুষ মান-অভিমান আর ঝগড়া করে। কত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মানুষ মানুষকে হত্যা করে। মানবজনমের সচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল মানুষ তার অতি দামি এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের অপচয় করে নিজেকে শাস্তি দিয়ে দিয়ে।

BanglaBook.org

মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ভিতরে যে রাগ-অভিমান, হিংসা-পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, লোভ কাজ করে, এসব আসলে তাকে শাস্তি দেয়। যখন কারো প্রতি কারো রাগ তৈরি হয়, তখন অন্যের প্রতি তৈরি হওয়া সে রাগের আগুনে সে নিজেই পুড়তে থাকে, অন্যকে পোড়ানোর আগেই। রোদেলা এটা বুঝতে পেরেছে বলেই সঞ্জুর জন্য ওর মায়া হয়। সঞ্জুর এই রাগের আগুনে সঞ্জু নিজেই পুড়ছে। নিজেই শাস্তি পাচ্ছে। রোদেলাকে পোড়াতে পারেনি এতটুকু। রোদেলা জামশেদের কাছ থেকে শিখেছে মানুষকে ক্ষমা করতে না পারলে মৃত্যুর পূর্বেই এই পৃথিবীটা তার জন্য নরক হয়ে উঠবে। সুখী হতে হলে ক্ষমা করো আর ভুলে যাও। জামশেদ বলে, মানুষ কারো কাছ থেকে কষ্ট পেলে সে যদি তাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেয় তা হলে সে একটা কষ্ট পেল। কিন্তু সে যদি ক্ষমা না করে, প্রতিশোধের প্ল্যান করতে থাকে তা হলে এই প্রতিশোধপরায়ণতা তার আর-একটি কষ্ট বাড়িয়ে দিল। যতদিন সে প্রতিশোধ না নিতে পারবে ততদিন সে জ্বলতে থাকবে। অর্থাৎ নিজেকেই নিজে শাস্তি দিতে থাকবে সেই প্রতিশোধপরায়ণতার আগুনে। জামশেদের কাছ থেকে রোদেলা এসব যতই জানছে ততই সে বুঝতে পারছে, পৃথিবীর এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে কীভাবে আনন্দময় করতে হয়।

সঞ্জুর ভেতরের ছেলেমানুষটাকে রোদেলা চেনে, আর বোঝে রোদেলাকে নিজের দখলে রাখার তার ছেলেমানুষি জেদের স্বরূপ। সঞ্জুর ভালোবাসাটা নিখুঁত এবং সত্য। কিন্তু সেই ভালোবাসাটা সঞ্জুকে মহৎ করেনি। এটা সঞ্জুর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। এটা বোঝে বলেই সঞ্জুর প্রতি রোদেলার মায়া কমে না।

আজ প্রায় এক মাস হল সঞ্জুর সাথে রোদেলার কোনো যোগাযোগ নেই। আগের নিয়মে রোদেলা প্রতিদিন সঞ্জুকে কল দেয়, কিন্তু সে ফোন ধরে না। ফোন না ধরলেও রোদেলা দেখতে পায় রিং বাজার সাথে সাথে সঞ্জুর খুশি আর কষ্ট পাওয়ার মিশ্র চেহারাটা। সঞ্জুর ভেতরে কাজ করে রোদেলাকে হারাবার ভয়। ভয়টা সঞ্জু রাগ আর অভিমান দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। রোদেরা সঞ্জুর এই মনস্তত্ত্ব বোঝে। তাই টিকে আছে এই সম্পর্ক। রোদেলা আজ কেন যেন খুব বেশি মিস করছে সঞ্জুকে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার কল দেওয়া হয়ে গেছে।

যথারীতি ফোন ধরছে না সঞ্জু। রোদেলার এই ফোন দেওয়াটা শুধু মিসিংই নয়, সঞ্জুকে বার্তাও দেওয়া যে দ্যাখো আমি তোমাকে ছেড়ে যাইনি, আছি।

BanglaBook.org

রোদেলার কল দেখে সঞ্জুর ভিতরে প্রশান্তি কাজ করে। সঞ্জুর সাথে সঞ্জুর মতো আচরণ করলে ঘটনা কোথায় যেত ভাবতেই রোদেলার মনটা খারাপ হয়ে যায়।

লম্বা আর প্রশস্ত লিভিংরুমের একদিকে জামশেদ আর টুটুল কী নিয়ে যেন আলোচনা করছে। তারা দুইজনই সবসময় খুব নিম্নস্বরে কথা বলে। জামশেদের প্রতি টুটুলের ভালোবাসা শ্রদ্ধা আর বিনয় দেখতে একটা ছবির মতোই সুন্দর লাগে রোদেলার কাছে। রোদেলা এখন বুঝে গেছে জামশেদের সান্নিধ্যই টুটুলের মতো একটা সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। ওরা দুই জন যখন কথা বলে দূর থেকে দেখে মনে হবে বাবা আর ছেলে কথা বলছে। টুটুল পাতা উলটে উলটে দিচ্ছে আর জামশেদ সাইন করছে। কাগজপত্র নিয়ে টুটুল চলে গেলে জামশেদ চশমাটা শার্টের আস্তিন দিয়ে মুছতে মুছতে আসে রোদেলার কাছে। ওর সামনের চেয়ারটাতে বসে চোখে মুখে একটা নির্মল হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করে—

'রোদেলা যে আজ মেঘলা হয়ে আছে, মুখটা যেন বসন্তের শুকনো পাতা!'

'কই স্যার! নাতো, আই এম ওকে'

' শুকনো পাতার নিচে কি কখনো আগুন লুকিয়ে রাখা যায়।'

বলেই একটা কপট তীব্র দৃষ্টি নিয়ে রোদেলার দিকে তাকিয়ে থাকে জামশেদ। রোদেলা ঠিক কী বলবে ভেবে পায় না, তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে, 'দাঁড়াও, দেখি তোমার লুকোনো আগুনটা বের করে আনি!' বলেই উচ্চস্বরে ডাক দেয় 'টুটুল।' টুটুল যেন সব সময় কান খাড়া করে থাকে। কখনো টুটুলকে দুবার ডাকতে হয় না। এক ডাকেই টুটুল ভূতের মতো উদয় হয়।

'গিটারটা দিয়ে যাও টুটুল।'

'রোদেলা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে?' 'স্যার আপনি গিটার বাজাতে পারেন'।

'হুম, একটুআধটু পারি আর কি, তবে টুটুল এখন যে গিটারটা নিয়ে আসবে সেটা দেখলে তুমি ভয় পাবে।'

'কেন স্যার, গিটার দেখে ভয় পাব কেন?'

'সে তো অনেক কথা।'

BanglaBook.org

‘ সেই সব অনেক কথাই আমি শুনতে চাই স্যার, মেলিনির সাথে সম্পর্ক হওয়ার পর থেকে আর শোনা হয়নি।’

টুটুল এ্যাকুয়স্টিক গিটারটা খুব যত্নে জামশেদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়, জামশেদ মাইনর নোট ধরে একটা টোকা মারে। ঝমঝম করে বেজে ওঠে গিটারটা। টিউনটাকে শার্প করার জন্য এক নম্বর কী-টা একটু টাইট দিয়ে আবার টোকা দেয়। এবার সে সন্তুষ্ট হয়। ডান হাতের চার আঙুল দিয়ে খুব ধীরে ধীরে একটা প্ল্যাকিং করে। এমন অদ্ভুত একটা সুর বের হয় গিটার থেকে, রোদেলা যেন নিজের চোখ আর কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। জামশেদ এখন আর নিজের মধ্যে নেই, সুর কখনো উঠছে কখনো নামছে, কখনো ধীর লয়ে হেঁটে যাচ্ছে। যেন জিপসিদের ক্যারাভেন দীর্ঘপথ হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। জামশেদের দুই হাতের দশ আঙুল প্রজাপতির মতো ছয়টি তারে উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রজাপতির ছোঁয়ায় বিষাদের ফুলগুলো টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে। রোদেলা জীবনে প্রচুর গিটার ইন্সট্রমেন্টাল শুনেছে, শুনেছে এরিক ক্লাপটন, জিমি হ্যান্ডিক্স, ডেভিড গিলমোর, শ্ল্যাস, জো সাটরিয়ানি, স্টিভ ভাই, নেইল ইয়াং, মার্ক নফলার, কার্ট কোবেইনের মতো বিশ্ববিখ্যাত গিটাররিস্টদের প্লেইং। রোদেলা নিজে গিটার বাজাতে না জানলেও সে গিটার বোঝে। এখন যেটা সে সামনে বসে শুনছে সেটাকে কোনোকিছু দিয়েই মেলানো যায় না। গিটারটা কাঁদছে, এটা এমন কান্না যে কান্না চিৎকার করে কাঁদতে হয় অথচ নীরবে ঝড়ে পড়ছে পানি দুচোখ দিয়ে, যাকে বলে বোবা আর্তি। এমনিতেই রোদেলার বুকটা খাঁ খাঁ করছিল সঞ্জুর জন্য, কিন্তু এখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না, খুব কষ্ট হচ্ছে নিজেকে সামলাতে। রোদেলা এখন বুঝতে পারছে কেন জামশেদ তাকে বলেছে গিটারটা দেখলে ভয় পাবে। হ্যাঁ, এখন সে সত্যিই ভয় পাচ্ছে। প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়। রোদেলা চায় না তার কান্নাটা কেউ দেখুক।

হয়তো এটা বুঝেই না কি কে জানে, জামশেদ হঠাৎ করে গিটার বাজানো বন্ধ করে বলে, ‘আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এই গিটারটার মধ্যে একটা শয়তানের আত্মা আছে। যে বাজায় তার উপরে ভর করে, যে শোনে তার উপরেও ভর করে।’ রোদেলা যেন জামশেদের কোনো কথাই শুনতে পায়নি, সে ভাবছিল মেলিনির কথা, কেমন ভাগ্যবান ছিল মেলিনি যার এমন একটা বয়ফ্রেন্ড ছিল।

জামশেদ যখন আফরোজার কথা বলছিল তখন সে নিজেকে আফরোজার জায়গায় দেখেছিল, আর আজ গিটার শুনতে শুনতে সে

BanglaBook.org

নিজেকে মেলিনির জায়গায় দেখছে। কেন এমন হচ্ছে! কী আছে এই জামশেদ লোকটার ভিতরে, কেন এই লোকটার দিকে গভীরভাবে মনোযোগ দিলে ত্রিশ বছর বয়সি বোহেমিয়ান যুবকটিকে রোদেলা দেখতে পায়।

কী অদ্ভুত এক পবিত্র আর শান্ত দৃষ্টি লোকটির অথচ এই লোকটি সম্পর্কে সঞ্জু কি যা তাই না বলে। এই লোকটির ভালোবাসা পেয়েছে যে নারী তাকে জানতে হবে, তাই প্রায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে রোদেলা বলে—'স্যার আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে মেলিনির কথা।' যেন এই কথাগুলো বলার জন্য প্রস্তুত ছিল জামশেদ।

'মেলিনির নামে ড্রাফ্‌ট কার্ড চলে এসেছিল। তার মানে বাধ্যতামূলক ভাবে তাকে ভিয়েতনামে যুদ্ধে যেতে হবে, মিলিটারি মেডিক্যাল কোরে। আমাদের সুখের দিন আর থাকল না। সে সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে একটা অভিনব পন্থা বের করা হয়েছিল। সেটা ছিল প্রকাশ্য জনসভায় ড্রাফ্‌ট কার্ড পুড়িয়ে ফেলা। এটা ছিল সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ, এর শাস্তি ছিল পাঁচ বছরের জেল আর দশ হাজার ডলার জরিমানা। ঠিক এমনি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় জেল হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত বক্সার মোহাম্মদ আলির। ১৯৬৭ সালের এপ্রিলে আলির সেই সাহসী প্রতিবাদ পরবর্তী জেনারেশনকে উজ্জীবিত করেছিল।

মেলিনি ছিল সাহস বুদ্ধিমত্তা আদর্শবাদ আর সৌন্দর্যের মিশেলে বিরল এক পরিপূর্ণ নারী। মেলিনি সিদ্ধান্ত নিল তার ড্রাফ্‌ট কার্ডটি পুড়িয়ে ফেলবে প্রকাশ্য জনসভায়। আমি নিষেধ করেছিলাম, বলেছিলাম এমনিও পালাতে হবে অমনিও পালাতে হবে, খালি খালি আরও ঝুঁকি বাড়িয়ে লাভ কী? উত্তরে সে বলেছিল 'শোনো, আমরা এক মরণপণ যুদ্ধে আছি, আমাদের প্রতিপক্ষরা লড়ছে ভিয়েতনামে এক অনৈতিক লড়াই, এটা এমন এক লড়াই যা সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকানরা চায় না, কিন্তু আমাদের সরকার চায়। ভিয়েতকংদের মতো আমরাও সেই সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছি, যুদ্ধ থামাতে এখানে এক মুহূর্ত ছাড় দেয়ার অবকাশ নেই। যুদ্ধ বন্ধ করতে যত দেরি হবে ততই মৃত্যুর পাল্লা ভারী হবে। নর্থ ভিয়েতনামে লাওস আর কম্বোডিয়ায়, নাপাম বোমায় পুড়বে মানুষের ঘরবাড়ি, এজেন্ট অরেঞ্জে বিষাক্ত হয়ে যাবে ক্ষেতের ফসল, জমিন আর সবুজ বনভূমি। আমরাই আমাদের হত্যা করছি। পুঁজিবাদী আমেরিকার নোংরা রাজনীতি অতীতে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করছে, এরা হত্যা করেছে আব্রাহাম লিংকনকে, নাগরিক অধিকারের নেতা মার্টিন লুথার কিংকে, মানবাধিকার এবং নেশন অব ইসলামের নেতা

BanglaBook.org

ম্যালকন এক্স কে আর বর্তমানে হত্যা করছে আমাদের তরুণদেরকে যুদ্ধে পাঠিয়ে। চিন্তা করে দ্যাখো আজ ভিয়েতনামের জঙ্গলে আমাদের যে বন্ধুরা কমুনিস্টদের মারছে, আর নিজেরা মারছে, সেই সমস্ত আমেরিকান যোদ্ধাদের গড় বয়স মাত্র একুশ বছর। বলো জামশেদ আমাদের এই যুদ্ধবিরোধী লড়াইয়ে এতটুকু ছাড় দেয়ার সুযোগ আছে?'

আমি এই মেয়েটির প্রেমে পড়েছি বারবার। মানুষ মানবতা আর দেশের জন্য এত বড় হৃদয় যার তাকে একবার ভালোবাসা কম হয়ে যায়।

তিন দিন পর সান ফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট পার্কের সামনে প্রায় পাঁচ হাজার যুদ্ধবিরোধী ছাত্র-জনতার সমাবেশে মেলিনি তার ড্রাফ্‌ট কার্ডটি পুড়িয়ে ফেলেছিল। তার পরদিন সানফ্রান্সিসকো ক্রনিকেলসসহ দেশের অভিজাত সকল পত্রিকায় মেলিনির ছবি দিয়ে খবর ছাপা হলো। সেই ছবিগুলোতে মেলিনির ঠিক গায়ে গা লাগানো মানুষটি ছিলাম আমি।

খুব আগ্রহ নিয়ে রোদেলা জিজ্ঞেস করল, 'স্যার সেই পেপারকাটিংগুলো নেই?'

'থাকবে কী করে, এরপর থেকে শুরু হল আমাদের পলাতক জীবন।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার গিটারটায় সুর তোলে জামশেদ, খুব ধীর লয়ে, আর বাজাতে বাজাতে বলতে শুরু করে, 'একটা দেশ যুদ্ধ করছে আর সেই দেশের তরুণসমাজ সে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে, অথচ এর উলটো হওয়ার কথা, দেশের জন্য প্রাণ দিতে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে দেশের তরুণ যুবসমাজ। এটা সেই দেশের জন্য কত বড় অপমানের ছিল চিন্তা করতে পার! আজ আমেরিকান প্রবীণ রাজনীতিবিদদের পেছনের ইতিহাস খোঁজা হয়, কে ভিয়েতনাম ভেটেরেন আর কে ড্রাফ্‌ট-ডজার। প্রায় বিশ বছর ধরে একটা দেশ যুদ্ধ করল অথচ কোনো অর্জন নেই। বেঁচে থাকা যুদ্ধফেরত পরাজিত সৈন্যরা যারা মাথা নিচু করে দেশে ফিরেছিল তারা আজ রাজনীতিতে ভিয়েতনাম ভেটেরেন হিসেবে গর্ব করতে চায় অথচ সেটা ছিল পরাজয়ের ইতিহাস আর যারা যুদ্ধে যেতে চায়নি তারা ইনিয়েবিনিয়ে বিভিন্ন ছলচাতুরী আর ছুতা তৈরি করে রেখেছে। জানো এঁরা কারা? দুই-একজনের নাম বললেই চিনবে—ডোনাল্ড ট্রাম্প, নাইওট গিংরিচ, ডিকচেনি আর আমার জেনারেশনের বিল ক্লিনটন, এঁরা সব বিখ্যাত ডাফ্‌ট-ডজার হিসেবে পরিচিত।'

BanglaBook.org

'রোদেলা প্রশ্ন করে, 'আপনি আর বিল ক্লিনটন কি সমবয়সী? স্মিত হেসে জামশেদ বলে, 'তুমি আমার বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করছ, তাই না'? রোদেলা হাসে, জামশেদ বলে 'হ্যাঁ, অলমোস্ট সমবয়সি।'

এই ড্রাফট-ডজাররাই নেতৃত্ব দিচ্ছে আজকের আমেরিকা। এর বিপরীতে মেলিনিরাই আমেরিকার আসল চেহারা, যারা এক শান্তিপূর্ণ মানবতাবাদী আদর্শ আমেরিকার জন্য যে কোনো ত্যাগ আর ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করত না। মেলিনির এই কাজের ফলাফলটা আমাদের জানা ছিল। দুজনের ছোট্ট দুটি ব্যাকপ্যাগ গুছিয়ে রাত তিনটার দিকে আমরা আমাদের ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম তার ঠিক আধাঘণ্টা পর এফবিআই আমাদের বাসায় রেইড করেছিল। মেলিনির বিরুদ্ধে শুধু ড্রাফ্‌ট পোড়ানোর অভিযোগই ছিল না, তার ব্যাপারে ওরা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ছাড়াও বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দলগুলোর সাথে তার গভীর সখ্যের কথা। তারা মেলিনিকে সোভিয়েত স্পাই হিসেবে ভাবতে শুরু করেছিল। মেলিনির কেসটা আর সব ড্রাফ্‌ট পাওয়া তরুণদের মতো ছিল না, তার নামে রেড অ্যালার্ট জারি করে দেয়া হয়। বর্ডারে নজরদারি বাড়িয়ে দেয়া হয়। মেলিনি যেন কোনোভাবেই আমেরিকা থেকে পালাতে না পারে। বিশেষ করে কানাডিয়ান বর্ডারের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া হয়, তাই আমরা উলটো পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কানাডা নয়, আমরা যাব মেক্সিকো।

শান্তি আন্দোলনের সমন্বয়কারী হিসেবে অ্যাকটিভিস্টদের মধ্যে এমনিতেই মেলিনি অনেক জনপ্রিয় ছিল। তাই তার বন্ধু ছড়িয়ে ছিল সাড়া আমেরিকা জুড়ে। আমরা প্রথমেই সানফ্রান্সিসকো থেকে পালিয়ে গেলাম নেভাডা। বন্ধুরা আমাদেরকে একটা কাঠ বহন করা লরিতে তুলে দিয়েছিল। এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না, জায়গায় জায়গায় চেকপোস্ট বসানো ছিল, লরিতে ওঠার আগে মেলিনি আমাকে রাস্তার একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, 'জামশেদ, তুমি আমি এখন যে পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এর পুরো দায়টা আমার, আমাদের সম্পর্কের উর্ধ্বে উঠে আমি তোমাকে একটা অপশন দিতে চাই।,' আমি হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রশ্ন করলাম 'অপশন!' 'কী অপশন?'

খুব কষ্টে মেলিনি বলল, 'তুমি আমেরিকায় থেকে যাও, সবাই পালিয়ে গেলে আমেরিকার ভিতরে কাজ করবে কে? তা ছাড়া তুমি একজন বিদেশি স্টুডেন্ট। এটা তোমার দেশ নয়, তোমার অবস্থান থেকে তুমি এখন পর্যন্ত

BanglaBook.org

যা করেছ সেটা অনেক আমেরিকানের পক্ষেই করা সম্ভব হয়নি। আমার সাথে সাথে তুমি কেন পলাতক জীবন বেছে নেবে? ব্যক্তির চেয়ে আদর্শ বড়। আমার জানতে হবে তুমি কেন আমার সাথে পালাচ্ছ, সেটা ব্যক্তি মেলিনিকে ভালোবেসে, নাকি আদর্শবাদের জন্য?'

কী উত্তর দেব?

ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। খুব অদ্ভুত মেয়ে এই মেলিনি। আবেগের চেয়ে যুক্তিটাকেই সবসময় বড় করে দ্যাখে। আমি তার উল্টো, আমি হৃদয়ের কথা শুনি।

খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, স্টার্ট দিয়ে লরি ড্রাইভার ডাকছে। আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু ছিল না। আমি বললাম, আমার কাছে মেলিনি আর আমার বিশ্বাস আলাদা কিছু না। দুটোই এক। আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি তোমার বিশ্বাস। এটা তোমার দেশ বলে আমি এই দেশটাকেও ভালোবাসি। তোমার এই দেশটাই এখন আমার দেশ। আমি জাতি রাষ্ট্রের সীমানা মানি না। তুমি আমি যে বিশ্বাস ধারণ করি তাতে সারা বিশ্বই আমাদের দেশ। আমরা আমেরিকান জনগণকে যেমন ভালোবাসি তেমনি ভালোবাসি ভিয়েতনামের মানুষকে। আজ আমেরিকা ভিয়েতনামে যে অন্যায় করছে আমরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, কাল রাশিয়া যদি কোথাও অন্যায় করে অবশ্যই আমরা তার বিরুদ্ধেও দাঁড়াব। শান্তির পক্ষে আমাদের এই যুদ্ধ গ্লোবাল। আমি ব্যক্তিগত কোনো অ্যাসিশন নিয়ে এই দেশে আসিনি। আমার দেশে আমি যে শহরে থাকতাম সেখানে থাকতে আমার আর ভালো লাগছিল না বলে আমি আমেরিকাতে চলে আসি। আমি এই দেশে না আসলে কখনোই জানতে পারতাম না সীমানা, দেশ, কাল, পাত্রের উর্ধ্বে আমি এক বিশ্বের নাগরিক—যে বিশ্বে থাকবে না কোনো যুদ্ধ, থাকবে না মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য, তেমন এক পৃথিবীর জন্য আমিও তোমার মতো আমার জীবনকে উৎসর্গ করেছি। মেলিনি, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। মুগ্ধ মেলিনি খপ করে আমার হাত ধরে বলল 'দেন লেট্স গো।'

আমাদের গন্তব্য টেক্সাস। টেক্সাসের সাথে মেক্সিকোর বর্ডার। ক্যালির্ফোনিয়ার ভিতর দিয়ে এরিজোনা আর নিউ মেক্সিকো হয়ে গেলে পথটা সংক্ষিপ্ত হত। কিন্তু আমরা যত দ্রুত সম্ভব ক্যালির্ফোনিয়া ছাড়তে চেয়েছিলাম। তাই আমাদের জন্য সহজ কিন্তু দীর্ঘ রুটটা বেছে নিতে

BanglaBook.org

হয়েছিল নিরাপত্তার জন্য। আমাদের একদল বিটনিক হিপ্পি বন্ধু অপেক্ষা করছিল নেভাডায়। ওরা জিপসিদের মতো এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে ঘুরে বেড়ায়। মূলত ওরাই আমাদেরকে ওদের সাথে করে নিয়ে টেক্সাসে পৌঁছে দিয়ে আসবে। নেভাডা থেকে ওদের রুটটা ছিল ইউথা তারপর কলোরাডো রাজ্যের ডেনভার হয়ে নিউ মেক্সিকো, শেষে টেক্সাস। নেভাডায় আমরা প্রায় একশো বিশ জনের সেই হিপ্পি কমিউনের সাথে মিশে গেলাম।

কমিউনের লিডার ছিল বেঞ্জামিন। বেঞ্জামিনের ভাবসাব রেড ইন্ডিয়ান গোত্রের সরদারদের মতো কিন্তু ছিল দিলখোলা। নয় মাস ভিয়েতনামে কাটিয়ে একটা পা হারিয়ে ফিরেছে দেশে। ওর এক পা কাঠের। বিশাল চুল আর দাড়ির জঙ্গলে বেঞ্জামিনের আসল চেহারাটা বোঝা মুশকিল। নেভাডার একটা পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরিতে বেঞ্জামিনের কমিউন অস্থায়ী ক্যাম্প গেড়েছে। মেলিনি আর আমাকে দেখে হইহই করে উঠল। বেঞ্জামিনের সাথে সাথে কমিউনের সবাই সমস্বরে 'পিস অ্যান্ড লাভ' বলে স্বাগত জানাল। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল বেঞ্জামিন। মাই বেবি মাই বেবি বলে দীর্ঘ সময় মেলিনিকে জড়িয়ে ধরে রাখল। সানফ্রান্সিসকো ক্রনিকল্‌সের বড় করে ছাপানো ছবি মেলিনিকে হিরোইন বানিয়ে দিয়েছে। ওরা সেই বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলল না। কারণ ওরা জানে মেলিনি আর আমি এখানে কেন এসেছি। একশত বিশ জনের এই কমিউনকে ওরা বলে ফ্যামিলি। এখানে কারো কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নেই। সবাই মিলে একটা দেহের মতো। একসাথে রান্না, একসাথে খাওয়া, একসাথে ঘুমানো। তিনটা ভক্সওয়াগন বাস আর তিনটা ট্রাককে মডিফাই করে জিপসি ক্যারাভেন বানানো হয়েছে।

এখন নেভাডায় সামার, পড়ন্ত বিকেলে ক্যাম্পের পাশে তাহয়ি লেকে গায়ের সমস্ত কাপরচোপড় খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে নারী-পুরুষ সবাই ঝাঁপাঝাঁপি করছে। মেলিনি নির্দ্বিধায় সবার সামনে উলঙ্গ হয়ে নেমে পড়ল পানিতে। আমাকে ডাকে—আমি এসবে অভ্যস্ত না। আমার সংকোচ হয়, সেটা দেখে মেলিনি হেসে কুটিকুটি। মেলিনির চাপে শেষ পর্যন্ত আমি গায়ের শার্ট খুলে ট্রাউজার পরেই নেমে পরি পানিতে। লেক তাহয়ির নীল স্বচ্ছ পানিতে একদল মানুষ প্রকৃতির সন্তান হয়ে উঠল। মেলিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চার হাত-পা দিয়ে, পানিতে আমার কোলে একটা শিশুর মতো ঝুলে থাকে। প্রকৃতিতে কিছু নারী-পুরুষের উচ্ছ্বাস আর পানির কলকল শব্দ ছাড়া সব চুপচাপ। দীর্ঘ সময় পানিতে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকি, কোনো কথা বলি না। ঠিক সন্ধ্যা হওয়ার আগে মেলিনি আমাকে আদর

BanglaBook.org

করতে করতে বলে 'জামশেদ তোমার দেশের সব পুরুষই কি তোমার মতো?'

'কেন মেলিনি, এই প্রশ্ন কেন?'

মেলিনি আমার বুকে চুমু খেতে খেতে বলে, 'তোমার শরীরের পুরোটা জুড়েই হৃদয়। আমেরিকানরা তোমার মতো ভালোবাসতে জানে না।

নেভাডার মরুভূমিতে যখন সূর্য ডুবে যাচ্ছে এখন ক্যাম্পের দিক থেকে একজন টিন বাজিয়ে চিৎকার করে বলছে—'ডিনার টাইম'। সূর্য ডোবার সাথে সাথে তাপমাত্রা নামতে শুরু করেছে। রান্নার জন্য একটা বিশাল চুলা তৈরি করা হয়েছে। চুলাকে মাঝখানে রেখে জিপসি বাসগুলোকে বৃত্তের মতো করে একটা বড় উঠান বানানো হয়েছে। একটি মেয়ে গিটার বাজিয়ে অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠে গাইছে বিটল্‌সের 'হিয়ার কামস্ দ্যা সান'। বাকি সবাই গলা মেলায়। শুকনো কাঠ ভরে দিয়ে চুলার আগুনকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, পটপট শব্দে কাঠ পুড়ছে। মাথার উপর নেভাডার তারাভরা আকাশ। সবার হাতে-হাতে ঘুরছে জ্বলন্ত মারিজুয়ানা। নারী-পুরুষ পরস্পরের বাহুলগ্ন হয়ে ভাগ করে নিচ্ছে ভালোবাসা। আমার কোলে আর বুকে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে মেলিনি, আমি তাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছি। মেলিনি মরিজুয়ানায় এক টান দিয়ে সেটা তুলে দেয় আমার ঠোঁটে, আবার আমি টান দিয়ে নিজের আঙুলে রেখেই মেলিনির ঠোঁটে লাগিয়ে দিই। মেলিনি একটা লম্বা টানে তার ফুসফুস ভরে ফেলে মারিজুয়ানার ধোঁয়ায়।

মেয়েটি এখন গাইছে উডি গুতরির গান 'দিস ল্যান্ড ইজ ইয়োর ল্যান্ড'। দূরে কোথায় নেকড়ে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ের প্রতিউত্তরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কয়েকটি কুকুর। হঠাৎ করে আমার কাছে বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হল। আর মেয়েটিও গাইছে 'দিস ল্যান্ড ইজ ইয়োর ল্যান্ড'। আমি মেলিনির কানের কাছে মুখ দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, দিস ল্যান্ড বিলংস টু রেড ইন্ডিয়ানস্, 'দিস ইজ নট ইয়োরস'। একটু সময় নিলেও, খোঁচাটা ধরতে পারল মেলিনি, খিলখিল করে হেসে উঠল। এতক্ষণ বেঞ্জামিন ব্যস্ত ছিল তার তিন গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে, নেশায় চুর হয়ে আছে। মেলিনির হাসি দেখে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাড়িয়ে গোত্রপতির ভাব নিয়ে শুরু করল বক্তৃতা। 'বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমি আমার বাম পা হারিয়েছি। বেঞ্জামিনের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার এক

BanglaBook.org

বান্ধবী বলে উঠলো, 'তাতে তো কোনো সমস্যা দেখছিনা তোমার 'মাঝখানের পাটা' তো ঠিকই বাম পায়ের কাজটা চালিয়ে নিচ্ছে। একথায় সবাই হা হা করে হাসা শুরু করল। তার আরেক বান্ধবী বলল, 'এবার ডানপন্থীদের শায়েস্তা করার জন্য তোমার মাঝখানের পাটা উৎসর্গ করা উচিত আবার হাসির রোল্ । এবার বেঞ্জামিন উদ্দীপনা নিয়ে বলল, আমার দুই পা বামপন্থীদের আর ডানপন্থির জন্য উৎসর্গ করলেও আমার মাঝখানের পাটা তোমাদের জন্য উৎসর্গ করলাম গার্লস। মারিজুয়ানার প্রভাবে হাসতে হাসতে সবাই শুয়ে পড়ছে। এদের রসিকতায় অশ্লীলতা থাকলেও এরা সবাই পলেটিক্যালি মোর্টিভেটেড।

হিপ্পিদের জীবন হল রাজনৈতিক জীবন। এরা প্রচলিত রাজনীতি আর সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজ থেকে বের হয়ে এসেছে অত্যন্ত সচেতনভাবে। এই কমিউনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্টেট থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটির প্রফেসরও আছে। যুদ্ধংদেহি আমেরিকান প্রসাশনের বিরুদ্ধে এরা শান্তিবাদী এবং অহিংস। এদের স্লোগান 'স্টপ ওয়ার, মেক লাভ'। ভালোবাসো এদের রাজনৈতিক শক্তি এবং পরিচয়। হিপ্পিদের ভালোবাসায় কোনোকিছু নিষিদ্ধ নয়, সব অবাধ। কমিউনে যার যখন যাকে ইচ্ছে পছন্দ তার সাথেই তারা দৈহিক সম্পর্ক করতে পারে। এতে তার দীর্ঘদিনের পার্টনারের মনে কোনো হিংসা বিদ্বেষ তৈরি হবে না। সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে অবাধ আর স্বাধীন যৌনতাকে তারা বিদ্রোহ হিসেবে দ্যাখে। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এরা সমকামিতাকে ফ্যাশনে পরিণত করেছে। হাসি থামলে বেঞ্জামিন আমার আর মেলিনির দিকে লক্ষ্য করে বলল, আজ রাতে আমাদের সম্মানিত মেহমানের জন্য একটা ট্রিপের ব্যবস্থা করেছি। এটা শুনে গোলগোল চোখে মেলিনি আমার দিকে তাকাল। 'ট্রিপ' মানে এলএসডি, যাকে বলে নেশার রাজা। মেলিনি আগে বেশ কয়েকবার ট্রিপ মেরেছে কিন্তু আমি কখনো এলএসডি নেই নি।

উৎসাহ নিয়ে মেলিনি বলে। 'হবে নাকি জামশেদ?'

'তুমি কী চাও?'

'আমি চাই জীবনে একবার হলেও তোমার এলএসডির অভিজ্ঞতা হোক। এবং সেই ট্রিপটা আজ হলেই ভালো।'

'ওয়েল, চলো নেভাডার এই রাতকে আমরা স্মরণীয় করে রাখি।'

আমার সমর্থন পাওয়ার সাথে সাথেই মেলিনি বেঞ্জামিনকে চোখ মারে। আর বেঞ্জামিনের ইশারায় তার তিন গার্লফ্রেন্ড সচল হয়ে উঠল। তারা একটি

সার্কেল করে তার মাঝখানে কয়েকটি মোমবাতি জ্বালায়। আমি মেলিনি আর বেঞ্জামিনসহ বাকি দশজন সার্কেল করে বসলাম। আমি আগে কখনো এলএসডি না নিলেও বহুজনের পাশে বসে তাদের নেয়া দেখেছি।

অনেকক্ষণ পর রোদেলা কথা বলে ওঠে।

'তার মানে স্যার আপনি বলতে চাচ্ছেন বিট আর হিপ্পিদের সাথে থেকে সেই জীবনধারায় বিশ্বাস রেখেও আপনি ড্রাগে আসক্ত হননি?'

'ড্রাগ বিষয়টা আসলে কোনোকালেই আমাকে টানেনি। মারিজুয়ানা ছাড়া অন্যকোনো নেশা আমি করিনি বললেই চলে।

'তা হলে এলএসডি, সেটাই প্রথম আর সেটাই শেষ, নাকি সেদিন থেকেই শুরু?'

'নেশা হিসেবে এলে এসডি ভেরি ডেঞ্জারাস, এটার এ্যাফেক্ট আমি জানি এবং দেখেছি। এটার কেমিক্যাল তোমার ব্রেনে সরাসরি কাজ করবে।'

এমন হ্যেলুসিনেশন তৈরি করবে যে তুমি নিজেকে চিনতে পারবে না। তোমার মনে হতে পারে তুমি একটা মাছ, ডাঙায় তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে। তোমার ইচ্ছে করবে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। অথচ তুমি সাঁতার জানো না। ওটা নেওয়ার পর তোমার নিজেকে পাখির মতো মনে হবে, ইচ্ছে করবে উড়তে অথচ তখন তুমি বসে আছ কোনো দশতলা ছাদের উপর অথবা কোনো পাহাড়ের উপর ওটা নিলে কারো যদি ব্যাড ট্রিপ হয়, সেটা তার ভিতরের এমন কোনো যন্ত্রপাতি উসকে দিতে পারে যা থেকে বাঁচার জন্য সে আত্মহত্যা করতে পারে।

ছোট ছোট কয়েনের মতো একটা করে পাতলা কাগজ বেঞ্জামিন নিজে সবার হাতে হাতে দিয়ে গেল। এই কাগজটা জিহ্বার নিচে রাখতে হবে। এবার বেঞ্জামিন বলল, আমাদের ট্রিপ শুরু করার আগে আমরা প্রার্থনা করব যেন আমাদের ট্রিপটা শুভ হয়। সুতরাং আমরা প্রার্থনা করব আমেরিকার জন্য, আমেরিকা ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকব।

'স্টেফি!'

'বলো বেঞ্জামিন।'

'গাও, গড ব্লেস আমেরিকা।'

যে মেয়েটি এতক্ষণ গিটার বাজিয়ে গান গাইছিল তার নাম স্টেফি, সে আরভিং বেরলিনের লেখা দেশপ্রেমের গান 'গড ব্লেস আমেরিকা' গাওয়া

BanglaBook.org

শুরু করল এবং আমরা তার সাথে সাথে গলা মিলিয়ে প্রার্থনার সুরে 'গড ব্লেস আমেরিকা' বলতে বলতে জিহ্বার নিচে এলএসডি ঢুকিয়ে দিলাম।

মেলিনির ট্রিপটা ভালো হলেও আমার ট্রিপটা ভয়াবহ বাজে হয়েছে। আমি দেখলাম আমি একটা হাইওয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি' কিন্তু আমার পা নাড়াতে পারছি না। পাটা কেউ যেন রাস্তার সঙ্গে চেপে ধরে রেখেছে। উলটো দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা বিশাল দানবাকৃতির মালবোঝাই লরি। আমি বাঁচার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছি। চিৎকার করছি কিন্তু পারছি না। লরিটা এসে আমাকে পিষে দিয়ে চলে গেল। রাস্তার বেটুমিনের সাথে আমার রক্ত মাংস এমনভাবে লেগে আছে যেমন ব্রেডের উপরে নাইফ দিয়ে মাখন লাগানো হয়। আমি দেখতে পাচ্ছি কিছুক্ষণ পর একজন লোক এসে একটা বেলচা দিয়ে কাচিয়ে কাচিয়ে আমার সেই রক্তমাংস রাস্তার উপর থেকে তুলে বডি ব্যাগের মধ্যে রাখছে। পাথুরে রাস্তার সাথে বেলচার ঘষা লাগার যন্ত্রণা আমি টের পাচ্ছিলাম আমার রক্তমাংসের ভিতরে, আহা কী যে যন্ত্রণা অথচ কেউ আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। আমার উপর থেকে এলএসডির প্রভাব কাটতে দুই দিন লেগেছিল। আমার মৃত্যুর সেই অভিজ্ঞতা এতটাই বাস্তব ছিল, এতটাই ছিল যে এরপর আমার কোনো গোরস্থানে যেতে ভয় লাগত, মনে হত এই বুঝি আমি আমার নামফলক লেখা কোনো কবর দেখতে পাব।

আমার ব্যাড ট্রিপের কারণে আমাদের যাত্রা দুই দিন পিছিয়ে গিয়েছিল।

আমি বেঞ্জামিনকে বললাম, 'কমরেড, তুমি গড ব্লেস আমেরিকা বলে দোয়া করলে আর আমার ব্যাড ট্রিপ হল, ঘটনা কী বেঞ্জামিন সিরিয়াস চেহারা নিয়ে বলল, ওহ্ তুমি বুঝতে পারনি।'

আমেরিকা এখন কন্ট্রোল করছে শয়তানেরা। কিন্তু আমরা প্রার্থনা করলাম গডের কাছে। এই কন্ট্রোলের ক্ষমতা শয়তানকে গড দিয়েছেন। গড ব্লেস আমেরিকা বলার সময় গড অথবা আমেরিকা দুইটার যে কোনো একটাতে হয়তো তোমার বিশ্বাস কম ছিল। শয়তান সেই সুযোগে তোমার ট্রিপ গাইড করেছে। এক্সট্রিম না হলে তুমি বিশ্বাসের সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। হয় গড নাহয় শয়তান, তোমাকে যে কোনো একটা বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। একটু শয়তানে একটু গডে বিশ্বাসী থাকলে প্রার্থনা করবে গুড ট্রিপের, হয়ে যাবে ব্যাড ট্রিপ। এই কমিউন গডে বিশ্বাসী।

BanglaBook.org

শয়তানের কাছে প্রার্থনা করে এমনকিছু কমিউনকে আমি চিনি, তুমি চাইলে আমি সেসব কমিউনে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমি বললাম, না বেঞ্জামিন, আমি শয়তানের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী, আর গডের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভাববাদী।'

ইউথা হয়ে কলোরাডোর ডেনভারে পোঁছতে আমাদের পাঁচ দিন লেগেছিল। পথে বেশকিছু সভা-সমাবেশ আর স্থানীয়দের সাথে পরিকল্পনা করতে করতে যেতে হয়েছিল। ৬০ মিলিয়ন হিপ্পি তখন আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। চিন্তা করতে পার কী ভয়াবহ সামাজিক ধস নেমেছিল তখনকার আমেরিকায়!

'স্যার, ডেনভার জায়গাটার নাম শুনে আমার গায়ক জন ডেনভারের কথা মনে পড়ছে।'

'আমারও মনে হচ্ছিল তুমি ডেনভার নিয়ে এমনকিছু বলবে।'

'হ্যাঁ স্যার, সারা দুনিয়ার মতো আমাদের দেশেও জন ডেনভার অনেক জনপ্রিয়। এনিস সং, রকি মাউন্টেইন হাই, সানসাইন অন মাই শোল্ডার আর কান্ট্রিরোড টেক মি হোম এই গানটি তো আমাদেরও বাড়ি ফেরার গান। কলোরাডোর ডেনভারেই ওনার জন্ম? জানতে চাইল রোদেলা।

'না, তার আসল নাম ডেনভার ছিল না, তার আসল নাম ছিল হেনরি জন ডয়েচনড্রফ জুনিয়র। যদিও তার জন্ম নিউ মেক্সিকোতে, কিন্তু কলোরাডোকে ভালোবেসে নিজের নামের সাথে রাজধানী ডেনভার লাগিয়ে নিয়েছিল। একা একা একটা ছোট্ট প্লেন চালাতে গিয়ে ক্র্যাশ করে মারা যায় জন। তার ডেড বডি পুড়িয়ে ছাই করে সেটা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তার প্রিয় কলোরাডোর রকি মাউনন্টেনের চুড়ায়। যে পর্বতমালা নিয়ে সে লিখেছিল—

অ্যান্ড দি কলোরাডো রকি মাউন্টেন হাই,

আই হ্যাভ সিন ইট রেইনিং ইন দ্যা স্কাই।

ডেনভার যাওয়ার পথে স্টেফি সারা রাস্তায় শুধু এই গানটিই গেয়েছিল। আমরা ক্যাম্প করেছিলাম রকি মাউন্টেনের উপত্যকায় কলোরাডো নদীর ধারে। সেখানে জড়ো হয়েছিল আরও দশ বারোটি হিপ্পি কমিউন। এসব মিলনমেলাগুলো যে কী আনন্দের ছিল তোমাকে বোঝাতে পারব না। ভিয়েতনামে নিজ দেশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, শীতল যুদ্ধের নামে দুই

BanglaBook.org

পরাশক্তির ভয়ংকর পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে তরুণসমাজের এক শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহ। সমাজ-নির্ধারিত তথাকথিত গুডবয় ইমেজের বিরুদ্ধে লম্বালম্বা চুল দাড়ি রেখে, ড্রাগস নিয়ে, বিয়ে নামক সামাজিক বন্ধনকে ধ্বংস করে অবাধ যৌনস্বাধীনতার এই কালচারকেই বলা হত অ্যান্টিকালচার। পুঁজিবাদী আদর্শবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়াই ছিল এই 'অ্যান্টিকালচার আন্দোলন'। এই আন্দোলনে বিশ্বাসীদেরকেই হিপ্পি বলা হত। এটা বিশ্বব্যপী ফ্যাশনে রূপ নেয়।

'হ্যাঁ স্যার, আমার বয়ফেন্ড যখন বড় চুল রাখে তখন আমি বলি হিপ্পি স্টাইল। আপনারও নিশ্চয় অনেক বড় চুল ছিল?' হাসতে হাসতে জামশেদ বলে, ছিল মানে কী! অনেক বড় ছিল। প্রায় এক হাতের বেশি লম্বা ছিল। মেলিনি মাঝে মাঝে আমাকে রেডইন্ডিয়ানদের মতো চুলে বেণি করে দিত। সে বলত, আমাকে দেখতে নাকি রেড ইন্ডিয়ানদের মতো লাগত। হিপ্পিদের মধ্যে লম্বা লম্বা জটাধারীদের আলাদা কদর ছিল।'

'কলোরাডো নদীর ধারে সেই মিলনমেলায় বেঞ্জামিন আমাকে আর মেলিনিকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অ্যালবার্ট নামের প্রায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা এক সমকামী হিপ্পির সাথে। মেলিনি আমার কাছ থেকে একটু দূরে ছিল। হাত মিলিয়েই অ্যালবার্ট আমার শরীরের সাথে খুব দৃষ্টিকটুভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছিল। আমি বিষয়টি খারাপ মনে করে উড়িয়ে দিয়ে অ্যালবার্টকে বললাম 'বন্ধু', আমি গে না। আমাকে পাত্তা না দিয়ে অ্যালবার্ট বলে 'আই ডোন্ট কেয়ার।'

মেলিনি বিষয়টি দূর থেকে বুঝে গিয়েছিল। দ্রুত আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা দীর্ঘ আর গভীর চুম্বন দিয়ে অ্যালবার্টের হাত থেকে উদ্ধার করল। বেচারা অ্যালবার্টের চেহারাটা তুমি যদি দেখতে!

রোদেলা আর জামশেদ হাসতে থাকে, অনেকক্ষণ ধরে হাসে। হাসি থামলে জামশেদ বলে। পাশ্চাত্যে মূলত হিপ্পিরাই সমকামিতাকে পপুলার বানিয়েছে। অ্যালবার্ট নিজে ছিল ড্রাগ এডিক্ট, তার পাশাপাশি ড্রাগের ব্যবসা করত। ল্যাটিন আমেরিকা আর মেক্সিকো থেকে চোরাই পথে আমেরিকায় যে মারিজুয়ানা আর কোকেইন আসত অ্যালবার্ট সেগুলো ডেনভারের হিপ্পিদের কাছে বেচত। ব্যবসায়িক কারণেই টেক্সাসের ড্রাগ ডিলারদের সাথে অ্যালবার্টের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল।' অ্যালবার্ট মেলিনিকে ভালোমতো চেনার পর জামশেদের প্রতি তার আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেল। সম্পর্কটা হয়ে গেল স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ। অ্যালবার্ট খুব একটা রংবাজির ভাব নিয়ে

BanglaBook.org

বলল, কলোরাডোতে তোমরা সম্পূর্ণ সেফ। পুলিশের বাপের সাধ্য নেই তোমাদের ধরা। কোনো চিন্তা কোরো না, তোমরা শুধু টেক্সাস পর্যন্ত পৌছে যাও, বাকি কাজ আমার। টেক্সাসের বস আমার ইয়ে লাগে, মানে বুঝেছ?' অ্যালবার্টের ইয়ের অর্থ বুঝে ওরা সবাই হাসল। যার অর্থ টেক্সাসের সেই সমকামী ড্রাগ বসের সাথে অ্যালবার্টের শারীরিক সম্পর্ক আছে। মেলিনি মজা করে বলল, 'তোমার সেই পার্টনার অ্যাকটিভ না প্যাসিভ?'

অ্যালবার্ট কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল 'অফকোর্স প্যাসিভ, অ্যান্ড হি ইজ মোর বিউটিফুল দ্যান ইয়োর বয়ফ্রেন্ড।'

অ্যালবার্টের এই হিংসুটে অভিব্যক্তিতে সবাই হেসে উঠল। ওরা বসেছে অ্যালবার্টের ক্যাম্পে, এখানে বেশিরভাগই গে আর লেসবিয়ান। কলোরাডো নদীর খরস্রোতের কলকল শব্দের সাথে অনেকগুলো অ্যাকুস্টিক গিটারের সুর আর মারিজুয়ানার ধোঁয়া রকি মাউন্টেনের সবুজ উপত্যকাকে যেন ঘোরলাগা কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এখানে সবার হাতে মারিজুয়ানা। আমার কোলে বসে মেলিনিও টানছে, কিছুক্ষণ পরপর আমার মুখে তুলে দেয় অভ্যাসবশত কিন্তু এলএসডির সেই ব্যাড ট্রিপের পর কোনোরকম ড্রাগ আর আমি ছুঁয়েও দেখছি না। মেলিনি এটাকে স্বাভাবিক হিসেবে নিয়েছে। তার ধারণা ব্যাড ট্রিপের এই শক'টা আমার কেটে গেলে আমি আবার মারিজুয়ানা ধরব। কিন্তু আমি কাউকে বলিনি, এমনকি মেলিনিকেও না, আমি এই জীবনে আর কোনোদিন কোনো ড্রাগ নেব না।

একটা শামিয়ানার নিচে আমি আর মেলিনি এতক্ষণ বসে ছিলাম। আমাদের চারপাশে যারা বসে আছে তাদের বেশির ভাগই গে নয়তো লেসবিয়ান। নিজে না টানলেও চারপাশে স্রোতের মতো ধোঁয়ায় আমার এমনিতেই নেশা ধরে যাচ্ছে। কী একটা কাজের কথা বলে অ্যালবার্ট আর বেঞ্জামিন উঠে গিয়েছিল। ওরা ফিরে এসে দূর থেকে ইশারায় আমাদের ডাকল। ওদের কাছে আসলে বেঞ্জামিন অ্যালবার্টকে ইশারা করল বলার জন্য। আমি অ্যালবার্টের চোখের দিকে তাকালে চট করে সে চোখটা সরিয়ে নিল। আমার ভেতরের অনেক গভীরে একটা দোয়েল বাস—করে খারাপ কিছুর আভাস পেলে সেটা ডাক দেয়। আমি অস্বস্তি বোধ করি। এবার অ্যালবার্ট বলা শুরু করল, 'শোনো, তোমাদের ইউএস-মেক্সিকো বর্ডার ক্রস করার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি।' বলেই পকেট থেকে একটা ঠিকানা লেখা বের করে আমার হাতে দিল, পড়ে দেখি সেটা সান-অ্যান্টিনিওর একটা

BanglaBook.org

কফিশপের ঠিকানা। আমি আগে কখনো টেক্সাসে যাইনি, মেলিনি গেছে কয়েকবার। আমি কাগজটা মেলিনির হাতে দিলাম। মেলিনির পড়া শেষ হওয়ার আগেই অ্যালবার্ট বলল, 'কফিশপের মালিকের নাম হোসে, তাকে শুধু বলবে তোমাদের পাঠিয়েছে ডেনভারের অ্যালবাট ক্লেমেঞ্জি, ব্যস তোমাদের কাজ শেষ, এর পরে শুধু তাকে ফলো করবে। সেই তোমাদেরকে বর্ডার শহর ডেল-রিওতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে। ডেল-রিওতে আমার ইয়ে মানে ফ্রাঙ্কি, মানে বস ফ্রাঙ্কি, কিন্তু খবরদার মেলিনি তুমি ওর দিকে ভুলেও নজর দেবে না, হি ইজ মোর হ্যান্ডসাম দ্যান ইয়োর বয়ফ্রেন্ড। আমি বুঝতে পারি অ্যালবার্ট এই মজা করার ভিতর দিয়ে কিছু-একটা লুকাচ্ছে। ওর মনে যাই থাকুক এখন ওকে বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। অ্যালবার্ট বলে, 'ডেল-রিওতে বস ফ্রাঙ্কি মানে শ্যাডো গভারমেন্ট। এপার ওপার দুই পারেই ফ্রাঙ্কির সমান প্রভাব। মানুষ পারাপার করার ওর নিজস্ব গোপন আন্ডারগ্রাউন্ড সুড়ঙ্গ আছে। এম সিক্সটিন রাইফেলসহ বডিগার্ড নিয়ে ঘোরে বস ফ্রাঙ্কি। পুরো টেক্সাসের আন্ডারওয়ার্ল্ড কন্ট্রোল করে ফ্রাঙ্কি। সারা আমেরিকার চার ভাগের এক ভাগ মারিজুয়ানা বস ফ্রাঙ্কি একাই সাপ্লাই দেয়। কিন্তু তোমরা কানাডা বাদ দিয়ে মেক্সিকোতে মরতে যাচ্ছ কোন দুঃখে?' এবার বেঞ্জামিন অ্যালবার্টকে থামায়, 'তুমি হয়তো মেলিনির কেসটা বুঝতে পারছ না। এটা আর দশটা ড্রাগস কেসের মতো না। ইউএস গভরনমেন্ট ভাবছে মেলিনি রাশান স্পাই, ওকে এফবিআই হন্যে হয়ে খুঁজছে। বর্ডারে ওর নামে রেড অ্যালার্ট আছে। বিশেষ করে কানাডিয়ান বর্ডারের দিকেই সবার নজর।'

খুব বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাতে দোলাতে অ্যালবার্ট বলে 'তা হলে তোমরা ঠিক পথেই আছ, আর তোমাদের সৌভাগ্য বলতে হয়, তোমরা এই অ্যালবার্টকে পেয়েছিলে। যাই হোক, তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। গিভ মি এ হাগ হ্যান্ডসাম।' বলেই অ্যালবার্ট তার দুই হাত প্রসারিত করে দেয় আমার দিকে, ওর চোখে মুখে বিকৃত লালসা।

'পিস অ্যান্ড লাভ' বলে মেলিনি আমাকে সরিয়ে অ্যালবার্টকে জড়িয়ে ধরে। অ্যালবার্টের গায়ে হঠাৎ করে কেউ যেন কাদা ছড়িয়ে দিল এমনভাবে অ্যালবার্ট রিরি করে উঠল। বেঞ্জামিন হাসতে হাসতে অ্যালবার্টকে টেনে নিয়ে চলে গেল। মেলিনি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল আমার গায়ে। আমি হাসতে পারছি না, আমার ভেতরের দোয়েলটা ডেকেই যাচ্ছে। আমার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে মেলিনি জিজ্ঞেস করে, 'জ্যামি কি হয়েছে? কোথায় তুমি?'

BanglaBook.org

আমি কোনো ভনিতা না করেই সরাসরি মেলিনিকে বললাম 'আচ্ছা আমাদের কি অ্যালবার্টকে বিশ্বাস করা উচিত?'

আচমকা এমন প্রশ্নে মেলিনির চেহারাটা ধীরে ধীরে বদলে গেল। চুপচাপ আপনমনে কিছু ভাবল, তারপর বলল, আমাদেরকে বিপদে ফেলে বা ধরিয়ে দিয়ে অ্যালবার্টের কী লাভ হবে?' আমি বললাম, 'ঠিক সেটাই ধরতে পারছি না।'

'তা হলে আর এটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার হাতে অপশন আছে ততক্ষণ তোমার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক তুমি, আর কোনো অপশন না থাকলে স্রোতের উপরে নিজেকে ভাসিয়ে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যেহেতু আমাদের হাতে আর কোনো অপশন নেই সেহেতু চলো স্রোতে ভেসে যাই।' বলেই আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল জঙ্গলের দিকে। একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ চলে গেছে গভীর জঙ্গলের দিকে। সারি সারি পাইন রেডউড আর ম্যাপেল গাছ যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। রহস্যময় অপার্থিব আলোয় আমরা পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটছি। জঙ্গলের নিজস্ব একটা মাদক গন্ধ আছে, আমি প্রাণ ভরে সে গন্ধ টেনে নিলাম, মনে হল আমার ভেতর থেকে মারিজুয়ানার সব বিষাক্ত ধোঁয়া বের হয়ে গেল।

নিজেকে অনেক নির্ভার লাগছে। আমরা যতই জঙ্গলের ভিতরের দিকে ঢুকছি ততই কলরাডো নদীর কলকল আওয়াজ এগিয়ে আসছে। পাহাড়ি নদী কখন কোনদিকে বাঁক নেয় বোঝা মুশকিল। মেলিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। অসম্ভব নীরব চারদিক, স্রোতের আওয়াজ সেই নীরবতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে মেলিনি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ওর দুই হাত দিয়ে আমাকে তার বুকের কাছে আরও টেনে আনল। মেলিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে। দুজনের মুখের উপর পড়ছে পরস্পরের গভীর নিঃশ্বাস। মেলিনি চোখ বন্ধ করল, আমিও তাই করলাম। আমার বুকের মধ্যে মেলিনি আর চারিপাশে প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বচরাচর। সেই মুহূর্তটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত, কতক্ষণ এভাবে ছিলাম বলতে পারব না। টের পেলাম মেলিনি আমার শার্টের বোতাম খুলছে, আমি স্থির তাকিয়ে আছি। মেলিনি আমার শার্টের সবগুলো বোতাম খুলে ফেলল। দুই হাতে শার্ট সরিয়ে খোলা বুকের ঠিক যে জায়গাটায় আমার হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে সেখানে তার কানটা চেপে ধরল। আমার মাথার উপর গ্রহ, নক্ষত্র, নিহারিকা, ছায়াপথসহ মহাবিশ্ব অথচ বুকের সাথে মিশে থাকা এই নারী যেন তার চেয়েও অধিক কিছু। না, এখন আর

BanglaBook.org

আমার আফরোজার কথা মনে পড়ে না। আমার কাছে এখন এই মহাবিশ্বের চাইতেও গুরুত্বপূর্ন মেলিনি। আমি মেলিনিকে পুরোটা পেয়েছি, যেটা আগে পাইনি। মেলিনি আমাকে তার সম্পূর্ণটা দিয়েছে সেদিন, নেভাডার পথে লরিতে ওঠার আগে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমার জন্য তুমি কেন এতবড় ঝুঁকি নেবে? যার উত্তরে আমি বলেছিলাম, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না মেলিনি। মেলিনি আমার হাত ধরে টান দিয়ে শুধু বলেছিল, 'দেন লেট্স্ গো'। সেই মুহূর্তেই মেলিনি তার নিজেকে পুরোপুরি আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। এটা শুধুমাত্র পাওয়া নয়, অনেক বড় পাওয়া, ভালোবাসার নারীকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া। তার বিপরীতে নারীর সম্পূর্ণ পাওয়াটা বুঝতে না পারাটাই ভালোবাসার ব্যর্থতা। শুধু বোঝার অভাবে এই পৃথিবীর সার্থক প্রেমিক-প্রেমিকারা কোনোদিনও জানতে পারেনি যে তারা আসলে ব্যর্থ ছিল।

মেলিনি আমার বুক থেকে মাথা তুলে মৃদু স্বরে বলে উঠল, 'জামশেদ মাই জ্যামি, ইউ গট মি।'

গভীর সম্পর্কে শব্দে নয় অনুভূতিতে কথা হয়। যে সম্পর্ক যত গভীর সে সম্পর্ক ততটাই বাক্যহীন।

আমি বললাম, 'ইয়েস, আই নো।'

বেঞ্জামিন এক অদ্ভুত ভালোমানুষ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের নৃশংসতা নিজ চোখে দেখে এসেছে বলে সে যে কোনো মূল্যে এই যুদ্ধের অবসান চায়। যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে মেলিনির ভূমিকাকে মানুষ এবং মানবতার জন্য সর্বোচ্চ কাজ বলে মনে করে। একমাত্র জনগনের শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই যা আমেরিকান প্রশাসনকে বাধ্য করতে পারে যুদ্ধ থেকে সরে আসতে।

মেলিনি সেই কাজটি করছে, শুধু করছেই না, নেতৃত্ব দিচ্ছে। বেঞ্জামিন মেলিনিকে শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসে। বেঞ্জামিন যে কোনো মূল্যে মেলিনিকে নিরাপদ রাখতে চায়। এই মেলিনিরাই আমেরিকাকে বানাবে আদর্শ রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র এই বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত এবং মানবিক করবে। মেলিনিকে ধরা পড়া চলবে না। মেলিনিকে সাহায্য করার জন্যই বেঞ্জামিন খুঁজে বের করে এনেছে অ্যালবার্টকে। নেভাডা থেকে রওনা দিয়ে কলোরাডো পর্যন্তই শেষ গন্তব্য ছিল বেঞ্জামিনের কমিউনের, কিন্তু মেলিনির জন্য ওরা এখন প্ল্যান বদলাচ্ছে, ওরা এখন নিউমেক্সিকো রাজ্যের ভিতর দিয়ে টেক্সাসের ডালাস পর্যন্ত যাবে,

BanglaBook.org

পথে ফোর্ট ওর্থোতে ওরা আমাদেরকে আজ বিদায় দেবে। আমার কেন যেন মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি এতদিন যে আমেরিকাকে চিনতে পারিনি, সেই আমেরিকাকে চিনলাম এই কয়দিনে একশত বিশজন চমৎকার মানুষের সাথে মিশে। এরা যুদ্ধবাজ আমেরিকাকে বয়কট করে আমেরিকান সমাজ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে অহিংস পন্থায় প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ করে যাচ্ছে। এরা সেই ষাট মিলিয়ন হিপ্পির মধ্যে একশত বিশ জন যারা 'পিস অ্যান্ড লাভ' দর্শনকে শুধু বিশ্বাসই করে না, বরং নিজেদের যাপিত জীবনে সেই দর্শনকে বাস্তবায়িত করছে। এদেরকে দেখলে হতাশা কেটে যায়, আমেরিকার জন্য নতুন করে আশা জাগে, এরা একদিন যুদ্ধবাজদের হাত থেকে আমেরিকাকে কেড়ে নেবে। 'পিস অ্যান্ড লাভ'-এর প্রকৃত অর্থেই এরা আমেরিকাকে নির্মাণ করবে। পোড়-খাওয়া বেঞ্জামিনদের হাতেই নিরাপদ আমেরিকা।

আমরা যখন ফোর্ট-ওর্থোতে পৌঁছালাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। শহরের বাস স্টপের অদূরে মোটামুটি নীরব দেখে একটা জায়গায় কমিউনের গাড়িগুলো রাখা হয়েছে। সবাই নেমে এল আমাদেরকে বিদায় জানাতে, 'লাভ অ্যান্ড পিস' বলে বলে আমাদেরকে আলিঙ্গন করছে সবাই। অকৃত্রিম ভালোবাসায় উষ্ণ সেসব আলিঙ্গন। এতগুলো মানুষ টেক্সাস পর্যন্ত এসেছে শুধুমাত্র আমাদের দুজনের জন্য। হিপ্পিদের পুলিশ বেশি ঘাঁটায় না তাই দলের মধ্যে মিশে এতটা পথ সহজেই আমরা চলে আসতে পেরেছি। সবশেষে বেঞ্জামিন বুকে জড়িয়ে ধরল মেলিনিকে। বাসস্টপেজে বাবা যেমন মেয়েকে বিদায় দিতে আসে, হঠাৎ বেঞ্জামিনকে আমার তেমন মনে হল। আমাদের দুজনের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বন্দুক দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা সহজ কাজ, কিন্তু আদর্শ দিয়ে মানুষের চিন্তাকে পালটে দেওয়া অনেক কঠিন কাজ। বন্দুক দিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনো রাষ্ট্র টেকেনি। রাষ্ট্রকে দাঁড়াতে হয় আদর্শের উপরে। ভিয়েতনামে আমি যা করেছি সেটা অনেক সহজ কাজ ছিল, তোমার কাজের তুলনায়। ভিয়েতনামে আমি লড়েছি ভিনদেশিদের সাথে, কিন্তু তোমাকে লড়তে হচ্ছে তোমার স্বদেশিদের সাথে। আমি লড়েছি বন্দুক দিয়ে, তুমি লড়ছ আদর্শ দিয়ে।

বেঞ্জামিনকে থামিয়ে দিয়ে মেলিনি বলে, 'তুমি আমার চেয়েও বেটার, কারণ ভিয়েতনামে তোমার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তোমার এখনকার আদর্শিক লড়াইয়ে বেশি প্রভাব রাখে। আই অ্যাম প্রাউড অব ইউ বেঞ্জামিন,

BanglaBook.org

আমেরিকা প্রাউড অফ ইউ। তোমাকে ভুল বুঝিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হলেও তুমি কিন্তু দেশকে ভালোবেসেই যুদ্ধে গিয়েছিলে। হাসতে হাসতে বেঞ্জামিন বলে, 'আমেরিকাকে মেডেল হিসেবে দিয়েছি আমার বাম পা। সবাই তার সাথে হাসিতে যোগ দেয়। হঠাৎ চিন্তিত হয়ে নিচুস্বরে বলে, 'তোমাকে বলে রাখলাম আমরা এই যুদ্ধে খুব অপমানজনকভাবে হারতে যাচ্ছি। আর সেই পরাজয় আমেরিকার জন্য অনেক ভালো কিছু বয়ে আনবে। ভবিষ্যতে আমেরিকার জন্য একটা বড় শিক্ষা হয়ে থাকবে।'

এই জায়গায় এসে রোদেলা আর চুপ থাকতে পারল না। বলে উঠল— 'না স্যার, ভিয়েতনামের পরাজয় থেকে আমেরিকা কোনো শিক্ষাই নেয়নি, ইরাক, আফগানস্তান থেকে শুরু করে সারা মধ্যপ্রাচ্য জ্বলছে আমেরিকার লোভের আগুনে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, এই লোভের নামই পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ এমন এক আদর্শ যেখানে শাসনক্ষমতা থাকে ব্যবসায়ীদের হাতে। আর ব্যবসায়ীদের ধর্মের নাম 'প্রফিট।' ব্যবসায়ীকে টিকে থাকতে হলে যে কোনো মূল্যে তার প্রফিট চাই, সেটা তেল বেচে হোক আর মারণাস্ত্র বেচে হোক, রক্ত অথবা ড্রাগ বেচে হোক অথবা অন্যদেশে যুদ্ধ লাগিয়ে হোক। তা ছাড়া অতিরিক্ত শক্তি মানুষের বুদ্ধিমত্তা আর মানবিকতাকে নষ্ট করে দেয়। মানুষকে করে তোলে পাশবিক। এটা একইরকম সত্য ছিল রাশিয়ার জন্য। আফগানিস্তানে তাদের অপমানজনক পরাজয় সেই সত্যেরই প্রতিধ্বনি।

বিদায় কালে বেঞ্জামিন আরও বলেছিল, আদর্শের নাম দিয়ে তুমি যদি কারো স্বাধীনতা হরণ করো, কারো দেশ দখল করো, কারো সম্পদ লুট করো, তবে সেটা অবশ্যই আদর্শবাদ নয়। আদর্শ সেই শক্তির নাম যেটা দিয়ে তুমি আমার সাথে কথা বলবে, বিতর্ক করবে, আমার ভুলগুলো তোমার আদর্শিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সুধরে দেবে। আর দিনশেষে আমি ভালোবেসে তোমাকে গ্রহণ করতে পারি অথবা বাতিল করে দিতে পারি। দেশ দখলের চেয়ে হৃদয় দখল করা অনেক কঠিন।

মেলিনি শেষবারের মতো বেঞ্জামিনকে আলিঙ্গন করে বলল 'তোমাকে মনে থাকবে বেঞ্জামিন, তুমি ভিয়েতনাম দখল করতে পারনি কিন্তু আমার হৃদয়টা ঠিকই' দখল করে নিয়ে যাচ্ছ।'

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরার সময় আমার মুঠোর ভিতরে বেঞ্জামিন কিছু একটা গুঁজে দিয়ে কানে কানে বলল—'অল্প কিছু ডলার আছে,পথে

তোমাদের কাজে লাগবে। নাথিং ইজ পার্সোনাল, এভরিথিং ইজ ফর আওয়ার বিউটিফুল কান্ট্রি আমেরিকা।'

আমরা দেরি না করে পাবলিক বাসে করে সান এন্টোনিওতে পৌঁছে গেলাম পরদিন। অ্যালবার্ট যে ঠিকানাটা দিয়েছিল সেটা সান এন্টোনিও নদীর ধারে একটা ক্যাফে। এই শহরটা দীর্ঘদিন স্পেনিশ কলোনি ছিল। কলোনিয়ান সেই ঐতিহ্যকে এখনও নিপুনভাবে ধরে রেখেছে। মেলিনি আমার চুলগুলো দুই বেনি করে দিয়েছে, কিনে দিয়েছে একটা কাউবয় হ্যাট। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেছে একটা দোকানের কাচের জানালার সামনে। অনেকদিন পরে নিজেকে আয়নায় দেখেছিলাম। আমাকে সত্যি সত্যি তখন দেখতে রেড ইন্ডিয়ানদের মতো লাগছিল। সান অ্যান্টোনিওতে আসার পর থেকে আমার কেন যেন নার্ভাস লাগছিল। মেলিনিকে সেটা বুঝতে দেইনি। আমার ভেতরের দোয়েলটা ডাকছে। এখন জানতে পারব অ্যালবার্ট আসলেই কোনো খারাপ মতলব করে রেখেছে কি না। হয়তো গিয়ে দেখব ক্যাফেতে আগে থেকেই বসে আছে এফবিআই এজেন্ট। আমি সেটা ভাবতে চাই না। মেলিনির উপর অভিযোগটা খুবই বিপজ্জনক, রাশিয়ান স্পাই যে কিনা বামপন্থীদের সাথে যোগসাজসে আমেরিকান অভ্যন্তরীণ কোন্দল উসকে দিচ্ছে। পৃথিবীর আর কেউ না জানুক আমি জানি মেলিনির মতো এমন মানবিক আর দেশপ্রেমিক আমেরিকান আর দ্বিতীয়টি নেই। ধরা পড়লে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মেলিনির সাথে কী ব্যবহার করা হবে সেটা ভাবতেও আমি শিউরে উঠি। তাকে ভিলেন বানানোর জন্য জোর করে তার স্বীকারোক্তি নেয়া হবে যে সে আসলেই রাশান স্পাই। সরকারি মিডিয়া সেটা ঢালাওভাবে প্রচার করবে। সবাইকে বোঝানো হবে আমেরিকার অভ্যন্তরে যেটা হচ্ছে সেটা আমেরিকানদের কোনো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নয়, রাশিয়া-সমর্থিত বামপন্থীদের ষড়যন্ত্রের কারণেই তা হচ্ছে। আমার খুব মায়া লাগছিল মেলিনির জন্য। আমার জীবন থাকতে আমি মেলিনিকে ধরা পড়তে দেব না। আমরা কোনোভাবে মেক্সিকোতে ঢুকতে পারলে সেখান থেকেও যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেবার কাজ করা যাবে। আমাদের কাজ আমেরিকান যুদ্ধবাজ প্রসাশনকে ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য তুলে আনতে বাধ্য করে তোলা। পারমাণবিব অস্ত্র তৈরির নামে জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয় বন্ধ করে জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলো পুরণে সেই অর্থ ব্যয় করে আমেরিকাকে প্রকৃত অর্থেই ওয়েলফেয়ার স্টেটে পরিণত করা।

BanglaBook.org

কিন্তু কিছু করার নেই, এই মুহূর্তে মেলিনির কথামতো ভাগ্য নামক স্রোতের উপরই ভেসে থাকতে হবে। আমরা ক্যাফেতে গিয়ে পৌঁছছি খুব সকাল-সকাল। ভীষণ নার্ভাসনেস নিয়ে ক্যাফেতে ঢুকে দেখি মালিক হোসে আর তার এক কর্মচারী ছাড়া কেউ নেই। হোসে ভালো ইংরেজি পারে না। মেলিনি ওর সাথে স্প্যানিশে কথা বলে। আমার প্রাথমিক নার্ভাসনেসটা কেটে গেল। হোসে কফি বিন ব্লেন্ড করছিল। আমাদেরকে সাত-সকালের লক্ষ্মী কাস্টমার ভেবে সম্ভাষণ জানাল। ক্যাফেটাতে আমার বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করছিল না, আমি মেলিনিকে তাড়া দিলাম, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে। মেলিনি অ্যালবার্টের পরিচয় দেওয়ার সাথে সাথে হোসের মুখটা কালো হয়ে গেল। চালু হাত দুটো হঠাৎ ফ্রিজ হয়ে গেল। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ইশারায় মেলিনিকে কিচেনের ভিতরে আসতে বলল, আমাকে কর্নারের টেবিল দেখিয়ে দিল। মিনিট পাঁচেক পর মেলিনি বের হয়ে এল, সাথে সাথে হোসে আমাদের দুজনের পিঠে হাত দিয়ে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বের করার মতো করে ক্যাফে থেকে বের করে দিল। মেলিনি যা বলল তার সারমর্ম হল—ফ্রাঙ্কি ওকে জোর করে ইনফরমার বানিয়ে রেখেছে। সে এই কাজটা মোটেই করতে চায় না। কিন্তু না করে তার কোনো উপায় নেই, নইলে ফ্রাঙ্কি তার ব্যবসা বন্ধ করে দেবে। কাল খুব সকালে ডেল-রিও থেকে একটা মুরগি ডেলিভারি ভ্যান আসবে, সেই ভ্যান ফেরার পথে আমাদের তুলে নিয়ে যাবে ডেল-রিওতে। হোসের ধারনা আমাদের মতো খারাপ লোকদের এই ক্যাফেতে বেশি আনাগোনা যে কোনো সময়ে পুলিশের নজরে পড়ে যেতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি করে আমাদেরকে এখান থেকে সরে যেতে বলেছে। বলেছে রাতটা কোথাও কাটিয়ে ভোর ৬টায় ক্যাফের সামনে এসে দাঁড়াতে, সে থাকবে।

সান অ্যান্টোনিও থেকে ডেল-রিওর দূরত্ব দেড়শো মাইল। সীমান্তসংলগ্ন টেক্সাস রাজ্যের ছোট একটা শহর। আমেরিকার সাথে মেক্সিকোর সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হাজার মাইল। এই দীর্ঘ সীমান্তপথ দিয়েই আমেরিকায় ঢোকে বেশির ভাগ ড্রাগ। সীমান্তের দুই পারেই তৎপর ভয়ংকর অস্ত্রধারীরা। ইউএস বর্ডার পেট্রোল বাহিনীর সাথে মাদক চোরাকারবারিদের সংঘর্ষ আর খুনাখুনি এই সীমান্তে প্রতিদিনের বিষয়। চোরাকারবারিরা আমেরিকায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও মেক্সিকো তাদের স্বর্গরাজ্য। পুরো সীমান্তের দুই পাশে ভাগাভাগি করে রাজত্ব করে ড্রাগ কার্টেল গুলো। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর কার্টেলের নাম লস-

BanglaBook.org

জিতাস। ফ্রাঙ্কি ডেলরিওতে লস জিতাসের হয়ে কাজ করে। অ্যালবার্ট আমাদেরকে ফ্রাঙ্কি সম্পর্কে যেমন ধারণা দিয়েছিল সে আসলে সেই মাপের বস না। ফ্রাঙ্কি দেখতে খুব সাধারণ মানুষের মতো, অনেকটা মেক্সিকান কৃষকদের মতো দেখতে, দেখে গে বলে মনে হল না। ফ্রাঙ্কি চরিত্রটা ঠিক থাকলেও অ্যালবার্টের বর্ণনার সাথে কোনো মিল নেই। ফ্রাঙ্কি তিনটি মুরগির খামার চালায় যার একটিতে আমরা এসে পৌছলাম। দুইজন লোক সাথে নিয়ে ফ্রাঙ্কি দেখা করে গেছে, বলেছে আজ বিশ্রাম নিতে, কাল কাজ নিয়ে কথা বলবে। খামারেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে গেছে।

মুরগির খামারগুলো মাদক পাচারের কাজেই মূলত ব্যবহার হয়। মুরগির পরিবহনের ছত্রছায়ায় মাদক পরিবহনের কাজ করে ফ্রাঙ্কি আর তার লোকেরা। খামার আর তার আশেপাশের পরিবেশটা কেমন যেন ভারি ভারি লাগছে আমার কাছে। একটু দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়িঘর আছে কিন্তু সেসব বাড়িঘরে লোকজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। একধরনের ভূতুড়ে থমথমে নীরবতা চারিদিকে। ড্রাগ কার্টেলদের সাধারণ মানুষ এড়িয়ে চলে, এমনকি পুলিশও যথাযথ প্রিপারেশন না নিয়ে এদের মুখোমুখি হয় না।

মেক্সিকোর কার্টেলগুলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর আর নিষ্ঠুর। এদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দেখা বা শোনার সৌভাগ্য কারো হয় না, কারণ এদের প্রথম সিদ্ধান্তই হয় 'মেরে ফেলা'। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে মেলিনি অসুস্থ বোধ করছিল, আমি ওকে খামারের মোটামুটি থাকার মতো একটা রুমে শুইয়ে রেখে আশপাশটা পর্যবেক্ষণ করতে বের হয়েছি। আমার ভেতরের দোয়েলটা আমাকে বেশ নার্ভাস করে ফেলেছে। আমার এই নার্ভাসনেস আমার জন্য না, আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি না। মানুষ হিসেবে আমি নিজের ব্যাপারে খুবই বেপরোয়া। কিন্তু মেলিনি, মেলিনি আমার ভালোবাসা, আমার নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। আমার কাজ ওকে নিরাপদ আর অ্যাকটিভ রাখা।

এসব ভাবতে ভাবতে আমি অনেক দূরে চলে এসেছিলাম। ঘুমন্ত মেলিনির মায়াভরা মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, ওকে একা রেখে এতদূর চলে আসা ঠিক হয়নি। আমি দ্রুত আবার খামারে চলে আসলাম। না, সবকিছু ঠিক আছে। মেলিনি গভীর ঘুমে ডুবে আছে। আমি ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মনে হল আমি মেলিনিকে আগে কখনো এভাবে দেখিনি। স্থির শান্ত আর কী অদ্ভুত মায়ালাগা সুন্দরী মেলিনি। বামকাত হয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে । মাথার নিচে কিছু নেই। ক্লান্তি বা ঘুম কোনোটাই আমার ভিতরে নেই। শুধু

BanglaBook.org

মেলিনির ঘুমটাকে আরেকটু আরামের করার জন্য আমি ওর পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আমার বাম হাতটা বালিশের মতো করে ওর মাথার নিচে ঢুকিয়ে দিলাম।

আজ বস ফ্রাঙ্কির চেহারাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাথে তিনজন লোক। দেখলেই বোঝা যায় শার্টের নিচে কোমরে গোঁজা আছে অস্ত্র। খামারের একপাশে পরিত্যক্ত একটা শেড আছে, আগে ওখানে মুরগি থাকত। এখন ভাঙাচোরা কয়েকটা চেয়ার আর একটা টেবিল রাখা আছে। ফ্রাঙ্কি ওখানে মিটিং করে। টেবিলের উপরে কয়েকটি লোকাল নিউজপেপার রাখা। হেডলাইন না দেখে শুধু ছবি দেখেই বলে দেওয়া যায় ঘটনা, বীভৎস্য মৃতদেহের ছবি, পিঠমোড়া করে বাধা সে সব মৃতদেহের। ফ্রাঙ্কি শুরুতেই কোনো কথা না বলে আমার আর মেলিনির সামনে এগিয়ে দেয় পেপারগুলো। পড়ে দেখলাম, মেক্সিকোতো চলছে লস-জিতাস আর গাল্ফ কার্টেলের মধ্যে প্রভাব বিস্তার নিয়ে মরণপণ আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার। আমার মাথা দ্রুত চিন্তা করছে এই নিউজের সাথে আমাদের মেক্সিকোতে ঢোকার সম্পর্ক কী। পেপারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ফ্রাঙ্কি, 'তোমরা দুইজনই কি রাশান স্পাই? এই প্রশ্নে মেলিনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, সে বলল, 'আমরা দুইজনের কেউই রাশান স্পাই না, আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, আমরা পিস অ্যাক্টিভিস্ট, ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধ করতে সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ পথে লড়ছি।'

ফ্রাঙ্কি খুব শীতল গলায় বলল, 'এই যে এই তিনজন লোককে দেখছ আমার কাছে এরা দুনিয়ার সেরা ভালো মানুষ, কিন্তু সরকারের খাতায় এরা দাগি। তুমি আমি শুধু ভালো মানুষই না, ফেরেশতা হলেও কারো কিছু যায় আসে না। রাষ্ট্র আর তার নিউজ পেপারই নির্ধারণ করে দেবে তোমার আমার আইডেন্টিটি। সুতরাং রাষ্ট্র বলেছে তুমি স্পাই, তাই তুমি রাশান স্পাই। রাষ্ট্র ওকে বলেছে দাগি, তাই ও দাগি। উই ডোন্ট কেয়ার হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইউ আর, আমেরিকায় থেকে নিজ দেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করা অনেক বড় অপরাধ। অপরাধী হিসেবে তুমি আমাদের চেয়েও বড় অপরাধী।' ফ্রাঙ্কির এই কথা শুনে ওর সহচর তিনজন বেশ মজা পেয়েছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ওরা হাসাহাসি করছে।

'দায়িত্ববান আমেরিকান সিটিজেন হিসেবে আমাদের উচিত রাশান স্পাইকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া।' একথা শুনে সহকারী তিনজনের

BanglaBook.org

হাসির মাত্রা আরও বেড়ে গেল। ফ্রাঙ্কির চেহারা ভাবলেশহীন। খুব শান্ত আর ধীরস্থিরভাবে কথাগুলো বলে ফ্রাঙ্কি ধীরে ধীরে তার জাত চিনিয়ে দিচ্ছে।

'কিন্তু আমরা সেটা করব না, আমাদের কাছে রাষ্ট্রের চেয়েও বন্ধুত্ব বড়।'

এবার সহকারী তিনজন বেশ জোরেই হেসে উঠল। 'আমরা রাষ্ট্রের জন্য জীবন দিই না, আমরা বন্ধুত্বের জন্য জীবন দিই। আমাদের লাইনে এটাই নিয়ম।'

ফ্রাঙ্কির প্রতিটি ডায়লগে ওরা হাসছে, যেন আমি মেলিনি আর ফ্রাঙ্কি মঞ্চে অভিনয় করছি আর ওরা দর্শক। ফ্রাঙ্কি একই সঙ্গে দুটি কাজ করছে। সে তার সহকারীদেরকে মজা দিচ্ছে আর আমাদেরকে দিচ্ছে হুমকি। 'আর আমরা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কেমন সেটা তুমি নিউজ পেপারেই দেখছ।' এবার আর ওরা হাসল না।

মেলিনি বলল—'এসব কথা তুমি আমাদের কেন বলছ ফ্রাঙ্কি?'

ফ্রাঙ্কি এবার তার সহকারীদের দিকে তাকাল, বিশেষ কিছু বলার আগে বক্তা যেমন একটু থেমে দর্শক শ্রোতাদের রি-অ্যাকশন দেখে নেয় ঠিক তেমন করে তাকাল। ওরাও যেন মজার কিছু শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে এই ভঙ্গিতে ফ্রাঙ্কির দিকে তাকিয়ে আছে।

'অপরাধীরা পরস্পরের বন্ধু।'

এবার ওরা বেশ জোরেই হেসে উঠল। 'তাই তোমাদেরকে আমার বন্ধু ভাবছি।'

মেলিনি তির্যক দৃষ্টি হেনে বলল, 'আমরা অপরাধী নই, আমরা শান্তিবাদী মানুষ।'

ফ্রাঙ্কি বলল, কই, রাষ্ট্র বা সরকার কেউই তো সেটা বলছে না।'

আবার হাসি।

'আমরা তোমাদের মতো বোকা আর ইমোশনাল নই। বেআইনি কাজ করলেও আমরা সরকারের সাথে আছি। আমরা সরকারের সমর্থক। আমরা যেমন ব্যবসায়ী, সরকারও ব্যবসায়ী। আমাদের মতো ব্যবসায়ী না হলে তোমরা কোনোদিনও বুঝবে না যে যুদ্ধ কত বড় ব্যবসা।

অস্ত্রের ব্যবসা, ড্রাগের ব্যবসা। সরকার করে সরকারি ব্যবসা আর আমরা করি বেসরকারি ব্যবসা।' ফ্রাঙ্কি ওদের হাসিটা নেওয়ার জন্য একটু থামল।

BanglaBook.org

তারপর আবার শুরু করল—'তোমরা নিউজে দ্যাখো ভিয়েতনাম থেকে মৃত আমেরিকান সৈন্যদের কফিন ফিরছে দেশে। কেউ কি কখনো সেসব কফিন খুলে দেখেছে, কয়টা কফিন মৃতদেহ ভর্তি আর কয়টা কফিন হেরোইন ভর্তি। ভিয়েতনাম থেকে যত সৈন্য দেশে ফিরছে তারা প্রায় সবাই হেরোইনে আসক্ত, ওরা হেরোইন না পেলে মারা যাবে। হেরোইন সাপ্লাই দিয়ে আমরাই বাঁচিয়ে রেখেছি সেইসব ভিয়েতনাম-ফেরত সোলজারদের। সিসিলিয়ান মাফিয়া, কলাম্বিয়ান মাফিয়া, নিকারাগুয়ান মাফিয়া আর পানামান জেনারেলদের সাহায্য নিয়ে সিআইএ কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ছায়া যুদ্ধ করে। বিনিময়ে ওদেরকে ড্রাগ বিজনেস করতে যত সুযোগ-সুবিধা আর প্রটেকশন লাগে সব দেয় সিআইএ মানে আমেরিকা। কিউবার ফিডেলকে হত্যা করার জন্য সিআইএ কাদের সাহায্য নিয়েছিল জান? কিউবান মাফিয়াদের, বিনিময়ে ফ্লোরিডায় তাদের ছিল অবাধ ড্রাগ বিজনেসের সুযোগ।

আমি বুঝে গেছি ফ্রাঙ্কি শুধু মোটাদাগের চোরাকারবারিই না দুনিয়াদারি সম্পর্কে বেশ খোঁজখবর রাখে। কিন্তু এখন আমি অপেক্ষা করছি এর আসল মতলবটা জানার জন্য। তাই প্রায় মরিয়া হয়েই জিজ্ঞেস করলাম—

'তুমি কী চাও ফ্রাঙ্কি?'

'একটা হেল্প চাই, বন্ধু যেমন হেল্প করে তেমন।'

'আমরাই তো তোমাদের হেল্প নিতে এসেছি।'

'সেটা তো করবই, বিনিময়ে আমাদেরকেও একটা হেল্প করতে হবে।'

'আমরা তোমাদের বর্ডার ক্রস করতে হেল্প করব, বিনিময়ে তোমরা আমাদের একটা ডেলিভারি নিয়ে যাবে।'

'মানে! কী বলছ এসব? কী নিতে হবে আমাদের?'

'আরে ভয় নেই, তোমাদের কোনো ড্রাগ নিতে হবে না।'

শেষ পর্যন্ত আমার আশঙ্কাই সত্যি হল। মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল আমার ভেতর থেকে অশুভ সংকেত দেওয়া সেই দোয়েলের ডাক। এখন আমি আর মেলিনি দুজনেই বুঝে গেলাম অ্যালবার্ট আমাদের কোনো ফাঁদে ফেলেছে।

মেক্সিকোতে লস-জিতাস আর গাল্ফ কার্টেলের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের লড়াইটা প্রায় গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছে। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে প্রচুর অস্ত্র আর গোলাবারুদ। মেক্সিকো থেকে আমেরিকায় ঢোকে সব ধরণের মাদক, আর আমেরিকা থেকে মেক্সিকোতে ঢোকে অস্ত্র। আমেরিকা হল দ্যা ল্যান্ড

BanglaBook.org

অব গানস্। আগ্নেয়াস্ত্র আইন শিথিল থাকার কারণে যে-কেউ দোকানে গিয়ে অস্ত্র কিনতে পারে। আমাদেরকে ভয়ংকর ড্রাগ কার্টেল লস জিতাসের জন্য একটা অস্ত্রের চালান ডেলিভারি দিতে হবে।

এখান থেকে ফেরার কোনো উপায় নেই। আমরা এমন ফাঁদে পড়েছি এদের কথা না শুনলে এরা আমাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারে। আর সেটা না করে এরা নিজেরাও আমাদেরকে মেরে ফেলতে পারে। বিশ মিনিট সময় বেঁধে দিয়েছে আমাদের সিদ্ধান্ত জানার জন্য। ওরা এখানেই বসে থাকল আমি আর মেলিনি ওদের কাছ থেকে একশত গজের মতো দূরত্বে গিয়ে শুরু করলাম আলোচনা। 'ওদের প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া আর কোনো অপশন নেই,' আমি বললাম। মেলিনি বলল— 'আবারও সেই কথা বলব, যখন তোমার কোনো অপশন আর হাতে থাকবে না তখন ভাগ্যের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দাও।'

'শোনো মেলিনি, চলো আমরা বিষয়টাকে খুব সহজভাবে দেখি। মনে করো আমরা মেক্সিকোতে বেড়াতে যাচ্ছি। আর আমাদের কোনো বন্ধু তার প্রিয়জনের জন্য আমাদের হাতে একটা উপহার দিয়ে দিয়েছে তাদের দেওয়ার জন্য।'

মেলিনি বলল, 'এভাবে ভাবতে পারলে খুব ভালো হত। কিন্তু চিন্তা করো একবার, যাকে রাশান স্পাই হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে সে যদি সীমান্তে অস্ত্রসহ ধরা পড়ে, তা হলে তার কী পরিণাম হবে? অসহায় মেলিনি প্রশ্ন নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার নিজেকে কখনো এমন অসহায় লাগেনি। মেলিনির চোখ থেকে নিজেকে সরানোর জন্য ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, মেলিনি কাঁপছে, আমাকে এমনভাবে চেপে ধরেছে যেমন সমুদ্রে জাহাজডুবির পর কেউ ভাসমান কাঠ চেপে ধরে। আমি শুধু ওর কানে ফিসফিস করে বললাম, 'তোমাকে ছেড়ে কোনোদিন আমি কোথাও যাব না।'

খামার থেকে বর্ডার প্রায় দুই মাইল দূরে। আমরা এখান থেকে রওনা হব রাত দুইটায়। ফ্রাঙ্কি আমাদেরকে ম্যাপ এঁকে সবকিছু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। বর্ডার পয়েন্টের কাছে ফ্রাঙ্কির লোকেরা দুটো ব্যাকপ্যাক নিয়ে রেডি থাকবে। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক রাত তিনটায় ইউএস বর্ডার পেট্রোলের শিফ্‌ট চেঞ্জ হয়। ওয়াচ টাওয়ার আর অন্যান্য জায়গা থেকে এক শিফ্‌টের সৈন্যরা বদলে নতুন শিফ্‌টে নতুন সৈন্যরা এসে অবস্থান নেয়। এই

BanglaBook.org

পরিবর্তনের সময় সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওদেরকে কাঁটাতারের বেড়ার নিচ দিয়ে একটা নালার মতো জায়গা কাটা আছে যেটা ঘাস আর জঙ্গলে ঢাকা থাকে, সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করেই সোজা পাঁচমিনিট দৌড়ালে পাওয়া যাবে নদী রিও গ্রান্ডে। নদীতে নৌকা নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে লস-জিতাসের লোকেরা। ওদেরকে দেখলে কোড বলতে হবে 'হ্যালো বাফেলো' উত্তরে ওরা বলবে 'হ্যালো বাইসন।' লস জিতাসের লোকেরা ডেলিভারি বুঝে নিয়ে ওদেরকে মেক্সিকান সীমান্ত শহর আকুনাতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

রাত দুটায় ফ্রাঙ্কি তার দলবল নিয়ে হাজির। ওরা ফ্রাঙ্কির কথামতো কাজ করতে রাজি হওয়ার পর থেকে ফ্রাঙ্কির ব্যবহার খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। ফ্রাঙ্কি এসেছে বিদায় দিতে। এই ডেলিভারির উপর ফ্রাঙ্কির মূল্যায়ন করবে ওর বস। এই চালানে দুই ব্যাগে পাঁচটা পাঁচটা করে মোট দশটা এমফোর কারবাইন যাচ্ছে। ফ্রাঙ্কি আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, দয়া করে এই বিষয়টাকে মন খারাপ করে নিও না। এটা দুই বন্ধুর মধ্যে লেনদেন। আর্মি তোমার উপকার করছি, তুমি আমার উপকার করছ, ব্যাস। মনে রেখো এই কারবাইনগুলো অনেক দামি। এম সিক্সটিনের পরের ভার্সন। খোদ আমেরিকান আর্মি এখনও এটার পুরো ব্যবহার শুরু করেনি। ওদের বেস থেকে চুরি হয়ে ব্ল্যাকমার্কেটে চলে গেছে এগুলো। লস-জিতাসের টপ লেভেলের বসরা ব্যবহার করবে এই গানগুলো। তুমি কী বহন করে নিয়ে যাচ্ছ তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই এত কথা বলা।

কথা শেষ করে ফ্রাঙ্কি আমার দিকে এক বান্ডিল মেক্সিকান পেসো বাড়িয়ে দিল। হ্যাঁ, টাকাগুলো দরকার হবে। আমি মেলিনিকে দেখিয়ে বললাম, 'ওর কাছে দাও।'

মেলিনি বান্ডিলটা নিয়ে টাকাগুলো একটু নেড়েচেড়ে পকেটে রেখে দিল। শেষবারের মতো ফ্রাঙ্কি বলল, 'বন্ধু তোমার এই ডেলিভারির উপর নির্ভর করছে আমার ক্যারিয়ার।'

আমি তার চোখে চোখ রেখে বললাম তুমি চিন্তা কোরোনা তোমার জিনিস জায়গামতো পৌঁছে যাবে, আর হ্যাঁ, তুমি অ্যালবার্টকে বলে দিও, সে যেন তার বাকি জীবন আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকে।' ফ্রাঙ্কিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষারত জিপে গিয়ে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে জিপ রওনা দিল।

BanglaBook.org

উঁচু নিচু পাথুরে আর পাহাড়ি রাস্তা একটা জায়গায় এসে শেষ হয়ে গেছে। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। মেলিনি শক্ত করে ধরে আছে আমার হাত। আমাদের গাইড হিসেবে আছে ফ্রাঙ্কির একজন লোক। তার পিছু পিছু ঝার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর দেখা মিলল আরও দুইজন লোকের। লোক দুইজন ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। লোক দুজন দেখতে টিপিক্যাল মেক্সিকান গুন্ডাদের মতো হলেও খুব বিনয় নিয়ে মেলিনি আর আমাকে সম্ভাষণ জানাল। ওদের দুইজনের সামনে বেশ বড়সড় দুটো ব্যাকপ্যাক। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ এটা বহন করা আমার জন্য কোনো সমস্যা নয়, কিন্তু মেলিনির জন্য অনেক হেভি। প্রথমে আমি দুইহাত গলিয়ে ব্যগটা পিঠে তুলে নিলাম। এরপর মেলিনির পিঠে তুলে দিলাম। মেলিনি টাল সামলাতে দুইবার সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে আমি ধরে ফেলেছি। আমরা পাঁচজন এখন দাঁড়িয়ে আছি উঁচু একটা পাথরের আড়ালে। লোক দুটোর দায়িত্ব ছিল ব্যাগ আমাদের হাতে তুলে দেওয়া, ওদের দায়িত্ব শেষ, ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। গাইড আমাদের সামনে সামনে পথ দেখিয়ে আরও দেড়শো ফুটের মতো এগিয়ে একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। ওখান থেকে মাথা তুলেই দেখতে পেলাম সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া। আমরা যেখানে এখন লুকিয়ে আছি সেখান থেকে দশ কদম দূরে একটা খাদের মতো আছে, বৃষ্টি এলে সীমান্তের ওপার থেকে পানি এসে খাদটি ভরে যায়। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে আসতে আসতে সরু ড্রেনের মতো হয়ে গেছে। সেই ড্রেনটাকে রাতের অন্ধকারে কেটে কেটে আর-একটু গভীর করে নিয়েছে। দিনের আলোয় এই ড্রেনটা বোঝার উপায় থাকে না। ময়লা আবর্জনা ঘাস লতাপাতা আর পাথর ঠেলে দেওয়া থাকে। রাতে চোরাচালানের সময় সেসব সরিয়ে কাজশেষে আবার আগের মতো করে রাখে। আমরা আসার আগেই ড্রেনটা আজ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আমরা খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে খাদের মধ্যে এসে নামলাম। গাইড এখান থেকে আমাদের উপর লক্ষ রাখবে। ফ্রাঙ্কি আমাদের সীমান্ত পাড়ি দেওয়াটা কনফার্ম হতে চায়। আমার হাতঘড়িতে এখন পৌনে তিনটা বাজে। আর মাত্র পনেরো মিনিট। বিকট শব্দে আর্মিদের একদল পেট্রোল বাইক আমাদের ঠিক মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। আমরা খাদের ঝোপের ভিতরে টানটান হয়ে শুয়ে রইলাম। বাইকের শব্দ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। এই বাইকগুলো বিপজ্জনক, হঠাৎ যে কোনো সময় এরা এসে পড়তে পারে। এক একটা গ্রুপে দশজন করে হেভি বাইক রাইডার থাকে।

BanglaBook.org

বাইকগুলো চলে যাওয়ার সাথে সাথে ভয়াবহ রকমের নীরবতা নেমে এল চারদিকে। আমার হাতের মুঠোয় মেলিনির হাত। চাঁদহীন অন্ধকার আকাশ। অগনিত তারকা যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে, কী করছে মাটির পৃথিবীতে এইসব মানুষ। অন্ধকার হলেও একটা হালকা আলো আছে, এই আলোটা সেইসব বহুদূরের নক্ষত্রদের আলো। দূরের ওয়াচ টাওয়ারের সার্চলাইট কিছুক্ষণ পর পর কাঁটাতারকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তিনটা বাজতে আর তিন মিনিট। মেলিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে এঁকে দিল এক গভীর মায়াভরা চুম্বন। গাইডের শব্দে আমরা ঘুরে তাকাই, শেষ মুহূর্তে গাইড তার মাজা থেকে একটা নাইন এম এম পিস্তল বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'এটা কেন?' সে বলল 'সমস্যায় পড়লে এটা ব্যবহার করবে, কিন্তু কোনোভাবেই ফিরে আসবে না।' এখন এক সেকেন্ডও ভাবার সময় নেই, আমি খুব দ্রুত পিস্তলটা নিয়ে আমার সাইড পকেটে রেখে মেলিনির হাত ধরে টান দিলাম, খাদ থেকে গড়িয়ে মেলিনিকে ঠেলা দিলাম ড্রেনের মধ্যে, মেলিনির নিরাপত্তার জন্যই আমি ওকে আমার সামনে রাখলাম যাতে এক মুহূর্তের জন্যও সে আমার চোখের আড়াল না হয়।

ঘড়িতে এখন তিনটা।

চিকন ড্রেনের ভেতর দিয়ে আমার সামনে মেলিনি সাপের মতো ক্রলিং করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার পেছন থেকে গাইড অনুচ্চস্বরে বলে উঠল 'গুড বাই রাশান স্পাই'। আমি ঝট করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এমন একটা হাসি, যে-হাসি দিয়ে সে তার ভেতরের নিষ্ঠুরতাটাকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরের দোয়েলটা আবার ডেকে উঠল। ডেলিভারি নেওয়ার পর লস-জিতাসের খুনেটে লোকেরা আমাদের সাথে কী

ব্যবহার করবে, সেটা আগে চিন্তায় আসেনি। মেলিনির কথাটা মনে পড়ল, যখন তোমার সামনে চয়েজ করার মতো কোনো অপশন থাকবে না তখন নিজেকে ভাগ্যের স্রোতে ভাসিয়ে দাও। হ্যাঁ, এখন আমরা তা-ই করছি, যেন ড্রেনের মধ্য দিয়ে সাপের মতো ভেসে যাচ্ছি অনিশ্চিত আর বিপজ্জনক ভবিষ্যতের দিকে। আমার সামনে মেলিনি একটু একটু করে আগাচ্ছে, আর আমি ওর পায়ের বুটটা ধরে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। এতে মেলিনির লাভ না হলেও আমার স্পর্শ ওর সাহসকে তাজা রাখছে। আমি জানি, পিঠের উপরে চারটা এমফোর কারবাইন আর অ্যামুনেশন নিয়ে এমন সরু ড্রেনের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম ভয়ংকর সীমান্ত পাড়ি দেয়ার জন্য মেলিনির প্রয়োজন এই স্পর্শের। আমরা চলে এসেছি কাঁটাতারের নিচে। আমি ফিসফিস করে মেলিনিকে বললাম, যতখানি পার বুকটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে আগাতে থাকো, দ্রুত। আমি থেমে আছি, পেছন থেকে মাথাটা একটু উঁচিয়ে দেখছি সে তারের স্পর্শ বাঁচিয়ে কীভাবে ধীরে ধীরে কাঁটাতার অতিক্রম করে যাচ্ছে। মেলিনি পেরিয়ে গেছে, আমি দেখলাম বেড়া অতিক্রম করেই সে উঠে দাঁড়িয়ে একদৌড়ে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। আমি নিশ্চিত হয়ে আগাতে শুরু করলাম। ঠিক তারের মাঝমাঝি এসে আমি অনুভব করলাম আমি আর আগাতে পারছি না।

না পেছনে না সামনে। আমি যত নড়ার চেষ্টা করছি উপরের তারে বাড়ি খেয়ে ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। আমার কাপড়ের ব্যাগের উপরের অংশে কাঁটা আটকে গেছে। এই কাঁটাগুলোর ধারালো মাথা বড়শির মতো, আটকালে সেটা খোলা মুশকিল। আমি বড়শিতে আটকানো মাছের মতোই ছটফট করছি। অদূরে পাথড়ের আড়াল থেকে মেলিনির আবছা ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে, পারছি না, টেনশন আর অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে। এদিকে দ্রুত সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সৈন্যদের শিফট চেঞ্জ হতে সময় লাগে পাঁচ মিনিট। এখন আমি যেটা করতে পারি, ব্যাগটা ফেলে রেখেই চলে যেতে পারি। সেটা করতেও সময় লাগবে, কারণ ব্যাকপ্যাকটা শরীরের সাথে আমি ভালোমতো বেঁধে নিয়েছিলাম। এখানে অস্ত্রের ব্যাগ ফেলে মেক্সিকোতে ঢোকা আর আত্মহত্যা করা একই ব্যাপার।

সময় শেষ।

এখন আমি নিজেকে যে কোনো ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করে নিলাম। প্যান্টের পকেট থেকে নাইন এম এম পিস্তলটা বের করে হাতে

BanglaBook.org

নিলাম। তখন শুনতে পেলাম বাইকের আওয়াজ। দ্রুত এগিয়ে আসছে বাইক রাইডাররা। আমি ওদের চোখে পড়ার আগেই ওদেরকে থামাতে হবে। 'কিল অ্যাট ফাস্ট সাইট'-এটাই এ অঞ্চলের নিয়ম। এই সীমান্তে কিলিংয়ের কোনো জবাবদিহিতা নেই।

তীব্র হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা বাঁকের ভেতর থেকে ভূতের মতো বের হয়ে এল ইউএস বর্ডার পেট্রোল বাহিনির দুর্ধর্ষ সৈন্যরা। সঙ্গে সঙ্গে আমি গুলি চালিয়ে বসলাম। বাইকের জটলার মধ্যে পুরো ম্যাগজিন শেষ করে ফেল্লাম। হঠাৎ অ্যামবুশে পড়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল সৈন্যরা, একটা বাইক অন্যটার উপরে আছড়ে পড়ল, তীব্র ব্রেক করে থেমে গেল কেউ কেউ, কেউ বাইক নিয়ে উলটে পড়ল, কারো গায়ে গুলি লেগেছে কি না বুঝতে পারলাম না, থেমেই ওরা ওদের অটোম্যাটিক অ্যাসান্ট রাইফেল দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। আমার গুলি চালানো বন্ধ বলে ওরা আমার অবস্থান সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারিনি। আমি শেষবারের মতো চেষ্টা করলাম কাঁটা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে, সেটা করতে গিয়ে তারের শব্দে ওরা আমার অবস্থানটা দেখে ফেলল। আমি আমার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টান দিলাম, আর সৈন্যদের সবকটা বন্দুক একসাথে গর্জে উঠল আমার অবস্থান লক্ষ্য করে। আমি জানি না সেটা আমার শক্তির জোর নাকি ব্যাগের উপরে গুলির আঘাতের কারণে, শেষ পর্যন্ত কাঁটাটা খুলে গেছে। আমার গায়ে ভর করছে কোনো অসুরের শক্তি, আমি তীব্র মরিয়া হয়ে হাছড়েপাছড়ে পেরিয়ে গেলাম কাঁটাতার। যথাসম্ভব মাথা নিচু করে আমি দৌড় দিলাম ওই পাথরটার দিকে যেখানে মেলিনি আশ্রয় নিয়েছে। আমার চারপাশ দিয়ে সাইসাই করে ছুটে যাচ্ছে বুলেট। কয়েকটি আঘাত করেছে আমার পিঠে। সৌভাগ্যক্রমে সেগুলো লেগেছে এম ফোর-এর ধাতব গায়ে। একেই বলে ভাগ্য, তখন ব্যগটা খুলে ফেললে এখন সবগুলো গুলি আমার পিঠে লাগত। মেলিনি অপেক্ষায় ছিল আমার জন্য, আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম মেলিনির গায়ের উপর। কিছুক্ষণের জন্য গুলি থেমে গেছে। আমরা পাথরের আড়ালে এখন আপাতত নিরাপদ। সৈন্যদের গালাগালি, ধুপধাপ দৌড়াদৌড়ি, বেইজের সাথে ওদের রেডিও- কথোপকথন সব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম আমরা। ওরা আমাদেরকে হাফ সার্কেলে ঘেরাও করে নতুন করে পজিশন নিচ্ছে।

মেলিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে। আমি বললাম, 'শান্ত হও মেলিনি, আমি ঠিক আছি। তুমি চিন্তা কোরো না—আমরা কিছুক্ষণের

BanglaBook.org

মধ্যে এখান থেকে বের হয়ে যাব। ফোঁপাতে ফোঁপাতে মেলিনি বলল—'এখান থেকে কীভাবে বের হব? বের হলেই ওরা গুলি করবে।'

'দাঁড়াও আমি দেখছি', বলে মাথা একটু বের করতেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে লাগল পাথরের গায়ে। বুঝলাম সৈন্যদের রাইফেলে নাইট ভিশন টেলিস্কোপ লাগানো আছে। আমি জানি আমাকে এখন কী করতে হবে। কিন্তু সে কথা মেলিনিকে বলা যাবে না। আমি বললাম, এখান থেকে আমরা দুইজন একসাথে বের হতে পারব না। একজন একজন করে বের হতে হবে।' মেলিনি আর্তনাদ করে বলে 'না, আমি তোমাকে ছাড়া এখান থেকে এক পাও নড়ব না।'

মেলিনি আগেই তার ব্যগটা খুলে রেখেছিল—আমি আমারটা খুলে ভেতর থেকে একটা রাইফেল বের করলাম। ম্যাগজিন লাগানোই আছে। সানফ্রান্সিসকো থাকার সময় আমার প্রিয় হবি ছিল শুটিং রেঞ্জে টিকিট কেটে অটোম্যাটিক আর সেমি অটোম্যাটিক গান দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করা। সেই খেলাটা এখন কাজে দিয়েছে। এম ফোরের বিশ রাউন্ডের ম্যাগজিনটা খুলে আবার লাগালাম। সব ঠিক আছে। আমি পাথরের অন্যপাশের আড়াল থেকে সৈন্যদের দিকে ফায়ার করলাম। একবার সিঙ্গেল শট করেই পরের বার ব্রাশ ফায়ার করে পুরো ম্যাগজিন শেষ করে দিলাম। আমার রাইফেলের আওয়াজ ঘাবড়ে দিল সৈন্যদের। ওরা বুঝে গেল আমার কাছে ওদের থেকে উন্নত রাইফেল আছে, হঠাৎ চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমার ফায়ারটা সৈন্যদের সারপ্রাইজ করে দিয়েছে। আমার শক্তি সম্পর্কে ওরা আন্দাজ করতে পারছে। ওরা ধারণা করতে পারে আমি এখানে একাই লড়ছি, কারণ ওরা মেলিনিকে দেখেনি। আমি এবার মেলিনিকে বোঝালাম 'আমি যখন ওদের দিকে গুলি করতে থাকব তখন ওরা গুলি করা বন্ধ রাখবে, এটাকে বলে কাভারিং ফায়ার—তুমি তখন ঐ উঁচু টিলাটার ওপারে চলে যাবে, যত দ্রুত সম্ভব, পথে কারো সাথে সাক্ষাৎ করবে না, লস-জিতাসের লোকজন ডেলিভারি না পেলে আমাদেরকে মেরে ফেলবে। তুমি যেভাবে পার লুকিয়ে লুকিয়ে আকুনায় পৌঁছে যাবে। কাল দুপুরে আকুনার সিটি সেন্টারের ডিলগো ক্যাফেতে আমরা মিট করব।' মেলিনি তার আবেগকে কন্ট্রোল করে ফেলেছে। ও বুঝে গেছে আমার প্ল্যানিংটা। পথে কারো সাথে কথা বলবে না, যতটা সম্ভব নিজেকে লোকচক্ষুর আড়াল করে রাখবে। বুঝতে পেরেছ সব?' মেলিনি বলল 'হ্যাঁ' সে ক্লিয়ার সব বুঝতে পেরেছে। মরিয়া হয়ে মেলিনি বলল 'জ্যামি' প্রমিস করো কাল তুমি মিট করছ? 'আমি একহাতে

কারবাইন আর অন্যহাত দিয়ে মেলিনির হাত চেপে ধরে বললাম 'প্রমিস'। এখন আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট করো না, আমি ফায়ার শুরু করার সাথে সাথে তুমি দৌড় দেবে, ওকে? মেলিনি বলে 'ওকে'। ওদিক থেকে থেমে থেমে গুলি আসছিল। আমি নতুন ম্যাগজিন লাগিয়ে শুরু করলাম ফায়ার, ওপাশ থেকে গুলি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি চাপা স্বরে বললাম 'মেলিনি মুভ'। মেলিনি ছুটল, আমি গুলি ছুড়তে ছুড়তে মেলিনির যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছি, দেখলাম সে কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসছে, আমি একটু রেগে গেলাম। আরও একটা ম্যাগজিন শেষ করলাম। বললাম, কী ব্যাপার ফিরে এলে কেন?

মেলিনির দুই চোখ ভেসে যাচ্ছে অশ্রুতে। সে বলল, 'জ্যামি, আমি পেগনেন্ট।' আমি বললাম—কী বললে?

মেলিনি বলল, 'হ্যাঁ জ্যামি' আমার জঠরে তোমার সন্তান। আমি তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।'

আমি একথা শুনে স্থবির হয়ে গেলাম, ভাষা হারিয়ে ফেললাম।

তখনই শুরু হল মুহুর্মুহু গুলি, গুলির শব্দে যেন কান ফেটে যাচ্ছে। এই শব্দেই আমার চেতনা ফেরে, আমি শুধু বললাম, 'এবার আর পিছু ফিরবে না। আমি ফায়ার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি দৌড় দেবে। 'ওপাশের গুলির দাপট' একটু কমতেই আমি ব্রাশ ফায়ার শুরু করলাম, দেখলাম মেলিনি দৌড়াচ্ছে, দৌড়াতে দৌড়াতে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল। মেলিনিকে নিরাপদে এই এলাকা ছাড়তে সাহায্য করার জন্য আমি পরপর দুটি ম্যাগজিন শেষ করলাম। শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে, আমি পাথরে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম, তখন খেয়াল হল, আমার পা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সম্ভবত গুলি আমার উরু ভেদ করে চলে গেছে, এতক্ষণ টের পাইনি।

সৈন্যরা আমাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। আমি তাদের মুভমেন্ট টের পাচ্ছি। কিছুক্ষণ থেমে থেমে গুলি চালাচ্ছে ওরা, বড় কোনো পরিকল্পনা করছে। প্রায় একঘণ্টা পর আমার মনে হল নিশ্চয় মেলিনি এতক্ষণে নিরাপদ কোনো জায়গায় পৌঁছে গেছে। মেলিনি পালাচ্ছে-ওর পেটে আমার সন্তান, মেলিনি আমার সন্তানের মা। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কেমন হবে আমাদের সন্তান, ছেলে না মেয়ে, কার মতো হবে দেখতে? আমি যেন পারিপার্শ্বিকতা ভুলে গেলাম, শরীর থেকে প্রচুর রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে। তবুও আমার বুকের ভেতর কেমন যেন আনন্দ হচ্ছে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যে আমি মারা যাব, তাতে কি আমার একটা অংশ থেকে যাবে এই পৃথিবীতে? সে আমার সন্তান। আমি অপেক্ষা করছি একটা বুলেটের। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটতে যাচ্ছে সেটা। আমি একটা হেলিকপ্টারের শব্দ পাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা আমার মাথার উপর এসে স্থির দাঁড়াল। হেলিকপ্টার থেকে একটা তীব্র সার্চলাইট এসে পড়ল আমার উপর, আমাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

একটা লাউড স্পিকার থেকে বলা হচ্ছে, 'বের হয়ে এসো' আত্মসমর্পণ করো আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, ঘুমে চোখ বুজে আসছে, আমি জোর করে নিজেকে জাগিয়ে রেখেছি। বুলেটটা খাওয়া পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে। তারপর আমি আরামে ঘুমাব। বহু কষ্টে আমি উঠে দাঁড়ালাম। পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এলাম। ওরা বলছে হাত উপরে তুলতে, আমি দুই হাত উপরে ওঠালাম। আর্মিরা আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। গুলি করতে ওরা এত দেরি করছে কেন? আমার ঘুমাতে হবে। প্রচুর ঘুম পাচ্ছে। নাহ, এরা মনে হয় আমাকে আরামে ঘুমাতে দেবে না। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। মাটিতে পড়ে গেলাম।

বাইরে বিকাল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা। লিভিংরুমের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। নীরব নিশ্চুপ মুখোমুখি বসে আছে জামশেদ আর রোদেলা। জামশেদ যেখানে থেমেছে সেখান থেকে নীরবতা শুরু। দুজনের কেউই যেন আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না। রোদেলার গলার মধ্যে কিছু-একটা যেন দলা পাকিয়ে আছে। খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। সরাসরি চোখ তুলে জামশেদের দিকে তাকাতে পারছে না। ওর ভয় হচ্ছে এখন যদি জামশেদ রোদেলার চোখের দিকে সরাসরি তাকায় তা হলে হয়তো মেলিনিকেই দেখতে পাবে। রোদেলা বুঝে গেছে সামনে বসে থাকা এই জামশেদ নামের বয়োবৃদ্ধ মানুষটির খোলশের ভেতর এখনও টগবগ করছে ত্রিশ বছরের জামশেদ। কী অদ্ভুত ভালোবাসার শক্তি এই মানুষটির! রোদেলার বুকের ভিতরে খুব কষ্ট হচ্ছে। জামশেদেরও হচ্ছে। নীরবতা ভেঙে দেওয়ার জন্য জামশেদ পাশে রাখা গিটারটা তুলে নিল। আঙুলে তুলে নিল বিষণ্ন এক প্ল্যাকিং। কর্ডে নোটেশনে সুরে সুরে গিটার দিয়ে বাকি কথাগুলো বলছে। তন্ময় হয়ে শুনছিল রোদেলা। এমন সময় বেজে উঠল ওর ফোনের মেসেজ অ্যালার্ট। সঞ্জুর মেসেজ। মেসেজটা ওপেন

BanglaBook.org

করে দ্যাখে সেখানে লেখা আছে 'তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়।'

জামশেদের তীব্র ভালোবাসার কষ্টটা গিটারের ছড়ি হয়ে এতক্ষণ রোদেলাকে রক্তাক্ত করছিল—এখন সেটা সঞ্জুর মেসেজ হয়ে তাকে কান্নার একটা উপলক্ষ তৈরি করে দিল। রোদেলার দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। দুচোখ বন্ধ করে জামশেদ বাজিয়ে যাচ্ছে অপার্থিব সুর। বাঁধ ভাঙে রোদেলার চেপে রাখা কান্না। ফুঁপিয়ে ওঠে। চোখ খুলে বাজানো থামায় জামশেদ। খুব স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে রোদেলার পাশে। এখন রোদেলা কাঁদবে এটাই যেন স্বাভাবিক। রোদেলা জামশেদের দিকে সঞ্জুর মেসেজটা এগিয়ে দেয়।

ফোনটা হাতে নিয়ে সেটা পড়ে জামশেদ। ধীরস্থিরভাবে জানতে চায়—'কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ছেলেটাকে?'

সঞ্জু মদ খায় তার দুঃখগুলো উদ্‌যাপন করার জন্য। আগে মাসে দুই-একবার খেত, এখন প্রায় প্রতিদিন আসে ইস্কাটনের এই বারটাতে। ওর বন্ধুরা বেশিরভাগই নয়া ব্যবসায়ী। কেউ কেউ হঠাৎ করে প্রচুর টাকা কামিয়ে ফেলেছে। নতুন টাকার একটা গরম আছে, সেই গরম দেখানোর জন্য পেটে মদ পড়া চাই। মাতাল হয়ে অনেক কথা বলে ফেলা যায়। অনেক কাজও করে ফেলা যায়। মানুষ মূলত যতটা না মাতাল হয় তার চেয়ে মাতালের ভান করে বেশি।

সঞ্জুর বন্ধুদের মধ্যে সঞ্জুকে নিয়ে এক ধরনের জেলাসি আছে। এত লো প্রোফাইল নিয়ে কীভাবে রোদেলার মতো একটা ধামাকা মেয়েকে পটিয়ে ফেলল। এদের সবার গাড়ি আছে, কিন্তু সঞ্জু এখনও বাইক চালায়। যদিও মদের আসরটা জমে সঞ্জুকে কেন্দ্র করেই। ইদানীং সঞ্জুর বিচ্ছেদবেদনাটা মদের মজমা দারুণ জমিয়ে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

তিন নম্বর পেগ থেকে সঞ্জু স্পিকার হয়ে ওঠে। ঘুরেফিরে তার বক্তব্যের মূল বিষয় 'ভালোবাসা বলে কিছু নেই টাকাই সব'। রোদেলার মতো মেয়ে যদি টাকার কাছে কেনা হয়ে যায় তা হলে পৃথিবীর কোন মেয়েকে সে বিশ্বাস করবে! কবিতা শিল্পের গভীরতম জীবনবোধ এসব ভণ্ডামি। এসব অবাস্তব কথা যা সহজে বোঝা যায় না, এসব নিয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে কথা শোনার পর সঞ্জু নিজেকে প্রশ্ন করে, এতক্ষণ কী শুনলাম। আর রোদেলার কাছে এসবই জীবন, জীবনের সৌন্দর্য। অথচ দিনশেষে টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায় এসব ফাঁকা আওয়াজ। পাশ থেকে রতন বলে ওঠে, 'টাকার লোভে যদি যাবি তবে বুড়ার কাছে যাবি ক্যা, টাকাওয়ালা কচি পোলাপাইন নাই?

রতনের এই কথা আগুনে ফুঁ দেওয়ার মতো, দপ করে জ্বলে উঠল কৌশিক। 'কেন' আমাদের টাকা ছিল না, কত টাকা লাগবে রোদেলার শুধু একবার বলেই দেখত!' বান্টি ফোড়ন দিয়ে বলে 'টাকা কি এমনি দিতি নাকি বিনিময় নিতি?' বলেই বান্টি খিকখিক করে হাসে। 'সেই তো একই কথা এখন টাকার বিনিময়ে বুড়োকে যা দিচ্ছে সেটাই আমাকে দিত' বলে কৌশিক সে-হাসিতে যোগ দিয়ে বলে 'ওকে লেট মি গেস, রোদেলার রেট কত হতে পারে।'

সঞ্জু তার সাত নম্বর পেগে আছে। নেশাটা চড়ে গেছে, কিন্তু বন্ধুদের এসব কথা তার সব ওলটপালট করে দিচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে মাথায়। কিন্তু কিছু করার নেই, সে নিজেই এসব কথা বলা শুরু করে সবার পাশবিক লোভ উসকে দিয়েছে। অস্বস্তিতে পড়েছে রোমেল, কারণ সে রোদেলাকে বুঝতে পারে, প্রতিরাতে রোদেলা রোমেলকে ফোন করে সঞ্জুর খোঁজখবর নেয়। রোমেল রোদেলাকে প্রতি সন্ধ্যায় সঞ্জুর এই মদ খাওয়াটাকে বেশ ফলাও করে জানায়, যেন সে বলতে চায় দ্যাখো কত খারাপ এই সঞ্জু। রোদেলা রোমেলের মতলবটা বোঝে। রোমেল চেষ্টা করে সঞ্জুর খারাপ দিকগুলো বেশি বেশি বলতে, পাশাপাশি সঞ্জুর মতো এমন একটা লো প্রোফাইল ছেলেকে ভালোবাসার মতো উদারতার প্রশংসা করে।

ইতিমধ্যে সে একদিন রোদেলার মন ভালো করার জন্য লং ড্রাইভে নিয়ে যেতে চেয়েছে। রোদেলা সেদিন রোমেলের ভেতরের র‍্যাটল স্নেকের লেজ নাড়ার শব্দটা শুনতে পেয়েছিল।

এখন কৌশিকের প্রশ্ন ধরে রোমেল বলে, 'শোন, রেটে পাওয়ার মতো রোদেলা এত চিপ জিনিস না। ওকে পেতে হলে পুরো রাজ্য লিখে দিতে হবে। তোরা পারবি? বুড়া পেরেছে কারণ বুড়া যা দিচ্ছে পুরাটা উজাড় করে

BanglaBook.org

দিচ্ছে। বান্টি বলে, 'মন খারাপ করিস না সঞ্জু, তোর তো কোনো লস নাই, তোর এঁটো জিনিসে কোনো বুড়ো যদি দুদণ্ড শান্তি পায় তবে ছেড়ে দে না মামা।' এপর্যন্ত এসে সঞ্জু আর নিজেকে সামলাতে পারল না, সামনে রাখা জনি ওয়াকারের বোতলটা তুলে নিয়ে সাই করে বসিয়ে দিল বান্টির মাথায়। বোম ফাটার মতো শব্দে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল বোতলটা। মাথা চেপে ধরে বান্টি চেয়ারসহ উলটে পড়ল মেঝেতে। হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেল বারের সাউন্ড সিস্টেম। শায়িত বান্টির গায়ে লাথি মারতে মারতে চিৎকার করে সঞ্জু বলে 'আই স্টিল লাভ রোদেলা।'

সঞ্জুর নেশা ছুটে গেছে। আশেপাশের সবাই এখন ওকে ভয় পাচ্ছে। পকেট থেকে ওর ফোনটা বের করে রোদেলাকে মেসেজ লেখে 'তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়।'

গভীর রাত। বাইরে ভীষণ ঝড়ো বাতাস। উপকূলে দেয়া হয়েছে সতর্ক সংকেত। ঢাকায়ও সেই ঝড়ের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। ভেতরে-বাহিরে ঝড়, রোদেলার এই মুহূর্তটাও তা-ই। মানুষ যখন তার অনুভূতিটাকে শেয়ার করার জন্য আর একটা মানুষ পায় না মূলত তখনই সে একা। সঞ্জু আগে কোনোদিন এভাবে সম্পর্ক ভেঙে দিতে চায়নি। সঞ্জু কি সত্যি পারবে এ সম্পর্ক ভেঙে দিতে! রোদেলা আর কী করতে পারে, সে সঞ্জুর কথামতো চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারে। তাতে কী প্রতিষ্ঠিত হবে? জামশেদের প্রতি সঞ্জুর সেই ভুল ধারণাটাই প্রতিষ্ঠিত হবে। সেটাও রোদেলার পক্ষে সম্ভব নয়। সঞ্জুর সাথে রোদেলা জামশেদকে নিয়ে বাজি ধরেছিল, সেই বাজি তার অনেক আগে জেতা হয়ে গেছে। রোদেলার কাছে এখন জামশেদ হল মাটির পৃথিবীতে পায়ে হাঁটা সেই সুপারম্যান যার একমাত্র শক্তির নাম ভালোবাসা। জামশেদ বলে গেছে তার ভালোবাসার গল্প, অথচ নিজের অজান্তেই রোদেলা

BanglaBook.org

হয়ে গেছে সেই গল্পের মেলিনি। এই হয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাখ্যা নেই, বাস্তবতা আছে। রোদেলা সঞ্জুকে ভালোবাসে, পাশাপাশি তার অস্তিত্ব জুড়ে দখল করে আছে এক না-দেখা মেলিনি। এ এক এমন ঘোর, এই ঘোর থেকে রোদেলা বের হতে পারে না অথবা সে নিজেই চায় না বের হতে। মানবচরিত্রের এ এক অদ্ভুত রহস্য! রোদেলার ভিতরে তৈরি হয়ে গেছে দুটি সত্তা, একটি রোদেলা অন্যটি মেলিনি।

রাত এখন আড়াইটা। কোনোকিছু চিন্তা না করেই রোদেলা জামশেদকে ফোন করে। চারবার রিং বাজার পর জামশেদ ফোনটা ধরে। রোদেলা যেন হঠাৎ ভাষা হারিয়ে ফ্যালে। আগে কখনো সে জামশেদকে ফোন দেয়নি। কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না, তাই নীরব থাকে। জামশেদ বলে, 'অনেক কষ্ট, তাই না?'

'আপনি কী করে সব বুঝে যান স্যার?'

'প্রকৃত ভালোবাসা মানুষের আত্মাকে এক করে ফ্যালে, যেমন পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর রক্ত এক। আত্মারা এক হয়ে গেলে দেহের যে-প্রান্তেই ব্যথা লাগুক অন্য প্রান্তে ঠিকই তার খবর পৌঁছে যায়। ভিতরে প্রকৃত ভালোবাসা থাকলে আরব মরুভূমির কোনো ব্যথাতুর বেদুইনের ব্যথাতেও তোমার হৃদয় কাঁদবে। আজ আমার সেই রাত, মনে হচ্ছে পৃথিবীর কোথাও কেউ কষ্ট পাচ্ছে। কী জানি হয়তো আমারও তাই ঘুম আসছিল না।

'এই অসময়ে আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম না তো স্যার?'

'আমি তোমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম।'

'আপনার সাথে আগে কোনোদিন আমার ফোনে কথা হয়নি, কিন্তু আজই কেন অপেক্ষায় ছিলেন?'

'এমন ভিতরে বাহিরে ঝড়ের মুখোমুখি তুমি কি আগে কখনো হয়েছ?'

'স্যার আপনি কীভাবে সব বুঝে যান?'

'বুঝতে পারি, বিকজ ইউ হ্যাভ ফেইথ অন মি।'

'আমার কী হবে স্যার?'

'ইনশাআল্লাহ, তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

একথা শুনে রোদেলার অন্তরটা খুশিতে ভরে ওঠে। নিঃশব্দ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর মুখ। অপরপ্রান্ত থেকে জামশেদ বলে, 'আমি তোমার হাসিটা দেখতে পাচ্ছি রোদেলা, তোমার হাসিটা তোমার নামের মতোই সুন্দর।'

BanglaBook.org

সদর দরজার লোহার গেটটা সম্পূর্ণ খোলা। এমনটা আগে কখননো হয়নি। রোদেলার গাড়িটা আসলে হর্ন দিলে তখন টুটুল এসে দরজাটা খুলে দিত। আজ রোদেলা একটু অবাক হয়েছে। সদর দরজাটা অসহায়ভাবে খোলা। গাড়িটা ঢোকার পর রোদেলার ড্রাইভার পরে গেটটা বন্ধ করে দিয়েছে। বাড়ির ভিতরে ঢোকার পর খুঁজে খুঁজে টুটুলকে পাওয়া গেল কিচেনে। স্থবির হয়ে একদিকে তাকিয়ে বসে আছে। টুটুলের সামনে রান্নার তরিতরকারি। রোদেলা টুটুলকে ডাক দেয়। টুটুল যেন গভীর ঘুমের ভেতর থেকে জেগে ওঠে। রোদেলা জানতে চায়, কী হয়েছে টুটুল ভাই?' টুটুল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তরকারি কাটায় মন দেয়।

রোদেলা জিজ্ঞেস করে, 'গেটটা এভাবে খোলা ছিল কেন?' টুটুল শুধু এটুকু বলে 'ও' খোলা ছিল নাকি?' এর বেশি আর কোনো কথা বলে না। রোদেলা ভেবে পায় না হঠাৎ করে টুটুলের কী হল। কেন এমন আত্মভোলা উদাসীন হয়ে গেল। টুটুলকে সারাদিনে আরও দুইবার জিজ্ঞেস করেছে রোদেলা, টুটুল কোনো উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলেছে।

পরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলেও মনমরা ভাবটা কাটেনি, রোদেলাও বিষয়টিকে আর মাথায় রাখেনি। কিন্তু বিষয়টা রহস্যই থেকে গেল। বিকেলের দিকে জামশেদ তার রুম থেকে বের হয়ে এসে রোদেলাকে বলল—

'চলো আজ তোমাকে একটা মজার জায়গায় নিয়ে যাব।'

'কোথায় স্যার?'

'আমি যেখানে চাকরি করি সেখানে।'

'অবাক হয়ে রোদেলা জিজ্ঞেস করে, স্যার কি বলেন, আপনি কেন চাকরি করবেন? কোথায় করবেন?'

BanglaBook.org

'চলো, গেলেই দেখতে পাবে।'

রোদেলাদের গাড়িটা এসে থামে ঢাকার অভিজাত এলাকার একটা বিখ্যাত ক্যাফের সামনে। এটা একটা নামকরা মিউজিক ক্যাফে। রোদেলা আগে কখনো আসেনি, এটার নাম শুনেছে অনেক।

'কিন্তু স্যার এখানে কেন?' রহস্যটা আরো বাড়ল যখন ড্রাইভার গাড়ির হ্যাচব্যাক থেকে জামশেদের গিটারটা বের করে ওর হাতে দিল। এটা দেখে রোদেলা মজা করে বলল—

'নিশ্চয়ই আপনি বলবেন না এই ক্যাফেটাই আপনার অফিস।'

'হ্যাঁ এটাই আমার অফিস, এখানে আমি পার্টটাইম গিটার বাজাই, মাস শেষে টাকা আর রাতের ডিনার ফ্রি। ইতি মধ্যে কিছু ভক্ত তৈরি হয়ে গেছে।'

'আপনাকে দেখলে কি কেউ বিশ্বাস করবে যে কিছু টাকা আর ফ্রি ডিনারের জন্য আপনি গিটার বাজান। আর আপনি যা বাজান, আমি নিশ্চিত কিছুদিনের মধ্যেই আপনি এদেশের সেরা রকস্টার হয়ে যাবেন।'

কথা বলতে বলতে ওরা রেস্টুরেন্টে ঢোকে। রেস্টুরেন্টের সবাই জামশেদকে অত্যন্ত সম্মান আর সমীহ করে। কারণ তার জন্য দিন দিন কিছু কিছু করে পার্মানেন্ট কাস্টমার বাড়ছে, যারা মূলত এখানে খেতে আসে জামশেদের গিটার শোনার জন্য। রোদেলাকে একটা কর্নার টেবিলে বসিয়ে রেখে জামশেদ উঠে গেল স্টেজে। এর পরের ঘণ্টাখানিক ক্যাফের শক্তিশালী সাউন্ড সিস্টেম থেকে যা বের হল তা একদল মানুষকে প্রায় সম্মোহিত করে দিল। রোদেলার মনে পড়ল জামশেদ এই গিটারটা নিয়ে কী যেন একটা কথা বলেছিল। আজ সেটা জানতে হবে। স্টেজ থেকে নেমে আসার পরপরই কয়েকজন এসে তার প্লেইংয়ের প্রশংসা করে গেল। রোদেলার অনেক ভালো লাগল তাদের প্রশংসা।

সবাই চলে গেলে রোদেলা জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আপনার গিটার প্লেইংয়ের মধ্যে কি যেন একটা ব্যাপার আছে!' আমি অনেক বিশ্ববিখ্যাত গিটারিস্টের প্লেয়িং শুনেছি তাই পার্থক্যটা ধরতে পারছি।'

কফিতে চুমুক দিতে দিতে জামশেদ বলে 'কোনো গ্রামার নিয়মকানুন না মেনেই বাজাই, সম্ভবত এই কারণেও হতে পারে।'

'সাত সুরের মধ্যে যতই অনিয়ম করেন ঘুরে ফিরে কিন্তু সেটাই নিয়ম।'

'ইউ আর স্মার্ট।'

'মাই প্লেজার স্যার।'

BanglaBook.org

'আর একটা বিষয় হতে পারে, আমি কিন্তু আঙুল দিয়ে গিটার বাজাই না।'

'কেন স্যার, একটু আগেই তো দেখলাম আপনি দুই হাতের আঙুল দিয়েই গিটার বাজালেন।'

'তোমরা যেটাকে আঙুল বল— ওটার নাম আসলে হৃদয়।'

ওয়েটার এসে খাবার দিয়ে গেল।

'জামশেদ রোদেলার প্লেটে খাবার তুলে দিল, এরপর নিজের প্লেটে নিল।

'আপনি একদিন বলেছিলেন এই গিটারটার মধ্যে কী যেন একটা ভয়ের ব্যাপার আছে।

'সেটা তো থাকবেই, তুমি যদি জান যে এটা একটা সিরিয়াস কিলারের গিটার। এই গিটারের যে মালিক ছিল সে পাঁচটা মানুষকে খুন করেছিল।

'মেক্সিকো সীমান্তে ধরা পরার পর জেলে থাকার সময়ের কথা বলছেন, স্যার?

'হ্যাঁ, মেক্সিকো বর্ডারে গুলি খাওয়ার পরে আমার শরীর থেকে এত রক্ত বেরিয়েছিল যে আমার বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল, কিন্তু ইউএস আর্মি মরিয়া ছিল আমাকে বাঁচানোর জন্য। আমার সঙ্গে ধরা পড়েছে দুই ব্যাগে মোট দশটি এমফোর কারবাইন, যেগুলো ইউএস আর্মির বেস থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল। এই চুরির সিন্ডিকেটটা ধরতে হলে আমাকে যে কোনো মূল্যে বাঁচাতে হবে। আমি তিন মাস কোমায় ছিলাম। আর পুরো সুস্থ হতে লেগেছিল আরও আট মাস। তারপর শুরু হল জেরা। আমি সব সত্য কথা বলেছিলাম। তারা আমার কথা বিশ্বাস করেনি। এমনকি আমি একজন রাশান স্পাইকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার অভিযোগেও অভিযুক্ত হলাম। আমার উপর সমস্ত অভিযোগগুলো ছিল গুরুতর, অস্ত্র এবং মাদক চোরাচালান, আমেরিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, আর অ্যাটোম্পট টু মার্ডার, ইউএস বর্ডার পেট্রোল। আমি সব বাদ দিয়ে ফোকাস করেছিলাম মেলিনির উপর, কীভাবে একজন নিরপরাধ শান্তিবাদী আমেরিকান সিটিজেনের বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে তাকে পলাতক আসামি বানানো হয়েছিল। আমাদের সমমনা সাংবাদিকরা আমার ঘটনা নিয়ে সিরিজ স্টোরি করেছে। আমি বারবার আবেদন করছি, মেলিনিকে খুঁজে বের করতে। কারণ লস-জেতাসের মতো ভয়ংকর কার্টেল ওকে কোনোভাবেই বাঁচতে দেবে না। এফবিআই মেক্সিকো গভরনমেন্টকে মেলিনির ব্যাপারে সতর্ক করেছিল।

BanglaBook.org

তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু মেলিনিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কোর্টে অনেক জেরা, পালটা জেরার পর আমি নিজেকে নির্দোষ হওয়ার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারিনি। আমার লক্ষ্য ছিল যে কোনোভাবে মেলিনিকে সেফ করা। আর তার রাশান স্পাই অপবাদ ঘোচানো। ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল প্রশাসনের ভিতরের সুবিধাভোগী অনেকেই। যেহেতু আমি বিনা অনুমতিতে বর্ডার ক্রস করার চেষ্টা করেছি, এমন অস্ত্র চোরাচালানিদের সঙ্গে জড়িত যেটা পাওয়া গেছে আমার কাছে, আর সেটা চুরি হয়েছিল আর্মি বেস থেকে। আর আমি সহযোগিতা করেছি এক বিশ্বাসঘাতক আমেরিকানকে যে কিনা দেশের ভেতরে রাশিয়ান চর হয়ে কাজ করত।

আমার সাত বছরের জেল হয়েছিল। টেক্সাসের হাইসিকিউরিটি প্রিজন সেলে আমাকে রাখা হয়েছিল ভয়ংকর সব দাগি আসামিদের সাথে। এই সাত বছরে আমাকে কেউ দেখতে আসেনি। আমাকে কেউ চিঠি লেখেনি। আমি প্রতিদিন অপেক্ষায় থাকতাম একটা চিঠি অথবা একজন ভিজিটরের। কল্পনায় দেখতাম একটা ফুটফুটে শিশু কোলে নিয়ে এসে মেলিনি আমাকে সারপ্রাইজ দেবে। না আসেনি। কীভাবে আসবে সে নিজেই তো পলাতক। এফবিআই সিআইএ মেক্সিকান ইন্টেলিজেন্স আর লস-জিতাসের খুনিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সে কোথায় লুকিয়ে থাকবে? আমার একটা সন্তান ছিল ওর জঠরে। সে কি এই পৃথিবীর আলো, বাতাস, পানির স্পর্শ পেয়েছিল? আমি ভাবতে পারি না, আমি বিশ্বাস করেছি, মেলিনি বেঁচে আছে, পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও বেঁচে আছে আমার সন্তান আর তার মা।

আমাকে ভয়ংকর বন্দি হিসেবে ট্রিট করা হত—তাই সাধারণ কয়েদিদের থেকে আলাদা করে নির্জন সেলে রাখা হত। মেলিনির স্মৃতি আর নির্জনতা আমাকে প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু যন্ত্রণা দিত। মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করত। আবার পরক্ষণেই মনে হত সাতটা বছর কেটে গেলে আমি নিজেই খুঁজে বের করব মেলিনিকে। আবার আশায় বুক বাঁধতাম। এমন দুর্বিসহ জীবনের ভিতরে আমার নির্জন সেলে আসে ভিত্তরি ফিলামেন্তে।

ভিত্তরি ইতালিয়ান আমেরিকান—আমার সেলমেট। প্রথম দেখায় তাকে আমার মনে হয়েছিল কোনো স্কুলমাস্টার বুঝি। এখনই আমাকে কোনো

অঙ্কের সূত্র ধরবে। কী অমায়িক ব্যবহার! এমন নম্র ভদ্র মানুষ আমি খুবই কম দেখেছি। অথচ ভিত্তরি ছিল মৃত্যদণ্ড পাওয়া আসামি।

একটা সিরিয়াল কিলার। পাঁচজন মানুষকে নৃসংস পন্থায় হত্যা করেছে। একটা পাবে ভিত্তরি গিটার বাজাতো। অসাধারণ গিটার বাজাতো, সেখানে তার গিটারের মুগ্ধ শ্রোতার সাথে খাতির জমিয়ে বাসায় নিয়ে আসত। মদের সাথে ঘুমের বড়ি মিশিয়ে খাইয়ে তাকে অচেতন করত। তারপর সেই হতভাগ্য লোকটির যখন ঘুম ভাঙত সে দেখত চেয়ারের সাথে তার হাত-পা বাঁধা, মুখ বাঁধা। সামনে সাজানো কসাইয়ের সমস্ত ছুরি চাপাতি হুক হাতুড়ি করাত। তার আগে, বাঁধা লোকটির কাছ থেকে জেনে নিত তার পছন্দের গানের তালিকা। তারপর গিটারে সেই গানগুলো একটি একটি করে বাজাত আর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর থেকে একটি একটি করে অঙ্গ কেটে ফেলত। লোকটি যে-কয়টি গানের কথা বলত সে তাকে সে-কয় টুকরা করে হত্যা করত। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন সে এমন করত। সে বলেছিল মৃত্যুর ভয়ে ভীত মানুষের উপর মিউজিকের কার্যকারীতা সে দেখতে চেয়েছিল। দেখতে চেয়েছিল তার গিটারের সুর মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণা কমাতে পারে কি না।

তাকে ডেথ রো-তে নেয়ার আগে প্রায় এক বছর সে আর আমি একই সেলে ছিলাম। গভীর রাতে হঠাৎ করে ঘুম ভাঙলে দেখতাম ভিত্তরি আমার দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে গিটার বাজাচ্ছে। ভিত্তরির এই ভয়ংকর চেহারাটা দেখা একমাত্র জীবিত মানুষ ছিলাম আমি। আমার আগে দেখেছিল আর পাঁচজন, যাদেরকে সে হত্যা করেছিল। তারপর থেকে ওর গিটারটার দিকে তাকালে আমার কেমন যেন লাগত। এমন নম্র ভদ্র মানুষ, অথচ আমি এক ধরনের ভীতি নিয়ে ভিত্তরিকে পর্যবেক্ষণ করতাম। দেখতাম ওর বাজানোর টেকনিক। টেক্সাসে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদেরকে শেষ মুহূর্তে নিয়ে রাখা হত ওয়েস্ট লিভিং স্টোনের পলুনস্কাই ইউনিট প্রিজনে। তাই আমার সেল থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে ওর সেই গিটারটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—এটা নাকি শয়তান লুসিফার নিজে ওর হাতে তুলে দিয়েছে। আমি যেন গিটারটা যত্ন করে রাখি। মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের শেষ ইচ্ছের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি গিটারটা রেখে দিয়েছিলাম। এটাই সেই গিটার। এটা ছাড়া অন্য কোনো গিটার আমি কোনোদিন ছুঁয়ে দেখিনি। ছোটবেলায় শেখা কিছু সারেগামার জ্ঞান আর ভিত্তরির বাজানোর টেকনিক এই দুটির

উপরে ভিত্তি করে আমার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলাম গিটারের ভিতরে। এবং অদ্ভুত ব্যাপার, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি জানতে পারলাম আমি গিটার বাজাতে পারি। একদিন রাতে আমার সেলের গরাদের কাছে এসে সেন্ট্রি মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, এত সুন্দর প্লেইং নাকি সে কোনোদিনই শোনেনি। এ গিটারের ভিতরে কি আছে জানি না, আমার তোলা সুরের মধ্যে মেলিনির জন্য হাহাকার ছাড়া আর কিছুই নেই। এই হাহাকারটাই মানুষকে স্পর্শ করে। আমার জেলের সেই যন্ত্রণাকাতর সময়গুলো এরপর আমি সুর দিয়ে ভরে ফেললাম। ধীরে ধীরে কমে এল যন্ত্রণা। গিটারের এই ক্ষমতাটা শুভ না অশুভ এটা নিয়ে আমি আর চিন্তা করি না। এই গিটার আমার কান্না, আমার লুকানো দীর্ঘশ্বাস, আমার না-দেখা সন্তানের মুখ, আমার জেলে কাটানো মুহূর্তগুলোর সান্ত্বনা।

মলিন মুখে রোদেলা জিজ্ঞেস করে, সাত বছর পরে জেল থেকে বের হয়ে কোথায় গেলেন?

'জেল থেকে যখন বের হলাম আমার পকেটে মাত্র একশত ডলার। আমার তখন নির্দিষ্ট কোনো যাওয়ার জায়গা নেই। শুধু একটাই চিন্তা, মেলিনিকে খুঁজে বের করতে হবে, তার জন্য টাকা প্রয়োজন। অনেক টাকা। সারভাইভ করার জন্য এই মুহূর্তে আমার একটা কাজের প্রয়োজন। আমার খুব কাছের শহরটার নাম ডালাস। কাজের জন্য ঘুরছি রাস্তায় রাস্তায়। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বার, গ্রোসারি এসব জায়গায় কায়িক শ্রমের লোক লাগে, আমি সেসব জায়গায় ঢুঁ মারছি। একটা আইরিশ রেস্টুরেন্টের বৃদ্ধ মালিক আমাকে আঙুল দিয়ে রাস্তার উলটো পাশের একটা ক্যাসিনো দেখিয়ে বলল, ঐখানে ভিতরে একটা বার আছে। ওরা লোক খুঁজছে, তুমি ট্রাই করতে পার। বৃদ্ধের উচিয়ে দেখানো সেই আঙুল ছিল আসলে আমার ভাগ্যের দিক-নির্দেশনা। এটা ডালাসের সবচেয়ে বড় ক্যাসিনো। বারটা খুঁজে বের করে একজনকে বললাম 'তোমাদের ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাই।' সে বলল 'আমার কী দরকার', আমি বললাম, 'তা হলে তো তোমাকেই বলতাম!' আমার এ উত্তরকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়ে সে আমাকে সরাসরি ম্যানেজারের খাস-কামরায় নিয়ে গেল। ম্যানেজারের রুমে তখন তিনটি প্রায় নগ্ন মেয়ে। সম্ভবত এরা পোল ড্যান্সার, ম্যানাজারের সাথে বসে খোশগল্প আর পান করছিল। এসব সময় মালিক অথবা খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ ছাড়া সরসরি তার রুমে প্রবেশ নিষেধ। ম্যানেজার ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বোঝার চেষ্টা করছে আমার গুরুত্ব। বিরক্তি নিয়ে

BanglaBook.org

সবাই চুপচাপ তাকিয়ে আছে। আমি সরাসরি ওদের সামনে এস দাঁড়ালাম। ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল—

'কে তুমি? তোমার পরিচয় দাও।'

'আমি জামশেদ।'

'কোথা থেকে এসেছ?'

'জেল থেকে।'

এবার ম্যানেজার নড়েচড়ে বসল। মেয়েগুলোর ভেতরে চাপা কৌতূহল প্রকাশ পেল। এই ক্যাসিনোর মালিকের সাথে কার্টেলের গোপন সম্পর্ক আছে, এটা ম্যানেজার জানে। বসদের সাথে সম্পর্ক না রেখে এসব ব্যবসা চালানো যায় না। হয়তো কোনো মব বস পাঠিয়েছে লোকটিকে। তাই জিজ্ঞেস করল—

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

আমি বললাম—

'রাস্তার উলটোদিকে একটা আইরিশ রেস্টুরেন্ট আছে, তার মালিক বুড়োমতো লোকটা। তোমাদের এখানে নাকি কাজের লোক লাগবে। তাই কাজের জন্য এসেছি। একথা শুনে ম্যানেজারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এমন একটা গুরুত্বহীন চেচড়া দাগি লোক সরাসরি চলে এসেছে তার খাস কামরায়, এটা হজম করতে তার কষ্ট হচ্ছে। সে চিৎকার করে বাউন্সারকে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল দৈত্যের মতো দুই কালো বাউন্সার। ম্যানেজার কোকেনে আসক্ত, তার তোতলামি দেখেই আমি বুঝে গেলাম। রাগে তোতলাত তোতলাতে চিৎকার করে বলল 'ওর পাছায় লাথি মেরে ওকে ক্যাসিনো থেকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়।'

ম্যানেজার মেয়ে তিনটির সামনে তার দাপট দেখানোর সুযোগটা হাতছাড়া করল না। আমাকে ধরার আগেই আমি বাউন্সার দুজনকে বললাম 'খবরদার আমাকে স্পর্শ করবে না, আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।' দুই পাশে দুই বাউন্সার নিয়ে আমি চরম অপমানিত হয়ে ক্যাসিনো থেকে বের হয়ে আসলাম।

ফিরে গেলাম আইরিশ বুড়োটার কাছে। আমার চেহারা আর মনের অবস্থা দেখে বুড়ো কী বুঝলে কে জানে! বলল 'অনেক সময় ঘরের চেনা তালাটাও একবারে খোলে না।'

BanglaBook.org

বুড়োর কথাটা মনে ধরল।

বললাম, এক গ্লাস পানি খাওয়ারে পারবে?

বুড়ো বলল, বসো।

কিছুক্ষণ পর বুড়ো একটা মাফিন, একমগ কফি আর এক গ্লাস পানি এনে আমার টেবিলের সামনে রাখল।

তখনই মনে পড়ল আমি আসলে সারাদিন কিছু খাইনি। মাফিন পুরো গ্লাস পানি খেয়ে ভেবে নিলাম কী করব। বুড়োকে ডেকে একশো ডলারের নোটটা দিলাম নাস্তার বিলের জন্য। বুড়ো বলল 'জব পেলে পরে দিয়ে যেও।' থ্যাঙ্কস দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লোক আমি নই, উপকারের বদলা শুধু উপকারই হতে পারে, অন্যকিছু নয়। আমি উঠে চলে যাচ্ছিলাম, পেছন থেকে বুড়ো বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

বললাম, 'দেখি, তালাটা আর একবার খোলার চেষ্টা করি।'

বুড়ো মুচকি হাসল।

জেলখানা আমার জীবন থেকে ভয় দ্বিধা সংকোচ সব মুছে দিয়েছে। আর মৃত্যু? সময় হলে আমি তাকে খুঁজে নেব। বুড়োর দোকান থেকে বের হয়ে আবার সোজা চলে এলাম ক্যাসিনোতে। এবার এলাম খেলতে জুয়া খেলতে। আমি আগে কোনোদিন জুয়া খেলিনি। এই খেলাটাকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আজ খেলব—পুরো একশো ডলারই খেলব। আমার ভিতরে এক ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে। স্লট মেশিনে কয়েন ফেলে লিভার ধরে টান মারতেই মিরাকল ঘণ্টা শুরু হল। ঝমঝম শব্দে মোহর ঝড়ে পড়ার মতো করে নেমে এল পাঁচগুণ কয়েন। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হঠাৎ করে মাথাটা ঠান্ডা হয়ে গেল। বিষয়টা এখন আর আবেগে নেই, বাস্তবতায় এসে গেছে। আমার ডানে বাঁয়ে যারা খেলছিল তারা নিজেদের খেলা বাদ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েন দিয়ে আবার লিভার টানলাম, আবার মিরাকল। দুই পাশের দুজনের চোখ ছানাবড়া। আবার টানলাম, আবার একই ঘটনা ঘটল। এরপর আবার একইরকম হল। আশপাশের সবাই যারা স্লট মেশিনে এতক্ষণ খেলছিল সবাই এসে আমাকে ঘিরে জটলা করছে। এই স্লট মেশিনের মধ্যে একটা অঙ্ক আছে, আমি মনে হয় সেটা ধরে ফেলেছি। আজকের মতো এটাকে ছেড়ে দিলাম। কাউন্টার থেকে কয়েন ভাঙিয়ে পেলাম সাড়ে সাত হাজার ডলার।

BanglaBook.org

প্রতিটি সম্ভাবনাই আসলে এক-একটি জটিল অঙ্ক। আর তুমি তকদিরে বা ভাগ্যে বিশ্বাস করলে সম্ভাবনা বলে কিছু নেই, সব নির্ধারিত। আমি দুটোতেই বিশ্বাস করি। আমার অঙ্ক কষার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে আমার তকদির। আর আমার তাকদির আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয় সঠিক অঙ্কটি। তকদির আর কর্মের সমন্বয়ে যা ঘটে সেটাই মানুষের প্রাপ্তি। আমি প্রথম দিনেই ধরে ফেলেছিলাম ক্যাসিনোর জুয়াতে আছে এমন এক হিসাব নিকাশ যা ধরা খুবই কঠিন। কিন্তু অসম্ভব নয়। সেই অসম্ভবটা আমার কাছে সহজেই ধরা দিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে পোকার খেলে আমি জিতেছি নব্বই হাজার ডলার। সমস্ত ক্যাসিনোর নজর আমার উপর।

আমি জানতাম আমাকে কোথায় থামতে হবে। স্লট, পোকার, রুলেত, ব্ল্যাকজ্যাক, ব্যাকার্ট, ক্রাপস্ ফ্লাশ, বিট, তিন পাত্তি বা ফ্লাশ যেখানেই হাত দিয়েছি স্রোতের মতো এসেছে ডলার। আমি ডালাসের একটা ফাইভ স্টার হোটেলে থাকি আর জুয়া খেলি। আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দেহরক্ষী আর টাকা বহনের জন্য রেখেছি সাত জনের একটা বাউন্সার টিম। আমি যেদিন ব্ল্যাকজ্যাক খেলে পাঁচ মিলিয়ন ডলার জিতি সেদিন আমার টেবিলে ক্যাসিনোর মালিক নিজে এসে হাজির, তার পেছনে পেছনে সেই ম্যানেজার। দামি মদের বোতল খুলে ম্যানেজার নিজ হাতে আমাকে আর তার মালিককে সার্ভ করছে। 'ম্যানেজার আমার চোখের দিকে তাকাতে পারে না ভয়ে আর লজ্জায়। আমি তাকে শুধু জিজ্ঞেস করি, এই তোমার নাম কী? সে যখন উত্তরে তার নাম বলছিল অ্যালভিন, তখন তার হাত এমনভাবে কাঁপছিল যে মদ ঢালার সময় সে গ্লাসের বাইরে ঢেলে ফ্যালে। ক্যাসিনোর মালিক খুব বিনয় নিয়ে আমাকে বলে, 'তুমি এখন যেভাবে খেলছ আর এক সপ্তাহ এভাবে খেললে আমি দেউলিয়া হয়ে যাব। তোমার মতো এমন জুয়াড়ি একশত বছরে একটা জন্মায়। টিটানিক থমসনের পর শ্রেষ্ঠ জুয়াড়িদের কাতারে তোমার নাম থাকবে ২য় স্থানে।' তার এসব ধূর্ত প্রশংসা আমার ভালো লাগছিল না। জিজ্ঞেস করলাম কী চাও তুমি, পরিষ্কার করে বলো।' মালিকের নাম বিলি ওয়াইল্ড। বিলি বলল, গাছের গোড়া কাটলে ফল খাবে কীভাবে! তাই বলছি থেমে যাও।' আমি ঝট করে কঠিন চোখে তার দিকে তাকালাম। সেটা বুঝতে পেরে বলল, 'চিন্তা করো না' তোমার জন্য একটা ভালো অফার আছে।

বললমি 'কী অফার?' সে বলল 'তোমাকে আমার পার্টনার বানিয়ে নিতে চাই। তুমি আমার ক্যাসিনোর হয়ে খেলবে, বড় বড় স্টেকগুলোতে তুমিই থাকবে ডিলার।'

'তোমার অফারটা বলো?'

'পুরো ক্যাসিনোর প্রফিটের ত্রিশ পারসেন্ট তোমার।'

'ফোর্টি পারসেন্ট হলে পার্টনারশিপের কাগজপত্র বানাতে বলো।' সঙ্গে সঙ্গে বিল রাজি হয়ে গেল, বলল—'ওকে ডিল।'

আমি বললাম, এক্ষুনি তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। এই ম্যানেজার বাদ, ঠিক এই মুহূর্ত থেকে। কাল নতুন ম্যানেজার নিয়োগ দেবে। স্তব্ধ হয়ে কয়েক মিনিট আমার দিকে তাকিয়ে ছিল মালিক বিলি আর ম্যানেজার অ্যালভিন। সেয়ানা বিলি নিজেকে সামলে নিয়ে অ্যালভিনের দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুরের মতো বলে দিল, অ্যালভিন ইউ আর ফায়ারড্। 'সঙ্গে সঙ্গে অ্যালভিন হাঁটু গেড়ে বসল আমার পায়ের কাছে, হাত জোড় করে বলল,' জামশেদ প্লিজ ফরগিভ মি, অ্যান্ড প্লিজ গিভ মি এ চান্স টু সার্ভ ইউ। অ্যালভিন কেন বিলির কাছে অনুরোধ না করে আমার কাছে করছে এটা বিলিকে অবাক করছে। অনেকক্ষণ ধরে কাকুতিমিনতি করছে অ্যালভিন, আমি একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। না, আমি কোনো প্রতিশোধ নিচ্ছি না, অ্যালভিনকে সুযোগ দিচ্ছি নিজেকে সংশোধন করতে। অনুতাপে জ্বলতে দিচ্ছি নিজেকে খাঁটি বানাতে। আমি বললাম 'ওকে বিলি, অ্যালভিনকেই বহাল রাখো। শোনো অ্যালভিন আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, কিন্তু আমাকে আজ কথা দিতে হবে কোনোদিন তুমি কোনো মানুষের সাথে আর খারাপ ব্যবহার করবে না। এমনকি তোমার শত্রুর সাথেও না। তুমি যদি তোমার শত্রুকে গুলি করতে চাও, তবুও তাকে গুলি করার আগে তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কৃতজ্ঞ অ্যালভিন ভেজা স্বরে বলল 'ওকে বস আই প্রমিস।'

টাকা সঞ্চয় আর তার ব্যবস্থাপনায় একটা বিশাল চাপ আছে। আমি যে-ভাবেই হোক সে চাপ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলাম। বিলির অফার সেটা আমাকে করে দিয়েছে। বিলি নিজে সেটা দেখত আর আমি নিশ্চিন্তে খেলে যেতাম। ধীরে ধীরে আমার নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বড় বড় স্টেক খেলতে বিলি আমাকে আটলান্টা আর লাসভেগাসে নিয়ে যেত। বড় বড় জুয়াড়িরা আমার সাথে খেলতে এসে ফকির হয়ে ফিরে যেত। পাঁচ বছরের মাথায় আমরা আরও তিনটা ক্যাসিনোর মালিক হয়ে যাই।

এসবের কিছুই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি মেলিনিকে খুঁজতাম। সারা ইউএস-মেক্সিকো বর্ডারসহ মেক্সিকোর সম্ভাব্য সব জায়গায় আমি

খুঁজেছি। সীমান্ত শহর আকুনার ডিলগো ক্যাফেতে আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছি, মেলিনি আসেনি। ক্যাসিনোব্যবসার সূত্রে লস-জিতাসের বসদের সাথেও বন্ধুত্ব করেছি। ওরা ওদের চ্যানেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, পায়নি। রিও গ্র্যান্ডে নদীর তীর ধরে আমি মাইলের পর মাইল হেঁটে গেছি। এই নদীটা ওর পার হয়ে যাবার কথা ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি রিও গ্র্যান্ডের পানিতে হাত ডুবিয়ে বসে থাকতাম, হয়তো এই জলেই মেলিনি রেখে গেছে তার শেষ স্পর্শ। মেলিনির স্বপ্নের পৃথিবী আরও মূর্ত হয়েছে। এটা মেলিনিদের আমেরিকা, যে-আমেরিকা ন্যায়ের জন্য, মানবতার জন্য নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে জানে। তাদের যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে সাড়া পৃথিবীতে। সায়গনের পতন হয়েছে, মাথা হেঁট করে আমরিকার জীবিত সৈন্যরা চলে এসেছে দেশে। এক ফ্রন্টলাইনে আমেরিকা পরাজিত হলেও অন্য যুদ্ধে হয়েছে বিজয়ী। ভিয়েতনাম যুদ্ধ এক নৈতিক আর মানবিক আমেরিকার জন্ম দিয়েছে। ওরা প্রমাণ করেছে, রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে যতই সামরিক শক্তি থাকুক-না কেন জনতার সাপোর্ট ছাড়া কোনো যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়।

শান্তির সপক্ষে প্রতিটি মিছিলের মধ্যে মিশে আছে মেলিনি। আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্টুডেন্ট ফর ডোমোক্র্যাটিক সোসাইটির প্রতিটি শান্তি সমাবেশে যোগ দিয়েছি। অকাতরে ডোনেট করেছি। মৌন মিছিলের সাথে সাথে হেঁটেছি রাস্তায়। মিছিলের ভিতর দিয়ে উলটো দিক দিয়ে হেঁটেছি, যদি হঠাৎ তার দেখা পেয়ে যাই। আর কোথাও খুঁজে পাইনি মেলিনিকে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকা হারিয়েছে তার আটান্ন হাজার দুইশত বিশজন সোলজার, আর আমি হারিয়েছি মেলিনিকে।

ঢাকায় আসার পর থেকেই জামশেদ সারা রাত জেগে থাকে। ঢাকায় ভোরের আজান জামশেদকে একটা ঘোরের মধ্যে নিয়ে যায়। নীরব নিস্তব্ধ পৃথিবী

BanglaBook.org

জেগে ওঠার এই সময়টা জামশেদকে এক অপার্থিব আনন্দ দেয়। এই সময়টাতেই সে তার ফেলে-আসা শৈশব কৈশোর আর তারুণ্যের সেই ঢাকা শহরটাকে ফিরে পায়। বাকি জীবন সে প্রতিদিনের এই মুহূর্তটাকে আর কোনোভাবেই মিস করতে চায় না। আজ সারা রাত তার অনেক কষ্ট হয়েছে। যে তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে, বেশ কিছুদিন পর আজ রাতে সেটা উঠেছিল। ইনহেলার, নেবুলাইজার, পেইনকিলার কোনোকিছুতেই কোনো কাজ হয়নি। জামশেদ জানে এতে কোনো কাজ হবে না, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এটা থাকবে, তারপর নিজে থেকেই চলে যাবে। যেমন প্রবল ঝড় এসে সব অন্ধকার আর ওলটপালট করে দিয়ে যায়। তার পরই ঝকঝকে আলোকিত দিন চলে আসে সেই ঝোড়ো অন্ধকার ভুলিয়ে দিতে। টুটুলের চাপে পড়েই জামশেদকে ওষুধ নিতে হয়। জামশেদের শ্বাসকষ্টে কষ্ট পায় টুটুল। সারাজীবন মনের মধ্যে যে কষ্ট জামশেদ বহন করেছে সেখানে এই শারীরিক কষ্টটাকে সে গ্রাহ্যই করে না।

জামশেদ জানে, একটা শরীর সারাজীবন যে পরিমাণ সুখ গ্রহণ করে সেই অনুপাতে কম বেশি তাকে কষ্ট গ্রহণ করতেই হবে। আত্মা শরীরের খাঁচার মধ্যে বন্দি বলেই যত কষ্ট। যে-মানুষকে পরিচালনা করে শুধুমাত্র তার শরীরের চাহিদা সে-মানুষের কষ্টের পরিমাণ বেশি। যে মানুষকে পরিচালনা করে তার আত্মা সেই মানুষই কেবল পারে শারীরিক কষ্টকে অগ্রাহ্য করতে। স্বার্থহীন অপার্থিব ভালোবাসা আত্মার শক্তি। স্বার্থের ইহলৌকিক ভালোবাসা আত্মাকে দুর্বল করে দেয়। দুর্বল আত্মা শারীরিক কষ্ট ভোগ করে বেশি। এক মহাজাগতিক দয়া আর ভালোবাসার উপর টিকে আছে এই জগৎ-সংসার। মহাজাগতিক সেই ভালোবাসা আর দয়ার রহস্যটা বুঝতে পারলেই ইহলৌকিক লোভ লালসা স্বার্থপরতা হিংসা পরশ্রীকাতরতা কোনোকিছুই আর সেই মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না। টেক্সাসের নির্জন সেলের ভীতরে সেই মহাজাগতিক ভালোবাসার রহস্যটা ধরা দিয়েছিল জামশেদের কাছে। টাকার লোভে সে জুয়া খেলে না। নির্লোভভাবে সে খেলে বলেই খেলাতে তাকে কেউ হারাতে পারে না। এই জুয়া, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আর কিছুই নয়, মেলিনি আর তার পেটের সন্তানটিকে খুঁজে বের করার উপায় অথবা ছুতা মাত্র।

আজ ফজরের আজানের সময়টা ঘনিয়ে আসতে আসতে শ্বাসকষ্টটা কমতে শুরু করেছে। এখন বেশ ভালো বোধ করছে জামশেদ। বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যে টুটল আর জামশেদ বসে আছে। এই মানুষ দুটির মধ্যে

BanglaBook.org

পারস্পরিক বোঝাপড়া এতটাই তীব্র যে দীর্ঘ সময় কথা না বলেও দুজন দুজনার কখন কী প্রয়োজন সেটা বুঝতে পারে। জামশেদ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের অন্ধকারের দিকে। বিশাল আমগাছটার ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে নক্ষত্রখচিত আকাশ। টুটুল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জামশেদের দিকে। অন্ধকারের মধ্যে খুব গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে টুটুলের দুই গালে চিকচিক করছে দুটি জলের রেখা। খুব স্বাভাবিক আর মৃদুস্বরে টুটুল জিজ্ঞেস করে—

'আর কয়দিন লাগতে পারে?'

টুটুলের মতোই স্বাভাবিক আর মৃদুস্বরে জামশেদ উত্তর দেয়,

'প্রায় শেষের দিকে।'

ঠিক তখনই দূরের মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে—আল্লাহু আকবর।

ইস্কাটনের বারটাতে সঞ্জুদের টেবিলটা এখন দুই ভাগ হয়ে গেছে। এক টেবিলে সঞ্জু এখন একাই বসে, ওর বন্ধুরা আগের মতোই দল বেঁধে বসে অন্য কর্নারে। বোতল দিয়ে বান্টির মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার পর ওর বন্ধুরা সঞ্জুকে বয়কট করেছে। ব্যাপারটা থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়াতে পারত কিন্তু ঘটনার সাথে সাথে সবার নেশা কেটে গেলে আর ইজ্জতের ভয়ে আর কেউ সেদিকে যায়নি। বান্টির মাথায় ছয়টি সেলাই পড়েছে। একটু এদিক ওদিক হলে আরও ভয়াবহ হতে পারত। সেদিন সবার একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল রোদেলাকে নিয়ে, কিন্তু তাই বলে সঞ্জু এতটাই ভায়োলেন্ট হয়ে উঠবে সেটা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। রোদেলার নামে আজেবাজে কথা বলা প্রথম সঞ্জুই শুরু করেছিল। দোষ সঞ্জুরই, বন্ধুরা সবাই সঞ্জুর দোষের ব্যাপারে একমত। তাই ওরা সঞ্জুকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে

BanglaBook.org

সঞ্জুর সাথে ওদের আর কোনো সম্পর্ক নেই। এক সপ্তাহ পর থেকে সবাই যথারীতি বারে আসা শুরু করেছে। বান্টি তার মাথায় পট্টি নিয়েই আসে। এর মধ্যে একদিন সঞ্জু নিজের টেবিল থেকে টলতে টলতে এসে বান্টির হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে চলে গেছে। ফলে বান্টির রাগ অনেকটাই কেটে গেছে। কৌশিকের কাছ থেকে রোদেলা এই ঘটনার সবটাই জেনেছে, কিন্তু একপেশে, যেখানে সব দোষ সঞ্জুর, থানাপুলিশ হয়নি বলে স্বস্তি পেয়েছে রোদেলা। প্রথম প্রথম কিছুদিন ভালোই চলছিল, সঞ্জু ওদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে দেদারসে খরচ করত কিন্তু সব সময় তেমনভাবে খরচ করার মতো আর্থিক সচ্ছলতা সঞ্জুর ছিল না, ফলে টান পড়েছে পকেটে। আগে সঞ্জুর মদ খেতে কোনো পয়সা খরচ করতে হত না। সব ওর নব্য বড়লোক বন্ধুরাই খরচ করত কিন্তু এখন করতে হয় সম্পূর্ণ নিজের পকেট থেকে। সঞ্জুর এখন যেখানে ফুল লোড হতে দশ পেগ লাগে, সেখানে পাঁচ পেগের পর ম্যানিব্যাগ খালি। ওর মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। আড়চোখে সে অদূরের টেবিলে রতন রোমেল আর কৌশিকদের মাতলামো আর উচ্ছ্বাস দেখতে দেখতে দুঃখী হয়ে ওঠে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'সব শালা বেইমান।' যারে দিয়া তোরা এই বার চিনলি আজ তারেই তোরা চিনিস না। বেইমানের দল, চিনবিই একদিন ঠিকই চিনবি।' বলতে বলতে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত দেয় সঞ্জু, খালি প্যাকেটটা ঝাঁকি দিয়ে দ্যাখে প্যাকেটটা খালি। মেজাজটা আরও খারাপ হয়ে যায়। এমন সময় তার টেবিলে এসে বসে জামশেদ। সঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে , 'এই যে তোমার কাছে সিগারেট হবে?'

'আমি সিগারেট খাই না।'

'ওরে বাবা, ভেরি স্বাস্থ্যসচেতন লোক তো তুমি! শালার নেশাটা জমার আগেই পকেট ফতুর। এই, যাওনা-দুটো পেগ নিয়ে আসো না! আজ আমাকে খাওয়াও কাল আমি তোমাকে খাওয়াবো, প্রমিস।'

'আমি যে মদ খাই না।'

'আরে শালা, বলে কী! সিগারেট খাও না, মদ খাও না, তোমার জায়গা তো ভাই উপাসনালয়ে, তুমি পানশালায় এসেছ কেন?'

'তোমার কষ্টটা দূর করার জন্য।'

'ওহ্, সেটাই তো পারছ না, মাল নাই সিগারেট নাই, তা হলে আমার কষ্ট দূর করবে কেমনে?'

BanglaBook.org

এবার হঠাৎ করে সঞ্জুর মনে হল, লোকটা যেন কী বলল, দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ করে বারের অল্প আলোর ভিতর দিয়ে ভালো করে দেখে নিয়ে কৌতুক করে বলল—

'আরে শালা তুমি তো বুড্ডা আদমি।'

'ওহ্ তোমারে তো আর 'তুমি' বলা যাবে না। আফটার অল ইউ আর এ রেসপেক্টেবল বুড্ডা। 'আপনি বুড্ডা' হা হা হা। আর বলবেন না আপনাদের মতো সিনিয়র সিটিজেনদের নিয়ে খুব সমস্যায় আছি, বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনাদের ইয়ে মানে উত্তেজনাটাও বাড়তে থাকে। বুঝেছেন, আমি না একটা বুড়াকে নিয়ে খুব ঝামেলায় আছি। ওই শালা বুড্ডা আমার গার্লফেন্ডটাকে কবজা করে নিয়েছে। দেখুন তো আপনিও একজন বুড্ডা, অথচ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সেইন্ট, আই মিন দারবিশ, যিনি ধর্মশালা থেকে পথ ভুল করে পানশালায় ঢুকে পড়েছেন, হা হা হা। কিন্তু ওই শালা বুড়া একটা ধড়িবাজ বাজিগড়। শালা জুয়াড়ি, বহু টাকাওয়ালা, আবার হিপনোটাইজও করতে পারে, ওই শালা আমার গার্লফ্রেন্ডের ভিতরে বাজির নেশা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আহ্ মানি মানি মানি, আরে ধুত্তরি, যান না দুটো পেগ নিয়ে আসেন প্লিজ।

শালা আমার এত ভালো গার্লফ্রেন্ডকে নষ্ট করে দিল। ওই শালা বুড়ার জন্য আমার সাথে বাজি ধরে। আমি বলি বুড়া লম্পট, সে বলে ভালো। এর উপর বাজি, বঝলেন কিছু? অবশ্য বুড্ডা যদি আপনার মতো দারবিশ হত তা হলে আমি ঠিকই বাজি ধরতাম, কী বলেন, হা হা হা।'

'এতকিছুর পরও তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে ভালোবাস?'

'বাসব না কেন! সি ইজ ওয়ান ইন এ বিলিয়ন, কত বললাম, বিলিয়ন, নট মিলিয়ন, আই রিপিট, ইটস্ বিলিয়ন।'

'মিথ্যে কথা, তুমি ওকে ভালোবাস না—'

'হেই, হেই দারবিশ বাবা, ট্রাস্ট মি, আই লাভ হার সো মাচ।'

'তুমি তাকে বিশ্বাস করো না অথচ বলছ ভালোবাস, বিশ্বাস ছাড়া ভালোবাসা হয় কীভাবে?'

এসব কথা কেউ কোনোদিন সঞ্জুর কাছে জানতে চায়নি। অথচ সঞ্জু এই কথাগুলো বলতে চায়। কারো কাছে মন খুলে সঞ্জু জবাবদিহি করতে চায়। কেন সে রেগে যায়, কেন সে চিৎকার করে, মারামারি করে, বলতে পারলেই সে শুধরে যেত। কিন্তু না বলতে পারার গ্লানি জমতে জমতে প্রকাশের সব

BanglaBook.org

পথই বন্ধ হয়ে গেছে। এই লোকটি আগ্রহভরে জানতে চেয়েছে সঞ্জুর কাছে। লোকটিকে হঠাৎ ভীষণ আপন মনে হচ্ছে, তার নেশার ঘোরটাও কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

'আপনি দারবিশ মানুষ, আপনার কাছে বলতে আমার কোনো লজ্জা নেই। আমি তাকে অবিশ্বাস করিনি। তাকে অবিশ্বাস করা যায় না। সে এমন সব কথা বলে যা আমি বুঝি না। কাব্য ফিলোসফি আর কী কী সব জীবনবোধের কথা বলে সব সময়, আমি বুঝি না। আমার মাথায় ওসব ঢোকে না। আমি আসলে কোনোদিনও ওর যোগ্য ছিলাম না। তাও যে কেন সে আমার মতো এমন অগভীর আর ভোঁতা একজন মানুষকে ভালোবেসেছে এ হিসাব আজও মেলাতে পারি না। ও ভীষণ কবিতা পছন্দ করে, কবিতার ভিতরে জীবনকে খোঁজে। শুনেছি ওই বুড়াটাও ঐরকম। ওর কাছ থেকে ওই বুড়ার গল্প শুনতে শুনতে মনে হয় আমি যদি ওই বুড়ার মতো হতে পারতাম। বিশ্বাস করেন, আমি রোদেলাকে অবিশ্বাস করিনি। আমি ওই বুড়োটাকে ঈর্ষা করেছি। মনে হয়েছে ওই বুড়ার মধ্যেই রয়েছে রোদেলার স্বপ্নের মানুষটা,। যেটা আমার মধ্যে নেই। আই এ্যাম জেলাস, জাস্ট জেলাস।'

বলতে বলতে সঞ্জুর চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু। স্তম্ভিত হয়ে যায় জামশেদ। তার বুকটা ভারী হয়ে আসে। সঞ্জুর কান্না তাকেও আর্দ্র করে ফেলেছে। পরম মমতায় সঞ্জুর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। হাত রাখে ওর কাঁধে। এই মমতার স্পর্শ সঞ্জুকে আরও কাতর করে ফেলে, ওকে কান্নার জন্য কিছু সময় দিয়ে বলে—

'তুমি কি মনে কর তোমার মতো অগভীর আর ভোঁতা একজন মানুষকে রোদেলা এমনি এমনি ভালোবাসে? সবকিছুর উপরে ভালোবাসার শক্তি। কাব্য ফিলোসফি জীবনবোধ আর যা-ই বল না কেন, ভালোবাসার শক্তির কাছে এসব কিছুই না। ভালোবাসার প্রতিযোগিতায় তুমি তোমার সেই শক্তি দিয়ে রোদেলাকে জিতে নিয়েছ, তাই রোদেলা কোনো কবি, শিল্পী বা কোনো গায়কের প্রেমে পড়েনি। কারণ তাকে ভালোবেসে জয় করার মতো শক্তি তাদের ছিল না, যা তোমার আছে। তোমার প্রতি রোদেলার ভালোবাসা কোনো করুণা নয়, ওটা তোমার অর্জন। ওটা তোমার শক্তি যা এই পৃথিবীতে আর কারো নেই। সেই বৃদ্ধ মানুষটিরও নেই। অমন ক্ষমতাহীন মানুষটাকে কেন ঈর্ষা করছ!'

BanglaBook.org

সঞ্জুর দুচোখে পানি অথচ চোখ দুটো চকচক করছে নতুন কিছু পাওয়ার আনন্দে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জামশেদের দিকে। 'বস, এ আপনি কী শোনালেন? আপনি তো আমার চোখটা খুলে দিলেন। ও মাই গড! ও মাই গড! আই বিলিভ ইয়োর এভরি ওয়ার্ডস। হ্যাঁ এটাই সত্যি, এটাই সত্যি। থ্যাঙ্ক ইউ মাই সেইন্ট, থ্যাঙ্ক ইউ।'

অনেক মমতা নিয়ে জামশেদ বলে, 'একটা কথা মনে রেখো, সত্যকে বাঁচার জন্য কোনো আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না, সত্য নিজ শক্তিতেই বাঁচে। মিথ্যের নিজের কোনো শক্তি নেই, নিজেকে বাঁচার জন্য তার আশ্রয় লাগে। ক্রোধ, চিৎকার, গালাগালি, অভিমান, হিংসা. কূটকৌশল, অহংকার এসবের মধ্য দিয়ে মিথ্যে শক্তি পায়, এসবের মধ্যে দিয়ে মিথ্যে প্রকাশ পায়, এমনকি মিথ্যের আশ্রয় নেওয়ার জন্য মানুষ ড্রাগস নেয়। এই যে তুমি মদ পান করছ এটাও আর কিছু নয়, তোমার ভেতরের সত্যগুলো লুকিয়ে রাখার জন্যই তুমি মদ পান করছ। এই মাতাল তুমিটা মিথ্যে তুমি।'

উত্তেজিত সঞ্জু উঠে দাঁড়ায়, আবেগে জামশেদের কপালে একটা চুমু দিয়ে বলে, 'আল্লার কসম, এই জীবনে আর মদ ছোঁব না।'

পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে টিপতে টিপতে দৌড়ে বের হয়ে যায়। একটা চাপা আনন্দে জামশেদের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে জল।

সঞ্জুর কী হয়েছে কে জানে, সঞ্জু বার থেকে বের হয়ে ইস্কাটন থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে বাংলামোটরের দিকে যেতে থাকে। কানের সাথে লাগানো ফোন, রিং হচ্ছে। সঞ্জুর কলের দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে রোদেলা, খুশিতে চিকচিক করে ওঠে ওর চোখ, রোদেলা জানত সঞ্জু তাকে কল করবেই, তবে এবার সে অনেক বেশি সময় নিয়ে নিয়েছে। কল রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত ঢাকার চিরচেনা কিচিরমিচির শব্দ ভেদ করে সঞ্জুর কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'আই এম সরি রোদেলা, আই এম সরি, প্লিজ ফরগিভ মি, প্লিজ', দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়ে সঞ্জু, আর একটা অবুঝ শিশুর মতো বারবার একই কথা বলতে থাকে। ওপাশ থেকে রোদেলা বলতে থাকে 'ইটস ওকে বেবি, ওকে, আই লাভ ইউ সঞ্জু।'

সঞ্জুর অবস্থা দেখে পাশের কয়েকটা রিকশাওয়ালা হাসছিল। ফোনটা রেখে সঞ্জু অভ্যাসবশত চোখ গরম করে ওদের দিকে তাকায়, আবার পরক্ষণেই হেসে দেয়। সঞ্জু মনে হয় বদলাচ্ছে।

BanglaBook.org

রোদেলার ভেতর থেকে যেন একটা ভার নেমে গেছে। এখানে চাকরি নেওয়ার পর থেকে সে যে-গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছিল সেটা যেন এখন ঘাম দিয়ে জ্বর সারার মতো স্বস্তি এনে দিয়েছে তাকে। হঠাৎ করে সব কেমন যেন পালটে গেল। স্যার বলেছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যি সত্যি সব ঠিক হয়ে গেছে, সঞ্জু অদ্ভুতরকম ভাবে বদলে গেছে, যেন একটা শুয়াপোকা প্রজাপতি হয়ে উঠেছে। সঞ্জু বলেছে সে তার স্যারের কাছে আসবে ক্ষমা চাইতে। রোদেলা বলেছে স্যার নিভৃতচারী, তার সঙ্গে ঘটা করে দেখা করার কিছু নেই। যে কোনো সময় দেখা হয়ে যেতে পারে। একটা ফুরফুরে মন নিয়ে আজ এ বাড়িতে এসেছে রোদেলা। টুটুলের যেন কী হয়েছে। কথা প্রায় বলে না বললেই চলে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোদেলা রিডিং রুমে বই পড়েই কাটাল। আজ স্যারকে একবারও দেখেনি, খাবার টেবিলে নিশ্চয় দেখা হবে। কিন্তু দুপুরে খাবার টেবিলে শুধুমাত্র টুটুলকে দ্যাখে রোদেলা। স্যারের কথা জিজ্ঞেস করতেই বললো

'স্যার আপনাকে কয়েকদিনের জন্য ছুটি দিয়েছেন'

'ছুটি দিয়েছেন মানে কী, বুঝলাম না, আমি তো ছুটি চাইনি!'

টুটুল কেমন যেন আমতা আমতা করছিল।

'টুটুল ভাই 'প্লিজ' আমাকে কোনো রহস্য না করে বলেন ঘটনা কী?'

'স্যার মাঝে মাঝে মেডিক্যাল চেকাপে যান, এবারও গেছেন, তাই আপনাকে ছুটি দিয়ে গেছেন।'

'স্যার কোথায় গেছেন, কবে আসবেন?'

'আসলে আমি আপনাকে ফোন দিয়ে জানাব।'

রোদেলা জানে এর বেশি টুটুল আর কোনো কথা বলবে না। জিজ্ঞেস করেও লাভ নেই। বাকি সময়টা দুজনে নিঃশব্দে খেয়ে গেল। ডাইনিংটেবিল

BanglaBook.org

থেকে ওঠার সময় রোদেলা জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি আজ চলে যাব, নাকি থাকব?'

টুটুল বলল, 'আপনার ইচ্ছা।'

রোদেলা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকল। এই বাড়িতে থাকতে তার খুব ভালো লাগে।

তার ছুটি মানে কি, তাকে না বলা পর্যন্ত কি সে এই বাড়িতে আসবে না! সেটা কয়দিন হতে পারে!

স্যার কি অসুস্থ হয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে গেছে নাকি রুটিন চেকআপ।

কম কথার টুটুলকে এত কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না। তা ছাড়া চাকরিতে ছুটি পেলে তো খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু রোদেলার কষ্ট হচ্ছে।

তিন দিন পেরিয়ে গেছে। টুটুলের কোনো ফোন আসেনি। ড্রাইভার লাল গাড়িটা নিয়ে প্রতিদিন যথারীতি রোদেলার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করে। কখনো সে পরিবারের সঙ্গে বের হয়ে কোথাও যায়। কখনো সঞ্জুকে নিয়ে ঘুরতে যায়। সঞ্জু এখন এক বদলে-যাওয়া মানুষ। কোনোদিন মদ ছোঁবে না বলেছে আর সিগারেট ছাড়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সবকিছু অনুকূলে থাকলেও রোদেলার মনটা কেমন যেন ভারী হয়ে থাকে। এক মুহূর্তের জন্যেও ফোনটা হাতছাড়া করে না, যদি এর মধ্যে টুটুল ফোন করে! একটা করে দিন যাচ্ছে জামশেদ লোকটার জন্য তার ভেতরের একটা ছোট্ট হাহাকার একটু একটু করে বড় হচ্ছে। এই অনুভূতির কোনো ব্যাখ্যা রোদেলার জানা নেই। এর মধ্যে একদিন টুটুলকে ফোন করেছিল রোদেলা। টুটুল ফোন ধরেনি। পরদিন মেসেজ দিয়েছিল, টুটুল সেটারও রিপ্লাই করেনি। সঞ্জু এখন রোদেলাকে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে রোদেলার মনমরা হয়ে থাকার কারণ, কিন্তু সেসব তার ভিতরে আগের মতো নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া করে না। সঞ্জু এখন বোঝে ভালোবাসা মানে ভালোবাসার মানুষটির কল্যাণ চাওয়া, ভালো চাওয়া, সে যেটাতে খুশি হয় সেই খুশিটাই কামনা করা। ভালোবাসা মানে তার সবকিছুকে ভালোবাসা।

এর মধ্যে টুটুলের ফোনটা এলো।

একটা হাসপাতালের নাম বলে বলল এক্ষুনি সেখানকার পেলিয়েটিভ ওয়ার্ডের সামনে আসতে। বলেই ফোনের লাইনটা কেটে দিল। ধক করে

BanglaBook.org

উঠল রোদেলার বুক। বাড়তি কিছু ভাবার আগে সঞ্জুকে ফোন দিয়ে জানাল। সঞ্জু শুধু বলল, তুমি রেডি হও আমি আসছি। সঞ্জুর আসতে আধঘণ্টা সময় লেগেছিল। এই আধঘণ্টা কেটেছে রোদেলার শঙ্কা আর আনন্দে। হাসপাতালে গিয়ে স্যারকে কেমন দেখবে এমন শঙ্কা ছিল, আর আনন্দে ছিল যেন কতদিন পর সেই হিপ্পিকে সে দেখতে যাচ্ছে। রোদেলার ভেতরে জেগে উঠেছে মেলিনি। সেই মেলিনি যাকে মেক্সিকো সীমান্তে জামশেদ হারিয়ে ফেলেছিল। সঞ্জুর বাইকের পেছনে সঞ্জুকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসে আছে রোদেলা। সঞ্জু ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাইক। টুটুল ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল ওয়ার্ডের সামনে। সেখান থেকে ওদেরকে নিয়ে গেল একটা ছোট ওয়ার্ডে যেখানে তিনটি মাত্র বেড। দুটি খালি আর একটিতে একজন মানুষকে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

হঠাৎ রোদেলার পা ভারী হয়ে গেল। যেন সে আর নড়তে পারবে না। এই শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা অন্যরকম। রোদেলা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সঞ্জুর হাত। নিশ্চই স্যার ঘুমিয়ে আছেন, টুটুল ডাক দিলেই জেগে উঠবেন। অসহায় রোদেলা টুটুলের দিকে তাকাতেই সে বলল—

'দুই ঘণ্টা আগে উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।'

জ্যামি, তুমি মেলিনিকে খুঁজে পাওনি কিন্তু দ্যাখো মেলিনি তোমাকে ঠিকই খুঁজে পেয়েছে...রোদেলা তার মনের এই আর্তনাদ আর লুকাতে পারল না, বাঁধভাঙা কান্নায় জড়িয়ে ধরল সঞ্জুকে। সঞ্জু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রোদেলার দিকে, এ এক অদ্ভুত কান্না, সঞ্জুকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। টুটুল লাশের মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে দিতেই চমকে উঠল সঞ্জু। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখল, আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'ও মাই গড হি ইজ দ্যাট সেইন্ট। হ্যাঁ, ইনিই সেই দারবিশ। যে আমার ভেতরটা বদলে দিয়েছিল', স্তম্ভিত আর অবাক সঞ্জু রোদলাকে প্রশ্ন করছে 'ইনিই তোমার স্যার? তুমি এনার চাকরি করতে? কাঁদতে কাদতে রোদেলা উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ সঞ্জু ইনিই আমার স্যার।' সঞ্জুর ভেতর থেকেও বেরিয়ে আসে এক অনুশোচনার কান্না। এই মানুষটিকে নিয়ে সঞ্জু কত বাজে কথাই-না বলেছে! কাঁদতে কাঁদতে সঞ্জু বলে 'তুমি জিতে গেছ রোদেলা, তুমি জিতে গেছ। টুটুল এতক্ষণ কাঁদেনি, কিন্তু সঞ্জু আর রোদেলার কান্না টুটুলের দুচোখ দিয়ে নীরব প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে।

ডিউটি ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছে। জামশেদের ফুসফুসে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিল। স্কোয়ামাশ সেল কারসিনোমা, স্টেজ ফোর, তার

BanglaBook.org

সাথে মেটাসট্যাসিস অফ বোন, লিমনোড। টেক্সাসের ডাক্তাররা ছয় মাস সময় বেঁধে দিয়েছিল। জামশেদ জানতে চেয়েছিল কোনো চিকিৎসা আছে কি না, ডাক্তাররা তাকে জানিয়েছিল স্টেজ ফোরে কিছু করার নাই। রেডিও থেরাপি আর কোমোথেরাপি সাময়িক আরাম দেবে মাত্র, কিন্তু কোনো লাভ হবে না। তখন জামশেদ বলেছিল, 'দেন গুড বাই ডক্টর' আমি এমন এক দেশের এমন এক শহরে যেতে চাই যে-শহরের নাম সিটি অব মিউজিক। সেই শহরের শেষ রাতের প্রার্থনা সংগীত শুনতে শুনতে আমি মরতে চাই।'

প্রচণ্ড প্রাণশক্তির জোরে এই ছয় মাস প্রায় সুস্থ মানুষের মতোই বেঁচে ছিল জামশেদ। বনানীতে মায়ের কবরের মধ্যে কবর দিতে বলে গেছে টুটুলকে। টুটুল নিজেকে সামলে নিয়েছে। এই দিনটির জন্য টুটুল দিনের পর দিন নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিল। ওয়ার্ডের বাইরে তখন রোদেলা আর সঞ্জু দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল। টুটুল এসে ওদের সামনে দাঁড়ালে ওরা শান্ত হয়ে আসে। টুটুল তার স্বভাবসুলভ শান্ত ভঙ্গিতে রোদেলাকে বলে, ধৈর্য ধরুন, এতদিন ছিল আপনার ট্রেনিং পিরিয়ড। আজ থেকে আপনার শুরু হল আসল চাকরি। আপনার জন্য উনি নিজ হাতে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার লিখে গেছেন।' হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ইনভেলাপ বের করে রোদেলার হাতে দিয়ে টুটুল চলে যায়। টুটুলের এখন অনেক কাজ।

গোটা গোটা অক্ষরে সুন্দর বাংলায় হাতে লেখা চিঠি :

প্রিয় রোদেলা

জানি তোমার মন খারাপ, এর মধ্যেই তোমাকে একটা দারুণ খবর দিই। প্রথম দিন ইন্টারভিউতে তোমার সাথে ধরা বাজিটা আমি হেরে গিয়েছিলাম। আর সেটা ছিল আমার জীবনে প্রথম কোনো বাজিতে হার। ইচ্ছে করেই তখন তোমাকে বলিনি, কারণ আমি তোমার পরাজিত হওয়ার অনুভূতিটা দেখতে চেয়েছিলাম। তোমার যোগ্যতা দিয়েই তুমি চাকরিটা পেয়েছিলে। আমি আমার জীবনের কিছু গল্প তোমার সাথে শেয়ার করেছি যাতে তুমি আমাকে বুঝতে পার। কারণ এখন তুমি যে-জবটা করবে সেখানে আমার চিন্তা জীবনবোধ তোমাকে গাইড করবে। আমি সৌভাগ্যবান তোমাকে পেয়েছি, যে কিনা এই কাজটি করবে বিশ্বাস আর ভালোবাসা থেকে। আমার সম্পদ থেকে প্রায় তিনশো কোটি টাকার একটি ট্রাস্টের সারাজীবনের জন্য তোমাকে ট্রাস্টি বানিয়েছি। টুটুলের কাছে দলিলপত্রে তোমাকে

BanglaBook.org

কয়েকটি সই করতে হবে শুধু। সারাজীবন বিদেশে কাটিয়ে দিলাম। এদেশের মানুষের জন্য কিছু করার স্বপ্নটা তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমি জানি তুমিই হলে সেই যোগ্যতম মানুষ যার ভিতরে আমি দেখেছিলাম অপার্থিব ভালোবাসার দ্যুতি। আমার পরিকল্পনাগুলো চাইলে তুমি নিতে পার অথবা তুমি যেভাবে ইচ্ছে সাজাতে পার। দলিলপত্রে তোমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছি। সঞ্জু আর টুটুলকে তোমার পাশে রেখো। আমি তোমার কাজের ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকব। যা ইচ্ছে বিশ্বাস করার স্বাধীনতা তোমার আছে। যদি স্রষ্টাকে ভালোবাস তবে তার সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ভালোবাসবে। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অন্যকে টানে, এই টানেরই এক নাম মায়া অন্য নাম ভালোবাসা।

তোমাকে এক লাইনে আমার পুরো জীবনের উপসংহার বলে দিচ্ছি— 'ভালোবাসা আর বিশ্বাসহীন জীবন, মাঝিহীন নৌকার মতো। তাই ভালোবাসবে আর বিশ্বাস দিয়েই জীবনকে যাপন করবে। বাচ্চাদের স্কুলে ওদের এটাই শিক্ষা দেবে। আর ওদের স্কুলটার নাম রাখবে— ফেইথ'।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG